সূত্রধার সম্পাদিত

অপেরা প্রকাশিত



বাংলা নাটক : নাট্যকার-১

জরাসন্ধর

লৌহকপাট

নাটক : জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

সমরেশ বসুর

আবর্ত

নাটক ঃ বরুণ দাশগুপ্ত

নীলোৎপল দের

পিপাসা

পরিবেশক : নবগ্রন্থ কুটীর : ৫৪।৫-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৪

প্রকাশক : আর ব্যানার্জী

অপেরা। ২৭।৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রাকর : মানসী গুহঠাকুরতা

শাশ্বতী প্রেস। ৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রক : মোহন প্রেস

১২

মূল্য : ৩'৫০

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাংলা নাটক : নাট্যকার'-এর এই পর্যায় প্রকাশ নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়কলার ক্ষেত্রে নিশ্চয় এক উল্লেখ্য সংবাদ। পেঙ্গুইনের 'নিউ ইংলিশ ড্রামাটিস্ট' এর অনুপ্রেরণা এবং তা থেকেই এ ধরণের একটি সিরিজ প্রকাশের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করি। 'অপেরা' সিরিজের এই সংকলন-গ্রন্থ একটি বিশেষ সময়সীমার মধ্যে নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার সংকল্প হয়তো ঘোষণা করতে পারছে না, কিন্তু নাট্যামোদী, সাহিত্য-পাঠক, নাট্যদল প্রভৃতির সহানুভূতি পেলে, পরন্তু যদি মনে হয় এই প্রয়াস সত্যি কিছু উপকারে এসেছে, এবং জনসম্বর্ধিত হয়েছে তবে আমাদের সংকল্প, প্রতি বছরে এ ধরনের আরও কয়েকটি করে গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করব। নতুন এই নাট্যসাহিত্য-প্রয়াসের উপজীব্য বলা বাহুল্য তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এত অল্প মূল্যের এই উপহার যাতে নাট্যাগ্রহীদের হাতে হাতে পৌছয়, অভিনয়ে অবশ্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, এটি তার প্রথম ঐতিহাসিক উদ্যোগ।

এ-দেশে তেমন সম্প্রদায়ের সংখ্যা অগণন, যাঁরা বঙ্গে, বহির্বঙ্গের প্রায় সর্বত্র বাংলা নাটকের অভিনয় অনুশীলনে ব্রতী। এক দশক আগেকার মতন নতুন নাট্যগ্রন্থের অভাবও সূচিত হচ্ছে না আর। কিন্তু যা প্রকাশিত হচ্ছে তাই কি নাট্যসাহিত্য? অতি অভিনয়ের মোহে রচিত কিছু হাল্কা এবং লঘু ধরনের রচনা, বিষয়বস্তুর চর্বিত-চর্বণ, বক্তব্যের পুনরুক্তি, ফর্মের বহু অনুকরণ—সর্বোপরি কয়েকটি বিশেষ ধরনের চরিত্রের ছায়াই সকল নাটকে। এই মায়া এবং মোহমুক্তি না ঘটলে বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে না, উন্নতি ঘটবে না তার মানের, অগ্রগমনও কি অব্যাহত থাকবে? এই সময়ে 'বাংলা নাটক : নাট্যকার' এখানে প্রকৃত মানের তুলাদণ্ড স্বরূপ। পাঠ্যোপযোগী ও ব্যাপক-অভিনয়পযোগী উৎকৃষ্ট রচনা এই পর্যায়ের সংকলন ভুক্ত করে তা সাধারণ্যের ক্রয়ক্ষমতাব অন্তর্ভুক্ত রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকই জমাটি ও গভীর গল্পাশ্রিত রচনা। অধিকাংশ পাঠক, নাট্যকলার বেশিরভাগ দর্শকই সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়, যে সিদ্ধান্ত মনে করে নাট্যের

ভাষা কেবল নাটকেরই। এখানে গল্প তথা কাহিনী অনিবার্য আশ্রয় নয়—নাটক তার নিজস্ব ধর্মে, ভঙ্গিতে, স্বকীয় পথে অগ্রসর হবে। এ-যুগের জীবনে গল্প নেই, ঘটনা কোথায়? আমরা দৈনন্দিন জীবনের নিরন্তর সংগ্রামে, কী গভীর যন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তের অন্তর ও বাহিরের ভয়াবহ দ্বন্দ্বে দ্বিখণ্ডিত। সুতরাং নাটক যেহেতু সমকালীন জীবনচিত্র অতএব আধুনিক-কালের নাট্যচিন্তা কখনই গল্প-নির্ভর হতে পারে না, আনন্দ উপভোগের কথা চিন্তা করাও তার কাছে বিলাস। এই বক্তব্য কতটা সত্য, নাট্য্যা-প্রগতির পরিপন্থী; পরন্তু বয়স, অভিজ্ঞতা ও বোধের দিক থেকে নাটক এই নতুন পথে মোড় নেবার মতন যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা সে-কথা বোধ হয় বিবেচনা করে দেখতে হবে। আপাতত আমরা ওই জটিল প্রশ্নে না গিয়ে সংকলনভুক্ত নাটকত্রয়ের কথাই বলব।

গ্রন্থভুক্ত তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকই এখানে গল্প তথা কাহিনীর স্বপক্ষে। কিন্তু তিনটিই মৌলিক নাট্যরচনা নয়। প্রথম নাটক 'লৌহকপাট' সম্বন্ধে বেশি বলার অপেক্ষা রাখে না। বিচিত্র স্বাদের এই কাহিনী-গ্রন্থটির অসম্ভব জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন এমন লোক সম্ভবত এ-দেশে কমই আছেন। 'শিল্প সাহিত্য সর্বদা স্রোতস্বতী নদীর মতন বহমান' এই বক্তব্যকে আরও ব্যাপকতর করে বলা যায়: ওরা অস্থির, চঞ্চল এবং সর্বদা অন্বেষণে রত। প্রকৃতি-জগতেব কত না বিচিত্র রহস্য, মানব মননের আন্তর ও চিন্তাগত রূপ, গ্রহণ, বর্জন, অনুভব, বোধেব জটিল ও গহীন জগৎকে আলোকিত করার এক দুর্বার বাসনা ওদের। সাহিত্য তাই আমাদের ঘরের দরজা পেরিয়ে বেপরোয়া যাত্রার যাত্রী। আট শতকের গণ্ডী আজ আর তার সীমা নয়, গোটা বিশ্বই তার বিচরণ ক্ষেত্র। সুদূর থেকে অদূরে জীবনের যে বিশাল খণ্ডখণ্ড স্রোতধারা তার কতটুকু পরিচয়, কতগুলো ছবি আমাদের কাছে সঞ্চিত ছিল? সাহিত্য সেই দূরের রহস্যকে ঘরে এনে উন্মোচিত করেছে, অজানাকে করেছে পরিচিত—জীবনধারার যে বিচিত্র গতি, নিকট ও দূরের মানুষের জীবনাচরণ, সংগ্রাম, সমাজ, বোধ আর বিশ্বাস এবং সম্পর্কের নিখুঁত চিত্র এখানে অঙ্কিত। এই দুর্গম পথের যাঁরা যাত্রী, 'জরাসন্ধ' (শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী) তাঁদেরই অন্যতম পুরোধা। 'লৌহকপাট' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। এই সভ্য জগতের ইতস্তত দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা কিছু আলাদা জগৎ আছে। আছে বুঝি সমাজও।

আইনের চোখে এই জগৎ তথা সমাজ অপরাধীদের। 'জরাসন্ধ'র অনুসন্ধিৎসা, তীব্র কৌতূহল, বিজ্ঞানী মন বুঝি এই অপরাধীদের বাইরের মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আসল মানুষের সন্ধান পেয়েছিল। সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এদের চিত্রিত করেছেন, এই সব অপরাধীদের অন্তর্মণের বাসনা-কামনা দুঃখ-বেদনা হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক। বাংলাসাহিত্যের এই সম্পদ এখানে নাটকে রূপান্তরিত। নাট্যের প্রয়োজনে ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন হয়তো করতে হয়েছে কিন্তু তাতে মূল কাহিনী ও বক্তব্যের কোথাও হানি হয়নি।

দ্বিতীয় নাটক 'আবর্ত', সমরেশ বসুর ওই একই নামের একটি স্মরণীয় গল্পের নাট্যরূপ। কাহিনীতে পল্লীবাংলার কৃষকসম্প্রদায়ের কথা বর্ণিত। জমির মালিকদের শোষণ, অত্যাচার, জুলুম আর প্রতারণার সঙ্গে সরলমনা, স্নিগ্ধস্বভাব এই কৃষকসম্প্রদায়ের যে অদৃশ্য এবং দৃশ্য সংগ্রাম তাই এখানে চিত্রিত। ওই সঙ্গে লেখক এই সমাজের অনিবার্য অবক্ষয়ের ইঙ্গিতে দিয়ে বুঝি বলতে চেয়েছেন : ভূমি সমস্যার একটি সুচিন্তিত সমাধান এখন প্রয়োজন। কাহিনী করুণ রসের। পৃষ্ঠপট, মেজাজের দিক থেকেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই নাট্যরূপ নিঃসন্দেহে স্মরণীয় সংযোজন।

'নাট্যরূপ' এই কথাটি নাট্যক্ষেত্রের অনেক উন্নাসিকদের কাছেই যেন উপেক্ষার। সরল করে বললে, বলা যায় : এঁদের ধারণা—সাহিত্য আর নাটকের সম্পর্ক বৈমাত্রেয়। নাটক নাটকই ; নিজের ক্ষেত্রে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব কাহিনী ও বক্তব্যের জন্যে কেন সে দৈন্য প্রকাশ করবে সাহিত্যের কাছে! কথাটা কি সত্যি যুক্তিযুক্ত? ভেবে দেখতে হবে, আমাদের দেশীয় নাট্যের ভূমি কতটা উর্বর, মানের দিক থেকে তার আসনই বা বাস্তবিক কোথায়। প্রশ্ন করলে তার উত্তর আমাদের নাট্যাগ্রগতির স্বপক্ষে আসবে না নিশ্চয়। কিন্তু এটাই বিস্ময়, বিদেশী নাটক ও কাহিনীর প্রতিই বা তবে আমাদের এত মোহ কেন! আন্তর্জাতীয়তা? আশ্চর্য, আমরা যেখানে আপন ঘর কি পাশের মানুষটিকে হুবহু চিনতে পারিনি, খবর রাখিনি নিজের পরিবারের—সেখানে, সেই ক্ষেত্রে কি এই আন্তর্জাতীয়তার চালাকিপনা শোভন? বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ও উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যে আপন বৈশিষ্ট্যে, স্বকীয়তায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান করে

দিতে পেরেছে যখন, তখন এই স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি নাট্যাভিজ্ঞদের উপেক্ষার কারণটি কী? যাঁরা মনে করেন, নাট্যরূপ দেওয়ার কাজটি খুবই সহজসাধ্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের দলে নই। আমার বিশ্বাস মৌলিক রচনার চেয়ে এ কাজটি কম গুরুত্বপূর্ণ বা কঠিন নয়। সাহিত্য এবং অভিনয় এ দুইয়ের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। একটি কাহিনীকে (উপন্যাস বা গল্পের) পাদপ্রদীপে বাস্তব করে তোলার দায়িত্ব এখানে নাট্যরূপ দাতার। মনে রাখতে হবে এর বক্তব্যটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, চরিত্ররা হয় প্রায় যথাযথ এবং কাহিনীটিও। তোমায় যদি মাত্র কয়েক স্লিপ কাগজ, দোয়াতের তলায়-পড়া কিছু কালি আর একটি কলম দিয়ে বলা হয়, চাইলেও আর পাবে না, এরই মধ্যে এই বক্তব্যের ওপর তোমায় কিছু লিখতে হবে, তখন অবস্থাটা দাঁড়াবে কী তোমার? হয়তো ওরই মধ্যে তুমি লেখার কাজটি শেষ করলে, কষ্টেসৃষ্টে, সংক্ষেপে। কিন্তু তার গ্রহণ-যোগ্যতার শর্ত পূরণ নাও হতে পারে। উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপের কাজে হুবহু এমন না হলেও অনেকটাই এ-ধরনের একটি নিয়ম-নীতির সীমা আঁকা আছে। বিদেশের নজির না তুলেই বলা যায়, নিয়মের এই নিগড় থাকা সত্ত্বেও বহু বাংলা উপন্যাস এবং কিছু ছোটগল্পের নাট্যরূপের পেশাদারী ও অপেশাদারী অভিনয় এ-দেশের দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছে। আমি মনে করি নাট্যের স্বার্থেই উভয় শিল্পাঙ্গের সঙ্গে নাটকের একটি সখ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত।

এ-সংকলন গ্রন্থের প্রথম দু'টি নাট্যরূপ রচনা করেছেন যথাক্রমে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরুণ দাশগুপ্ত। তৃতীয় নাটক 'পিপাসা' মৌলিক নাট্যরচনা। নীলোৎপল দে রচিত এই নাটকের কাহিনী অপরাধমূলক। একটি হত্যা রহস্যকে কেন্দ্র করে এর অগ্রগতি। শ্রীদে কাহিনী গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিশ্লেষণের কাজটিও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। চরিত্রগুলি এখানে প্রাণের স্পর্শ পেয়েছে। নাটকের বিভতিভাগের বিস্তার, দৃশ্যগঠনের সামঞ্জস্যতা ও পরিণতি দৃশ্য-রচনা সার্থক।

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ মূলত মৌলিক নাট্যকার জ্যোতু মনে করেন বাংলা নাট্যরচনার মানোন্নয়ন, কাহিনী বৈচিত্র্য, সার্থক চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনী গঠনের কৌশলটি আয়ত্ব করার জন্য আরও বেশি নাট্যরূপ এ-দেশে রচিত হওয়া উচিত। এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে তিনি

ব্যর্থ হননি। বহু বিখ্যাত উপন্যাসেরই নাট্যরূপ তাঁর রচনা। এবং তার অভিনয়-সাফল্য বার বার তাঁকে উৎসাহিত করেছে। 'দৃষ্টি' 'গেটম্যান', 'বায়েন', 'নাগমণি', 'মুছেও যা মোছে না', 'দু'টি প্রাণ একটি মন' প্রভৃতি মৌলিক একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকে তাঁর শক্তি, সাফল্য, চিন্তাবৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা প্রমাণিত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজে অভিনেতা, পরিচালকও।

বরুণ দাশগুপ্ত ঃ একালের খ্যাতনামা নাট্য পরিচালক। আধুনিককালে যে কটি পেশাদারী নাট্যদল খ্যাতিতে শীর্ষস্থানীয়, তারই অন্যতম 'চতুরঙ্গ' বরুণের আত্মার মতন। কী অসাধারণ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা থাকলে একটি সাধারণ অখ্যাত দলকে খ্যাতির শীর্ষে তোলা যায় বরুণ দাশগুপ্ত তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। ভয়ানক নাট্যপ্রেমী, প্রচণ্ড রসিক এই যুবা-পুরুষের আর একটি পরিচয় ইনি চিত্রকর। ভাল ছবি আঁকেন। মঞ্চস্থাপত্য রচনায় সুতরাং তাঁর জুটি মেলা ভার। সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেণ', অমৃতলালের 'বাবু' পরিচালনায় তার কৃতিত্ব প্রশংসিত হয়েছিল। 'আবর্ত'র নাট্যরূপ প্রমাণ করেছে, বাস্তবিকপক্ষে তিনি একজন শক্তিশালী নাট্যকারও। অনেক গুণের মধ্যে বরুণের আরও একটি গুণ রয়েছে : চরিত্রশিল্পী হিসাবেও তিনি নাট্যজগতে সমধিক প্রসিদ্ধ।

নীলোৎপল দে ঃ পুলিশবিভাগের কর্মী। আইন, নিয়ম দায়িত্বের বেড়াজাল। তবু নীলোৎপল সংগঠক। অন্যতম খ্যাতনামা নাট্যদল 'অনামী'র তিনি পুরোধা এবং প্রতিষ্ঠাতা। নাট্যশিল্পের সাধনা তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য এ-কাজে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছেন। সুস্থ, সবল, সুদর্শন এই যুবক অভিনয়শিল্পী হিসাবে যেমন জনপ্রিয়, তেমনি নাট্য পরিচালনাতেও তাঁর চিন্তা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রয়েছে। আজ সব ছাড়িয়ে সারা দেশে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি একজন শক্তিশালী আধুনিক নাট্যকার। 'প্রতিচ্ছবি' প্রভৃতি তার প্রকাশিত নাটক।

গ্রন্থভুক্ত তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকই সহজ অভিনয়যোগ্য। প্রথম ও শেষ এই নাটক দু'টির অভিনয়-কাল আড়াই ঘণ্টা। 'আবর্ত' দু'ঘণ্টার নাটক। সবশেষে উল্লেখ থাকে যে, নাটক তিনটি অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের অনুমতি প্রয়োজন।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী (সূত্রধার)

এই সিরিজের পরবর্তী
সংকলনে তিনটি
পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখবেন
কিরণ মৈত্র,
শৈলেশ গুহ নিয়োগী ও
বঙ্কিম দাস।

জরাসন্ধর

লৌহকপাট

* * * * *

নাটক : জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

....

মলয় চৌধুরী, গিরীনবাবু, মিস্টার রায়, ডাক্তার থাপা, ভূতনাথ হালদার, জমাদার, ধনরাজ, কাশেম ফকির, অজিত, পানউল্লা, ফেকু গোয়ালা, মহেশ, বদর, মুন্সী, সালেম, রেওয়াজ, সতীনাথ দত্ত, রহিম, রমজান, দারোগা, পুলিশ, কয়েদীরা এবং কাস্তী, রুমি ও কুটি।

[পর্দা সরে যেতে দেখা যায় মঞ্চ অন্ধকার জেলখানার অফিস ঘর। চেয়ারটেবিল, ফাইলপত্তর টাইপ-মেশিন প্রভৃতি। মলয় চৌধুরী চেয়ারে বসে কিছু লিখছিল। তার পরনে খাঁকি পোষাক। সুদর্শন। বয়স ৩২। এমন সময় গিরীনবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ। খাঁকি পোষাকই পরনে।]

গিরীন। আরে, ক'রেছ কী! বিদ্বান লোক, নতুন চাকরিতে ঢুকেছ, কোথায় ভাবলাম তোমাকে দিয়ে দরখাস্তটা লিখিয়ে নিলে—

[চেয়ারে বসে পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে।]

মলয়। কেন, কি হ'ল গিরীনদা ?

গিরীন। হয়নি কি সেটা বলো ? একি ইস্কুলের দরখাস্ত না কি যে খচাক্ ক'রে মেরে দিলে ছ'টান ! রেফারেন্স কৈ ? অফিসিয়াল করেসপণ্ডেন্স বলে কথা···

মলয়। (হেসে) চলবে না, এই তো গিরীনদা ?

গিরীন। ওই দাদা বলেই যে মেরে দিলে ভায়া। কিন্তু ভাইটি, এর নাম চাকরি। কোথায়? না, জেলখানায়। তাই এখানকার পাঠ গোড়া থেকেই নিতে হবে।

মলয়। নেবো। আপনাদের কাছে যখন এসেই পড়েছি, আর ভাই বলে যখন মেনেও নিয়েছেন, তখন আপনার পাঠশালায় না হয় হাতেখড়ি হোক। বলুন, আজ থেকেই তা হ'লে?

গিরীন। একেবারে আজ থেকেই! বেশ, তবে চাকরিগ্রন্থের প্রথম পাঠ শুনে রাখো। সেলাম (ভঙ্গিসহকারে) এই বস্তুটি ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় যদি ঠুকতে না পার তাহ'লে সারা জীবন কপাল ঠুকেই কাটাতে হবে। মনে থাকবে?

মলয়। নিশ্চয়। হয়ে যাক পরীক্ষা—

গিরীন। (গম্ভীরভাবে) বেশ, ধরো আমি তোমার মনিব। হঠাৎ কিছু একটা দরকারে এখানে এসে পড়েছি। এই আমি যেন ঢুকছি—

[চেয়ার ছেড়ে গিরীন উঠে দেখায়। মলয় স্যালুট দেয়]

মলয়। পাশ করেছি?

গিরীন। চলতে পারে। তবে আরও কুইক্, আরও—

মলয়। কিন্তু হঠাৎ আচম্‌কা হুটোপাটি করতে গেলে যদি চেয়ার-টেবিল উল্টে—

গিরীন। (বসতে-বসতে) যাক না কোম্পানীর কখানা চেয়ার-টেবিল, কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু মনিব বুঝবে, দিলে বটে সেলাম একখানা!

মলয়। বেকায়দায় পড়ে যদি হাত-পা ভাঙ্গে?

গিরীন। তা হ'লেতো আরও সুবিধে। **Injured on duty** হ'য়ে কোয়ার্টারে শুয়ে বসে দিন কয়েক কাটিয়ে দিতে পারবে।

মলয়। বলছেন?

গিরীন। বলছি কি আর সাধে ভায়া! বিশ বছর এই ক'রে মাথার চুল পাকতে চলেছে। নইলে এতদিন দেখতে তোমার গিরীনদা লোটাকম্বল নিয়ে 'গিরি-গিরি' করে পথে নেমে পড়েছে।

মলয়। বুঝলাম। কিন্তু দরখাস্তটা কী ক'রে লিখতে হবে—

গিরীন। কিছু নয়, কিছু নয়। একবার দেখে নিলেই মনে থাকবে। যেমন ধরো, **Honoured sir** থাকবে ওপরে। তারপর, **with reference to the pain on my neck,** মানে, ওই ঘাড়ে ব্যাথা, কিংবা পেট কন্‌কন্‌, নইলে মাথা ঝন্‌ঝন্‌, **dated** এতো, **I have the honour to state** — ব্যস্‌, এইবার লিখে দাও — একদিন কি দু-দিনের ছুটি চাই। আর সব শেষে, সেটাই হ'ল আসল আর মোক্ষম ; জুড়ে দিতে পারলেই খালাস।

মলয়। সেটা আবার কী গিরীনদা ?

গিরীন। কেন, **I have the honour to be sir, your most obedient servant,** অমুক চন্দ্র অমুক।

মলয়। এই ব্যাপার ! দিন, লিখে দিচ্ছি।

গিরীন। উহুঁ, এখন নয় ; পরের বার দেখব ঠিক মনে আছে কিনা। এবারটা আমিই সেরে দিয়ে এসেছি।

মলয়। সেকি ! কখন দিয়ে এলেন ?

গিরীন। সাহেব যেই বাথরুমে ঢুকেছেন, সেই ফাঁকে টুক ক'রে টেবিলের ওপর রেখে এসেছি। এতক্ষণে বোধ হয় **Sanction** হ'য়ে গেল।

মলয়। আর কি-কি শিখতে হবে গিরীনদা ?

গিরীন। তুমি দেখছি, একদিনেই রাজত্ব জয় করতে চাও ! কিন্তু আমার কথাটাও ভেবো। তুমি হচ্ছ রেসের ঘোড়া, আর আমি ? ছ্যাক্‌রা গাড়ীর। পারবো কেন ! তবে যদি নেহাৎ বলো পাল্লা দিতে, তাহ'লে চলুক— (জাঁকিয়ে বসে গম্ভীরভাবে) বলোতো ভায়া, **A-class** আর **B-class** কয়েদীদের তফাৎটা কী ?

মলয়। কেন, রুল-কোড্‌ বুকেইতো লেখা আছে।

গিরীন। ফেল, এক কথায়ই ফেল। শিকেয় তুলে রাখো তোমার রুল-কোড্‌ বুক। কিচ্ছু মিলবে না। এর নাম শ্রীঘর। কারা থাকে এখানে ? কয়েদীরা। কিন্তু তারা কারা ? কেন এসেছে ? কি করেছে ? এ-সব কি বইয়ের বিদ্যেয় জানা যায় ? চলি ভায়া, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। বিকেলের দিকে পারতো আমার ওখানে এসো একবার।

মলয়। রোজই ভাবি কিন্তু ফাইল-পত্তর সামলে ঠিক পেরে উঠিনা।

গিরীন। পারবে। চাকরির প্যাঁচটা রপ্ত হ'লে দেখবে পাহাড়-পাহাড় ফাইলও তুচ্ছ।

[গিরীন ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের মত ঢোকে জ্যারল্ড রায়। আচারে-ব্যবহারে পুরোদস্তুর সাহেব। লম্বা, চওড়া ; চেহারাটাও দেখবার মতন। বছর পঞ্চাশ বয়স। গিরীন ও মলয় সন্ত্রস্ত। পুলিশী-কায়দায় ওরা স্যালুট দেয়।]

গিরীন। গুড মর্ণিং স্যার।

মলয়। মর্ণিং স্যার।

মিঃ রয়। মর্ণিং—মর্ণিং। (মলয়কে হাতের কাগজগুলো দেখিয়ে) এ সব কী পাঠিয়েছেন মিস্টার চৌধুরী? আপনাকে কতবার না বলেছি, এগুলো চেক্ ক'রে তবে পাঠাবেন।

মলয়। চেক্ করেই তো পাঠিয়েছি স্যার। পণ্ডিত আর মৌলবীরা যে প্রতি সপ্তাহে কয়েদীদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আসেন, এটা তাঁদেরই রাহা খরচ।

মিঃ রয়। কিন্তু আমি যে দেখেছি, ফি-রবিবার পণ্ডিত আর মৌলবীরা আমার বাংলোর সামনে দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসে! ওদের আবার রাহাখরচ কিসের?

মলয়। ওঁরা কিসে যায়-আসেন সেটা দেখার কথা আমার নয় স্যার। সরকার ওদের রাহাখরচা মঞ্জুর করেছেন। ওটা ওঁদের প্রাপ্য।

মিঃ রয়। (উত্তেজিত হয়ে) হোয়াট? কে ব'ললে ওটা ওদের প্রাপ্য? সরকারী অর্থের যাতে অযথা খরচ না হয়, সেটা দেখাই আমার কর্ত্তব্য। তোমার দেখছি ভয়ানক দরদ ওদের ওপর। বখরা আছে বুঝি?

গিরীন। না স্যার, নতুন এসেছে তো—মানে, এখনও ঠিক—

মিঃ রয়। আই নো, বাট হি স্যাড···

গিরীন। ইয়েস, ইয়েস স্যার

মিঃ রয়। এগুলো চেক্ ক'রে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

গিরীন। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

[মিঃ রয় ঝড়ের মত বেরিয়ে যান। গিরীন স্যালুট দেয়। মলয় বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

গিরীন। হ'ল তো? পাখি-পড়ানোর মত সাধে কি আর বলি ভায়া, একটু চোখ-কান খুলে চলো। বড় শক্ত এই চাকরি। মনিবের মুখের ওপর কি অমনি ক'রে কথা বলে?

মলয়। কি অন্যায় যে বলেছি তাতো বুঝলাম না! (বিরক্ত হয়ে) আমার এ চাকরি পোষাবেনা গিরীনদা—

গিরীন। আহা, পুষিয়ে নিতে হবে। কোরা-জামা গায়ে দিলে ঢিল্-ঢিল্ হবেই। কিন্তু কাচতে-কাচতেই গায়ে ফিট হয়ে বসে। আসি ভায়া, যা মেজাজ, কখন না আমার ঘাড়ে চোট পড়ে! ওই নাও—কাকে আবার নিয়ে আসছে। নতুন আসামী বোধ হয়। চলি ভায়া—

[বাইরের দিকে নজর করে কথাটা বলতে-বলতে বেরিয়ে যায়। দেখা যায়—একজন সিপাই কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ধনরাজকে নিয়ে ঢুকছে। আধমরা, ধুঁকছে। মাথা-মুখ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সিপাই মলয়কে স্যালুট দেয়। মলয় ওই অবস্থায় ধনরাজকে দেখে অবাক হয়।]

মলয়। একি! এখানে নিয়ে এলে কেন?

সিপাই। চিঠ্ঠি ভেজা হুজুর।

[মলয়কে চিঠি দেয়। মলয় চিঠি পড়ে।]

মলয়। ছেড়ে দাও ওকে।

সিপাই। বহোৎ পাগল আছে হুজুর!

মলয়। জানি—ছেড়ে দাও।

[সিপাই দড়ি ছেড়ে দিতেই মুমূর্ষু ধনরাজ মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ে।]

ধনরাজ। (অস্ফুটে) পানি—পানি—হুজুর—পানি—

[মলয় টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তুলে নিয়ে ওর মুখের কাছে ধরে। আকুল পিপাসা মেটাতে এক চুমুকে জল শেষ করে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ায়।]

ধনরাজ। ম্যায় পাগল নেহি হুঁ হুজুর। ম্যায় পাগল নেহি হুঁ। মুঝ্‌কো পাগল বানা দিয়া! মুঝ্‌কো—

মলয়। [গ্লাসটা রেখে] না—না, তুমি পাগল নয়। আমি জানি। কিন্তু এ-অবস্থা কে করলে তোমার?

ধনরাজ। নটন সাব। মেরা মালিক। উ হামার। (হাঁপাতে থাকে)

মলয়। কে, নটন সাহেব?

ধনরাজ। হুজুর, ও ম্যানেজার আছে। চা বাগানকো মালিক আছে।

মলয়। তাতো বুঝলাম, কিন্তু তোমার মত লোকের এ-দশা করলে কেন? কী করেছিলে তুমি?

ধনরাজ। মেরা কুছ কসুর নেহি মালিক। উ যে শয়তান আছে হামার মালুম নেহি থা। বরবাদ কিয়া—ছিন্ লিয়া মেরা লখিয়াকো। ছিন্ লিয়া—

মলয়। কে লখিয়া?

ধনরাজ। হামার লেড়কী, মেরা বেটি—ইস্কুল মে পড়তী, বহুৎ খুবসুরৎ থী—মালুম নেহি হুজুর, কৈ রোজ, ক্যায়সে নজর পড়গিয়া উ নটন সাব্‌কো! এতোয়ার কা রাত কোঠীমে বহুৎ বড়া খানাপিনা হোতা। হামকো হুকুম দিয়া সহর সে শরাব লানলেকে লিয়ে। ঘোড়াপর হাম ছুটা জলদি—(হাঁপাতে থাকে) লেকিন আকর দেখা, ঘরমে লখিয়া নেহি—এক আদমী বোলা, সাব্‌কা দো আদমী লখিয়াকো পাকড়কে—(ধনরাজ অঝোরে কাঁদে)

মলয়। তারপর?

ধনরাজ। হাম ছুটা সাব্‌কা কোঠী—দেখা, শরাব পিকর ও নটন সাব হামারা লখিয়াকো বরবাদ কিয়া, একদম বরবাদ কিয়া মেরা বেটীকো। (আবার দম নিয়ে চড়া গলায় বলতে শুরু করে) আপনা আখোঁসে দেখা হুজুর, ঝুটা নেহি—একদম সাচ্‌! শিরপর খুন চড়গিয়া। এক ঘুসিসে ও শয়তানকো হাম মিটিমে ফেকা। উসকা যান লেনেকে লিয়ে তৈয়ার থা—লেকিন—(হাঁপাতে থাকে। কষ্ট-বোধ করে)

মলয়। লেকিন, কেয়া হুয়া?

ধনরাজ। পুলিশ পাকড় লিয়া মুঝে। হামকো রুখ দিয়া।

মলয়। ওখানে পুলিশ এল কোথা থেকে?

ধনরাজ। খানাপিনামে পুলিশ-সাব্‌ খুদ হাজির থা—

মলয়। বলো কি! পুলিশ সাহেবের সামনেই এই ব্যাপার?

ধনরাজ। জী হুজুর। উভি শয়তান আছে। দোনো মিলকর্‌ হামার লখিয়াকো ইজ্জৎ ছিন্‌ লিয়া। সমঝিয়ে হুজুর, ইজ্জৎসে বড়া চীজ আউর কুছু নেহি। হামকো পাগল বানায়া। (চিৎকার করে ওঠে) হামকো ছোড় দিজিয়ে হুজুর। উ শয়তান দোনোকো হাম জান লেলেগা। হামকো ছোড় দিজিয়ে হুজুর—হামকো—(হঠাৎ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে) আঃ—আঃ—মর যায়গা হাম। আঃ—আঃ...

[আর কথা বেরোয় না। টলতে-টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।]

মলয়। জলদি করো। লে চলো হাসপাতাল মে—আচ্ছাসে পাকড়ো—ঠিক হায়। চলো—

[সিপাই অনেক কষ্টে ধনরাজকে তুলে, নিজের কাঁধে ভর রেখে, ওকে নিয়ে বাইরে চলে যায়। মুহূর্তে চিটিটায় চোখ বুলিয়ে দ্রুত পায়ে মলয় ওদের অনুসরণ করে। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

২.

[জেলখানা—সেলের মধ্যে কয়েদীদের দেখা যাচ্ছে। ওরা থালা-ঘটি বাজিয়ে, গান গেয়ে হুল্লোড় করছে। অজিত ওদের পাণ্ডা। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স। এমন সময় জমাদার ঢোকে। ধমক দেয়। হল্লা থেমে যায়।]

জমাদার। এই, হল্লা বন্ধ্ করো। সাব্ আরাহাঁ—

[মলয় ঢোকে। হাতে একখানা রেজিস্টার-বুক।]

মলয়। কি! এত হুল্লোড় কিসের?

অজিত। (গারদের ভেতর থেকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে) দেখুন না স্যার, আলিপুর চিড়িয়াখানায়ও এমনটি পাবেন না। মানুষ নয়, জন্তুও না। এক আজব চীজ! একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিন, দেখবেন কেমন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়? দিন না স্যার, একটা খোঁচা, দিন।

মলয়। (ধমকের সুরে) অজিত বাবু—

অজিত। দোহাই স্যার, খাঁচায় রয়েছি, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী, হাতে হাতকড়ি। তাতেও দুঃখ নেই। কিন্তু বাবু বলে আর জুতোটা মারবেন না। সবই সহ্য হ'য়ে গেছে, শুধু আপনার বাবু কথাটা যেন কাঁটার মত বেঁধে।

মলয়। আচ্ছা, এখন চুপ করুন। যাও সব ভেতরে—জমাদার গুনতি ঠিক আছে?

জমাদার। জী হুজুর। লেকিন দু-নাম্বার সেল আভিতক্ নেই হুয়া।

মলয়। তাহ'লে তুমি যাও। এদের হুজিরিটা আমি সেরে নি।

জমাদার। বহুত্ আচ্ছা সাব্—

[জমাদার চলে যায়। মলয় সামনে রাখা একটা টুলে বসে খাতায় লিখতে থাকে। কয়েদীরা গারদের কাছ থেকে সরে ভেতরে গেল। এমন সময় মহেশ ঢোকে: বছর চল্লিশেক বয়স। সদ্য খালাশ পাওয়া আসামী একজন।]

মহেশ। সেলাম হুজুর—

মলয়। সেলাম। কিরে খালাস পেয়ে গেলি?

মহেশ। হ্যাঁ, হুজুর।

মলয়। কিন্তু কদিন? আবার তো আসবি? আচ্ছা, (একটু ভেবে) একটা সত্যি কথা বলবি, মহেশ?

মহেশ। কি যে বলেন হুজুর, বি-কেলাসই হই, আর যে কেলাসই হই— আপনার কাছে কি মিথ্যে বলতে পারি?

মলয়। তাহ'লে বল্‌তো, এখানে আসিস কেন?

মহেশ। ইচ্ছে ক'রে কি আর আসি হুজুর! দশবার পকেট মারতে গিয়ে একবার ধরাও পড়ে যেতে হয়। হাত-সাফায়ের কাজ, সবগুলো ঠিক উৎরোয় না।

মলয়। কিন্তু পকেট মারিস কেন?

মহেশ। নইলে খাবো কি হুজুর?

মলয়। কেন! দেশে এত লোক কাজ করে খাচ্ছে, আর তোর মত বেত-পালিশের কাজ জানা লোকের একটা কাজ জুটবে না?

মহেশ। কিন্তু হুজুর, পুরনো চোর আমি। আমার মত লোককে কাজ দেবে কে বলুন? চাকরি তো দূরের কথা, ভদ্রলোকদের পাড়ায় থাকার জায়গাই একটু মিলবে না। গেরস্তর রাত্তিরে ঘুম হবে না। পুলিশ এসে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় দরজা ধাক্কা দেবে। তারপর যদি কাছে-পিঠে কোথাও চুরি-ডাকাতি হল, প্রথম দড়ি পড়বে আমার হাতে।

মলয়। তাই বলে জীবনভর এই কষ্ট করে মরবি?

মহেশ। কষ্টটা আপনি কোথায় দেখলেন হুজুর? খাসা ঘর, তিনবেলা ভরপেট খাবার। ধব্‌ধবে জামা-ইজের। অসুখ করলে তোফা হাসপাতাল। এ-রকম আরাম আছে নাকি জেলের বাইরে?

মলয়। বলিস কি! জেলে তোদের একটুও কষ্ট নেই?

মহেশ। না হুজুর। তবে একটা কষ্ট ছিল, সেই পেরথম-পেরথম। এখন তাও নেই। (হা করে মুখ দেখায়) এই দেখুন না, সিকি-আধুলি, চেন-আংটি, সব লুকিয়ে রাখি। আর তাই ভাঙ্গিয়ে নেশার জোগাড় হয়ে যায়।

মলয়। আইনের বেড়ে ফাঁক বানিয়েছিস তো? [হাসে]

মহেশ। দেখবেন? এই—এই দেখুন—

[মুখের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা সিকি বার করে দেখায়।]

মলয়। বলিহারী লোক তোরা! মানুষ হ'য়েও কি অমানুষের মত শরীরটার ওপর অত্যাচার করছিস! আচ্ছা, তা না হয় গেলো, কিন্তু এই যে সারা

জীবনটা জেলে কাটাচ্ছিস, বৌ-ছেলের জন্যেও মনটা কাঁদেনা ? ইচ্ছে হয় না, দশজনার মত ঘর-সংসার করতে ?

মহেশ। বৌ-ছেলে-মেয়ে থাকলেতো মন কাঁদবে হুজুর ?

মলয়। সে কি ! এত মেয়েছেলে আসে—দরখাস্তে লেখে অমুক আমার স্বামী, অমুক আমার দেওর…

মহেশ। স্বামী-টামী না বললে আপনারা দেখা করতে দেবেন না তাই লেখে। কিন্তু মেয়েছেলেগুলো সত্যিই ভাল হুজুর।

মলয়। (খাতা হাতে উঠে দাঁড়ায়।) তোর কথা শুনে আমি যে কি বলবো, ভেবে পাচ্ছিনা। ইচ্ছে হলে আসবি বৈকি। আমি তো আর তোকে আটকে রাখতে পারবনা। তবু বলছি, চেষ্টা করিস, যাতে না আসতে হয়।

মহেশ। কথা দিতে পারবনা হুজুর। শেষে আপনার কাছে মিথ্যেবাদী হব—তবে চেষ্টা করে দেখব।

মলয়। তাতেই হবে। আচ্ছা এখন যা—

মহেশ। কিছু দোষ থাকলে মাফকরে নেবেন হুজুর। সেলাম—[মহেশ চলে যায়]

মলয়। **Crime and Punishment.** কত তত্ত্বকথা দিয়েই বই-এর পাতাগুলো ভরানো। কিন্তু মহেশ-কোম্পানীর নাম-গন্ধও নেই সেখানে !

[কথায় বাধা পড়ে ! দেখা যায় গারদের কাছে এসে দাঁড়ায় ফকির। পেছনে আরও কজন কয়েদী। ফকিরের গায়ে আলখাল্লা। গলায় হরেক রকমের মালা। মাথায় কালো কাপড় দিয়ে ফেটি বাঁধা। উদাস চাউনি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।]

ফকির। হুজুর, আমার বিবি এসেছিল ? আমার বিবি—

মলয়। কৈ, না তো !

ফকির। ও—আসেনি !

মলয়। [গারদের কাছে এসে] রোজইতো তোমার বিবির কথা জিজ্ঞাসা করো ফকির, কিন্তু কোনোদিন তো তাকে আসতে দেখলাম না ?

ফকির। আসবে, নিশ্চয় আসবে।

মলয়। এলেই ভাল।

ফকির। ভালো—খুব ভালো আমার বিবি। দেখবেন, সে নিশ্চয় আসবে।

[কয়েদীরা হঠাৎ "হো-হো" করে হেসে ওঠে]

মলয়। (ধমকের গলায়) কি হ'ল ! হঠাৎ এত হাসি কিসের ?

অজিত। ফকির সাহেবের বিবির কথা শুনে। কদিন বাদেই যাকে—এখনও বিবি-বিবি করেই গেল।

ফ'কর। ওদের কথা শুনবেন না হুজুর। আসবে, ঠিক আসবে আমার বিবি ;
,নিয়ে যাবে আ'মাকে ?

মলয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসবে।

অজিত। হুজুর যখন বলছেন, তখন তোমার ভাবনা কিসের ? যে কদিন মেয়াদ, বিবি-বিবি করেই মালা জপো।

মলয়। (বিরক্ত কণ্ঠে) অজিতবাবু, কি হ'চ্ছে ?

অজিত। মুখে একটা বেড়ি দিয়ে দিন না স্যার। তাহ'লে আর কথা কইতে পারবনা। কিংবা গরুর মত নাকে দড়ি দিয়ে রাখুন। কথা কইলেই এক হ্যাঁচ্‌কা টান দেবেন।

মলয়। দড়ি-বেড়িতে আপনার মত লোকের কিছু হবেনা।

অজিত। তবে একটা নতুন কিছু বার করুন না মাথা খাটিয়ে। আমিও টাইট্ হই, আপনারও প্রমোশন হয়ে যায়।

মলয়। আমার কথা না ভেবে নিজের কথা ভাবুন। সময় তো হ'য়ে আসছে।

অজিত। আবার আসবো স্যার। এমন জায়গা ভূ-ভারতে মেলা ভার !

[সেই মুহূর্তে জমাদার ছুটে আসে।]

জমাদার। হুজুর, জলদি চলিয়ে। গুণতি সে একঠো কমতি হোতা—

মলয়। সে কি !

জমাদার। পাগলী লাগানে বোলে সাব্‌ ?

মলয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলো। জলদি করো—হারিআপ।

[মলয় দ্রুত বেরিয়ে যায়। জমাদার চিৎকার করে বলতে-বলতে বাইরে ছোটে।]

জমাদার। ঘণ্টীবালা, পাগলী লাগাও—

[নেপথ্যে ঘণ্টার বিকট আওয়াজ শোনা যায়। কয়েদীরা গারদের বাইরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।]

কয়েদীরা। ভেগেছে—ভেগেছে—ভেগেছে·····

অজিত। [গানের সুরে] "লাগ্‌-লাগ্‌ ভেলকির খেলা—
এসো ভাই, এসো ভাই,
মজা করি এই বেলা—
লাগ্‌-লাগ্‌ ভেলকির খেলা—"

[অজিতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই নেচে-কুঁদে গান ধরে। নেপথ্যে ঘণ্টার অবিরাম শব্দ। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

৩.

[মলয় চৌধুরীর কোয়ার্টার-সংলগ্ন বারান্দা। বেতের চেয়ার-টেবিল পাতা। দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি। মলয় একগোছা ফুল হাতে ঢুকে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখতে থাকে। তার পরনে ঘরোয়া পোষাক। এমন সময় ডাক্তার থাপা ঢোকেন। কোট-প্যান্ট পরনে। বাঁ হাতটা গলার সঙ্গে স্লিং বাঁধা। কথায় অবাঙ্গালীর টান।]

থাপা। নমস্কার মিঃ চৌধুরী!

মলয়। আরে! আসুন, আসুন, বসুন।

থাপা। রোজই মনে করি আপনার এখানে আসব, কিন্তু বুঝতেই পারছেন, হাসপাতাল সামলে সময় করে উঠতে পারি না। তাই ভাবলাম, আজ যখন একটু সময় আছে—(চেয়ারে বসে)।

মলয়। বেশ করেছেন। খুব খুশী হ'লাম। দেশ-ঘর ছেড়ে এই পাহাড়ী জায়গায় এসে প্রথম ক-দিন তো ভালই লাগত না। এখন অবশ্য অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হ'য়ে গেছে।

থাপা। আমারই অনেক আগে আসা উচিৎ ছিল।

মলয়। আপনি বেশ বাংলা বলতে পারেন তো?

থাপা। এই দেখুন, আপনার দেশে যে আমি বহুদিন কাটিয়ে এসেছি। আমার ফ্যামিলির সবাই বাংলা বলতে পারে।

মলয়। হাতে কি হয়েছে আপনার?

থাপা। ও কিছু না—দ্যাট ওল্ড ট্রাবল্।

মলয়। ট্রাবল্।

থাপা। আর বলবেন না। ফ্যামিলি ডুয়েল। আপনাদের কথায় যাকে বলে দাম্পত্য কলহ।

মলয়। বলেন কি!

থাপা। একজাক্টলী (দুজনেই হেসে ওঠেন) আপনার নিশ্চয়ই এ-পাট শুরু হয়নি?

মলয়। না—

থাপা। থ্যাঙ্ক গড্।

মলয়। কিন্তু এই অবস্থায় আপনার অসুবিধা হচ্ছে তো?

থাপা। তেমন কিছু নয়। ডাক্তারি করা মানে তো হাসপাতালে হাজিরা দেওয়াই।

মলয়। ঠিক বুঝলাম না!

থাপা। তাহ'লে শুনুন। জেল-হাসপাতালের চাকরিতে আমি যা বুঝেছি তাতে মানুষের যত রকমের রোগ আছে তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে বুখার, আর এক হচ্ছে পেট-গড়বড়। যেমন ম্যালেরিয়া, বসন্ত, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, এসব হ'ল বুখার। আর কলেরা, ডিসেন্টি, কোলাইটিস, এসব হচ্ছে পেট-গড়বড়। দু'রকম রোগের দু'রকম মিক্শ্চার। একটার রং সাদা, একটার লাল।

মলয়। ব্যাস্, আর কিছু নয়?

থাপা। এইতো যথেষ্ট। আর কি চান?

মলয়। রোগ সারে তাতে?

থাপা। সেটা আপনি যা খুশী অনুমান করে নিতে পারেন। বললে বিশ্বাস করবেন না চৌধুরী, ওষুধ দেওয়ার জন্যে একজন কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

মলয়। সে কি! তাহ'লে ওষুধ দেয় কে?

থাপা। কেন, হাসপাতালের রেজাক। একাধারে ও চাপরাশ, পিওন, কম্পাউণ্ডার। ওকে বলে দিয়েছি, রোগের ফিরিস্তি দেখার দরকার নেই। তুই খালি দেখবি, রোগী কোন দলে পড়ে? বুখার না পেট-গডবড়? যদি বুখার হয়, সাদা দাওয়াই—আর পেট-গড়বড় হলে—

মলয়। লাল দাওয়াই?

থাপা। হ্যাটস্ রাইট (দুজনেই হেসে ওঠে) দেখছেন তো কত সোজা—এবার ইচ্ছে করলে আপনিও ডাক্তারি করতে পারেন।

মলয়। তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যদি কোনোদিন উল্টো ওষুধ দিয়ে দেয়। সাদার বদলে লাল, আর লালের বদলে···

থাপা। সেও হয়েছিল একদিন। তার ফলে কি হল জানেন? বুখারের দল সেদিন বেজায় খুশী। কুইনাইন-গোলার বদলে পেয়ে গেল মিষ্টি কার্মিনেটিব্। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ হল পেট-গড়বড় দলের। তারা জানাল তীব্র প্রতিবাদ।

মলয়। এ যে ভাবাই যায় না—

থাপা। আরও কিছুদিন হোক, তখন বুঝবেন। আচ্ছা, আজ উঠি—

মলয়। সে কি! এইতো এলেন ; বসুন—

থাপা। (হাত জোর করে) না মিঃ চৌধুরী। আজ নয়। আসব একদিন সময় করে। আলাপ তো হয়েই রইল। আপনিও আসুন না আমার ওখানে।

মলয়। নিশ্চয় যাবো—

থাপা। চলি—নমস্কার। (বেরিয়ে যায়)

[একটা সিগারেট বরিয়ে মলয় গাছের কাছে এগিয়ে যায়। নাড়াচাড়া করে দেখে এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে হ্যারল্ড রায় ঢোকেন। মলয় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সিগারেটটা ফেলে পায়ের স্লীপার দিয়ে চাপে।]

মলয়। কে! ও, স্যার, আপনি! (একখানা চেয়ার এগিয়ে দেয়)

মিঃ রায়। থাক্, তোমার ব্যস্ত হতে হবে না! (চারদিক লক্ষ্য করে) দেওয়ালের ও ছবিটা কার?

মলয়। আজ্ঞে, আমার বাবার।

মি রায়। (ছবিটার কাছে গিয়ে) বেঁচে আছেন?

মলয়। না—

মিঃ রায়। রক্ষা পেয়েছেন। (মুখোমুখি হ'য়ে) তোমার বয়স কত? বছর ত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয় নিশ্চয়?

মলয়। না স্যার। (অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে)

মিঃ রায়। তোমার মত আমার একজন ছেলে ছিল। ঠিক তোমারই সমবয়সী। বেঁচে নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ দি সেজন্য। কেন, বুঝতে পারছো?

মলয়। না স্যার—

মিঃ রায়। কারণ, বেঁচে থাকলে সে তোমারই মত বেয়াদপ তৈরি হ'ত। বাপের বয়সী অফিস-মাষ্টারের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতো রেজিগনেশন লেটার। (পকেট থেকে টাইপ করা একখানা কাগজ বের করে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে তারপর আর একখানা ছাপা-ফরম বার করে মলয়ের দিকে বাড়িয়ে দেয়—) তোমার প্রভিডেণ্ড-ফণ্ড হয়নি এখনও। এটা কাল সই করে অফিসে পাঠিয়ে দিও। এখন থেকে ভবিষ্যতের সঞ্চয় দরকার। আজ না হয় ব্যাচিলার আছো—

মলয়। কিন্তু স্যার—

মিঃ রায়। (স্নেহের সুরে) নেভার মাইণ্ড মাইবয়। একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন আমায় প্রাণখুলে আশীর্বাদ করবে। দ্যাট আই ক্যান এ্যাসিওর ইউ···কিন্তু সেটা দেখার সৌভাগ্য হয়তো আমার হবে না। এণ্ড থ্যাট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। চলি, চিয়ার ইউ—

[মিঃ রায় বেরিয়ে যান। বিস্মিত মলয় তাকিয়ে থাকে। এমন সময় বারান্দার বাইরে জানলায় কে যেন উঁকিঝুঁকি দেয়।]

মলয়। (এগিয়ে গিয়ে) একি, বাইরে কেন!

[কাঞ্চী ভেতরে আসে। পরনে ভেলভেটের ঘাঘরা। গায়ে চকোলেট রং-এর ঢোলা লম্বা বেণী। রক্তিম গণ্ড। চোখ দুটিতে কৌতুকোজ্জ্বল চাপা হাসি।]

কাঞ্চী। আমি কাঞ্চী ; ডাক্তার সাব মেরা পিতাজী—

মলয়। জানি—আপনি বসুন।

[কাঞ্চী খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে]

মলয়। কী হ'ল ?

কাঞ্চী। (মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামায়) তুমি আমাকে আপনি বলছো কেন ? আপনি না, তুমি।

মলয়। ওঃ—আচ্ছা, তুমি। এবার হয়েছে তো ?

কাঞ্চী। (ফুল গাছ দেখে) বাবুজী, তুমি বুঝি খুব ফুল ভালবাসো ?

মলয়। খুব না হ'লেও বাসি।

কাঞ্চী। তোমার ফুলবাগান আমি দেখেছি। বাবুজী, এত কষ্ট করে কার জন্যে ফুল-বাগান বানিয়েছ ? বড়ী আম্মা বলছিল, ফুল ফুটলে খোঁপায় লাগাবার লোক তো দেখছি না। সে কবে আসবে বাবুজী ?

মলয়। জানি না।

কাঞ্চী। জানোনা কি রকম ? তুমি জানবে না তবে কি হামি জানবো !

মলয়। তেমন কারো খোঁপার দেখা তো আজও পাইনি। কেমন করে জানব বলো ?

কাঞ্চী। সত্যি ? তাহ'লে বড়ী আম্মাকে বলি খোঁজ করে দিতে ?

মলয়। সে তোমার খুশী। তবে যাকে আনবে তাকে বলে দিও খোঁপায় গোঁজার ফুল হয়ত মিলবে এখানে কিন্তু পেটের ভাত জোটাই মুস্কিল।

কাঞ্চী। তাই বলে একলা থাকবে নাকি ?

মলয়। দোকলা না পাওয়া পর্যন্ত উপায় কী? যাক তোমার কথা বলো—

কাঞ্চী। একদিন আমাদের কোঠীমে এসোনা বাবুজী। বড়ী আম্মা বলে দিয়েছে।

মলয়। তা না হয় যাবো, কিন্তু তোমার বড়ী-আম্মা যদি সত্যিই কাউকে গছিয়ে দেয় আমার ঘাড়ে, তখন কী করবে?

কাঞ্চী। কেন, ঘরে নিয়ে আসবে। বড়ী আম্মাকে তো জানো না, যদি একবার হ্যাঁ বলে—না ব'ললেই খুব রেগে যায়।

মলয়। তা জানি, আর সেজন্যই তো ভয় করছি।

কাঞ্চী। কী করে জানলে? পিতাজীর কাছে শুনেছ বুঝি?

মলয়। না—না, আমি নিজে তাঁকে দেখেছি। তোমাদের কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে গলাও শুনেছি তাঁর। তাই ভাবছি, যদি ওই রকম আমাকেও কিছু করে বসেন—

কাঞ্চী। সে তখন ভাবা যাবে। আগে এসো তো একদিন। বুঝলে বাবুজী, বড়ী আম্মা বকুনি লাগায় খুব কিন্তু ভালওবাসে। আমাকে কী বলে জানো?

মলয়। কী?

কাঞ্চী। ধাড়ী মেয়ে, বসে-বসে খাবি? তবু আমি কত কাজ করি জানো? গাছে জল দি, লেবু পেড়ে আনি, মুরগীগুলোকে খেতে দি—

মলয়। এতো কাজ!

কাঞ্চী। আরও কত কী—

মলয়। তাহ'লে আমার কি মনে হয় জানো? বড়ী আম্মার বকুনিই ভালবাসা। তোমায় যখন-তখন তাই বকুনি লাগায়—'

কাঞ্চী। একদিন এসোনা, তাহ'লে বুঝবে। অমনি বুঝি ভালবাসা হয়? রেগে গেলে চেলা-কাঠ দিয়ে যা দু-চার ঘা বসিয়ে দেয় না। আমি এখন যাই বাবুজী—দেখতে না পেলে বড়ী আম্মা আবার বকুনি লাগাবে। আসবে কিন্তু একদিন। নইলে আর আসবো না—মনে থাকবে?

মলয়। থাকবে—

কাঞ্চী। যাই—

[চঞ্চল পায়ে কাঞ্চী বেরিয়ে যায়। ওর যাওয়ার দিকে মলয় তাকিয়ে থাকে। এমন সময় গিরীনবাবু ঢোকে।]

গিরীন। ভায়া কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছ ?

মলয়। আসুন—

গিরীন। আসবো কি হে! আমি ভাবলাম এতক্ষণে বুঝি বাঁধা-ছাঁদা হ'য়ে গেছে! টিকিট কাটতে যা দেরি—

মলয়। হ'ল না, বসুন। (দুজনেই চেয়ারে বসে)

গিরীন। তোমার গেট দিয়ে ঢুকবার মুখে যা দেখলাম—

মলয়। এই দেখুন না। (ছেঁড়া কাগজ তুলে দেখিয়ে) বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ রায়সাহেব এখানে এসে হাজির। বলে গেলেন (মিঃ রায়ের ভঙ্গিতে) আমার ছেলে বেঁচে নেই তাই রক্ষে! নইলে তোমার মত বেয়াদপ তৈরি হ'ত। তারপর এটা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন (প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের কাগজখানা দেখায়)।

গিরীন। (দেখে) বলো কী? এ যে দেখছি—মেরে দিলে ভায়া! যখন একবার সাহেবের নজরে পড়ে গেছ—জমাও, জমিয়ে বসো। তোমার তো এখন জল্‌জলে কপাল হে। কথায় বলে, রাজত্ব আর রাজকন্যা এক-সঙ্গে। যাক্, খুব সুখবর! আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হ'ল। যেরকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিলে, চাকরি ছেড়ে চলে যাবে বলে—(ফুলগাছ দেখে) ভায়ার দেখছি, বেশ কাব্য-কাব্যি ভাবও আছে।

মলয়। একলা থাকতে হবে তো—এই সব নিয়ে তবু সময় কাটানো যায়।

গিরীন। সে তো বটেই। গাছ থেকে পাতা, পাতা থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুল। আর ফুল থেকে মালা—(সুর ক'রে)

"আমি সারাটি সকাল,
বসিয়া-বসিয়া, গেঁথেছি ফুলের মালা"

মলয়। তবে যে বললেন, প্রাণে রস-কস নেই ?

গিরীন। ছিল না ভায়া। তোমার এখানে যেন বর্ষার ছোঁয়া পেয়ে শুকনো ডোবাটাও রসিয়ে উঠল!

মলয়। ডোবা ?

গিরীন। তবে কি তোমার মত সাগর? আহা—কি দেখলাম?

মলয়। কি হ'ল, দেখলেনটা কী?

গিরীন। কচি খোকা যেন! শুধু গাছ-পাতা নিয়ে সময় কাটানো হচ্ছে?

মলয়। তা নয়ত কী—নতুন কিছু চোখে পড়েছে নাকি আপনার?

গিরীন। শুধু পড়া নয়, সার্থকও। চালিয়ে যাও—চাকরী যখন ছাড়া হ'লই না, তখন নির্ভয়ে ঝাঁপ দাও। আমরা তো রইলাম। কিচ্ছু-ভাবনা নেই। উঠি ভায়া—

মলয়। বসুন না ; একটু কফি বানাতে বলি—

গিরীন। সেই বাঁদর-মুখো মেয়েটার হাতের কফিতো ? থাক্, ওতে রুচি নেই। রিনি-ঝিনি হাতের পেয়ালা যেদিন খাওয়াতে পারবে—

মলয়। পেয়ালা খাবেন !

গিরীন। ওই হ'ল, পেয়ালা খাবো কোন দুঃখে ? কফিই খাবো। তার স্বাদ-গন্ধই আলাদা। চলি ভায়া, খুব খুশী হলাম—খুব খুশী (গিরীন বেরিয়ে যায়)।

[মলয় হাসিমুখে ভেতরে পা বাড়াতে যাবে এমন সময় বাইরে থেকে জমাদারের গলা শোনা যায়।]

জমাদার। হুজুর—

মলয়। কি খবর জমাদার ?

জমাদার। ধনরাজ মর্ গিয়া সাব্।

মলয়। মর্ গিয়া !

জমাদার। জী সাব্। হাসপাতালসে খবর ভেজা। আপকো সেলাম দিয়া ডাক্তার সাব্। [অল্প নীরবতা]

মলয়। আচ্ছা, তুমি যাও।

জমাদার। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। (সেলাম দিয়ে চলে যায়)

মলয়। (আপন মনে) দুনিয়ার পাঁচিল টপ্‌কে ধনরাজ ফাঁকি দিয়ে চলে গেল !

[ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ঢোকে। করুণ সুর বাজতে থাকে। মঞ্চে অন্ধকার না.ে...... ।]

৪.

[অফিস ঘর। ভূতনাথ দারোগা চেয়ারে বসে চুরুট টানছে। খাঁকি পোশাক। মাথায় হ্যাট। বিরাট বপু। মস্ত গোঁফ। মলয় ঢোকে।]

মলয়। নমস্কার আপনিই মিঃ হালদার নিশ্চয় ? ভারী আনন্দ হ'ল আপনাকে দেখে। (চেয়ারে বসে)

ভূতনাথ। (হা-হা করে হেসে) আনন্দ হ'ল ! আমাকে দেখে আনন্দ হয় এই প্রথম শুনলাম। এ্যাদ্দিন জানতাম, এ-রূপ দেখলে লোকে আঁতকে ওঠে।

মলয়। শুনেছি আপনার কথা।

ভূতনাথ। শুনবেন বৈকি। ধরুণ না ভূতনাথের আসামীকে খালাস দেওয়ার কথাই। খালাস ওমনি দিলেই হ'ল! ফৌজদারী মামলা হচ্ছে, আইন-কানুনের বালাই নেই। স্রেফ ঘটনা সাজিয়ে দাও। কনভিকশন মারে কে?

মলয়। কিন্তু ঘটনা যদি না ঘটে?

ভূতনাথ। জানতাম, আপনি ঠিক এই কথাই বলবেন। কিন্তু ঘটনা মানে কি যেটা ঘটে থাকে? তাহ'লেই হয়েছে। পুলিসের চাকরি ছেড়ে সুবল মিত্তিরের ডিক্সনারি ঘাড়ে করে ইস্কুল-মাষ্টারি করতে যেতে হবে। বুঝলেন চৌধুরী সাহেব, ঘটনা মানে নিজের সুবিধের জন্য যেটা ঘটা দরকার। যেমন ধরুন, বাঘাডাঙ্গার সতীশ কুণ্ডু টাকার গরমে তেতে উঠেছে। আর কিনা আমারই এলাকায় থেকে মাথা উঁচু করে চলে? জব্দ করতে হবে, কি করা যায়, দিলাম খুনী মামলায় জড়িয়ে।

মলয়। কিন্তু খুন না হ'লে?

ভূতনাথ। সেইখানেই তো মজা। খুনের কোনো দরকার নেই। দরকার শুধু একটা লাস। দেশে এত লোক মরছে আর মড়া জোগাড় হবেনা?

মলয়। আচ্ছা, মিঃ হালদার, মড়া না হয় জোটালেন, কিন্তু সেটা যে কোনো রোগে মরেনি প্রমাণ হবে কি করে?

ভূতনাথ। হতেই হবে। ডাক্তার বলে একরকম প্রাণী আছে শুনেছেন তো? তারাই প্রমাণ করবে। অবশ্য তার জন্যে চাই কিছু তেল।

মলয়। তেল!

ভূতনাথ। হ্যাঁ, ওই তেলটাই হ'ল আসল। তবে জোটাতে একটু বুদ্ধির দরকার। ধরুন, খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সতীশ কুণ্ডুর একটা বিপক্ষ দল আছে। আর তার কর্ণধার হচ্ছেন, জগৎ পাল কিংবা নিরঞ্জন সাউ। এইবার একটু ছুঁইয়ে, অর্থাৎ জানিয়ে দিন আপনার মতলবটা। ব্যাস্—কেল্লা ফতে। তেলের পিপে মাথায় নিয়ে তারাই ছুটে আসবে। তখন ঢালুন যত খুশি—কলেরায় পচা মরার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বন্দুকের গুলী কিংবা ছোরা মারার দাগ—

মলয়। কিন্তু খুনের সাক্ষী জোগাড় করতে হবে তো?

ভূতনাথ। তা হবে বৈকি। আকাশ থেকেও পড়বেনা, মাঠেও গজাবেনা।

মলয়। কিন্তু সাক্ষী যদি আপনার কথা না শোনে?

ভূতনাথ। সে ব্যবস্থাও আছে। বৃহৎ যষ্টিমধু-চূর্ণ এক পুরিয়া।

মলয়। (অবাক হ'য়ে) বুঝলাম না।

ভূতনাথ। বুঝলেন না? পুরিয়া যথারীতি সেবন করাতেই হবে। অর্থাৎ, সাক্ষীর পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ যষ্ঠি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা—তবুও ধরুন নির্ব্বিকার?

মলয়। কী করবেন তাহ'লে?

ভূতনাথ। কেন, ডোজ তিনেক গুম্ফোৎপাটন রসায়ন দেবো।

মলয়। কিন্তু সকলের যে গোঁফ থাকবে এমন তো কথা নেই?

ভূতনাথ। তা অবশ্য নেই। কিন্তু মহানিমজ্জনী-সুধা চপেটাঘাতসহ সেব্য তো রয়েছে।

মলয়। সেটা আবার কি রকম?

ভূতনাথ। কেন, শীতকালের গভীর রাতে পানাপুকুরে চুবিয়ে রাখা।

মলয়। বলেন কি!

ভূতনাথ। হ্যাঁ, ফল একেবারে অব্যর্থ। (দুজনেই হেসে ওঠেন)

মলয়। সত্যি, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে অনেক কিছু জানা গেল। এখন বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

ভূতনাথ। পারি বললেই কি ছাড়বো? কবিয়ে নেবো। এই দেখুন না কাগজপত্তর। হাসপাতাল থেকে আসামী এখনও হাজির হয়নি কিন্তু আমি ঠিক এসে উদয় হয়েছি।

মলয়। (টেবিলে রাখা ফাইলের কাগজে চোখ বুলিয়ে) মনে হচ্ছে খুব বড দরের আসামী?

ভূতনাথ। পড়েই দেখুন না—বুঝতে পারবেন কি চীজ্! আমি একটু ঘুরে আসি। আপনি ততক্ষণে সব দেখে শুনে নিন। মনে হয় আধঘণ্টার মধ্যেই আসামী হাজির হ'য়ে যাবে—

মলয়। আচ্ছা—

[ভূতনাথ হালদার বেরিয়ে যান। মলয় কাগজে চোখ বোলাতে থাকে। জমাদার এসে সেলাম দেয়।]

জমাদার। সাব্, একইশ লম্বর—

মলয়। পাঠিয়ে দাও।

[জমাদার চলে যায়। কয়েদীর পোশাকে অজিত ঢোকে।]

মলয়। আচ্ছা, অজিত বাবু, আপনার বাবার নাম কি বিজয়গোপাল ঘোষ?

অজিত। কেন স্যার, তাঁকেও কি এখানে নিয়ে এসে পুরবেন?

মলয়। ছিঃ-ছিঃ! আপনাকে সেই প্রথম দিন থেকে দেখে, কেন জানি মনে হচ্ছে, খুব চেনা-চেনা মুখ। বিজয়-দাকে আমি চিনতাম, কিন্তু…

অজিত। আপনার অনুমান ঠিক।

মলয়। ঠিক! (চমকে ওঠে) তাহ'লে তুমি কেমন করে এলে এখানে?

অজিত। (গলার স্বর নরম করে) সে অনেক কথা স্যার। পাছে আপনি চিনতে পারেন তাই যখনি সেলে গেছেন আমি আপনাকে বিরক্ত করে ভোলাতে চেয়েছি। যাতে আপনি না চিনতে পারেন।

মলয়। তোমার বাবা বেঁচে আছেন?

অজিত। না।

মলয়। কি হয়েছিল? বসো ওই টুলটায়। তোমার বাবার সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল।

অজিত। (টুলে বসে মুখ নীচু করে) বাবা প্রায়ই আপনার কথা বলতেন। কিন্তু আজ আমি ক্রিমিন্যাল, সংসারে আমার স্থান নেই, সমাজ আমাকে ক্ষমা করবেনা। তাই বলছিলাম, কী হবে আমাদের পরিবারের সেই সব নোংরা পুরোনো কথা শুনে?

মলয়। সেটা আমার ব্যাপার। বলতে আপত্তি না থাকে তো তুমি বল। আমার সন্দেহ হ'য়েছিল বলেই তোমাকে অফিসে ডাকিয়েছি।

অজিত। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার মায়ের কথা। এমন কথা, যা উচ্চারণ করাও সন্তানের পাপ। তবু আপনাকে আমাদেরই একজন মনে করেই বলছি—বাবা অনেকদিন থেকেই ব্লাড্‌প্রেসারে ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে সাংসারিক অশান্তি বিষের মত কাজ করছিল।

মলয়। তোমার বাবাকে আমি যতদূর জানি, মাটির মানুষ ছিলেন।

অজিত। হ্যাঁ, সেইজন্যেই মায়ের খেয়াল খুশীর অর্থ জোগাতে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়েছিল বাবাকে। গল্প শুনেছি, বিষপান করে শিব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার বাবা সেই শিবের চেয়েও শান্ত ও সহিষ্ণু ছিলেন। রোগে বিছানা নিলেন। চাকরীটা গেল। পেন্‌সনের ওপর ভরসা। সেই সময় বাবা আপনার কথা বারবার বলতেন।

মলয়। তারপর?

অজিত। সংসারে দারুণ অনটন আর এদিকে মায়ের মুখভার। এমন সময় মায়ের কে এক দূরসম্পর্কের দাদা হাজির হলেন। মনীশ মামা—মস্ত

বড়লোক। ক'দিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। এদিকে বাবা বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন। আপনাকে হয়ত ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিনা—

মলয়। ঠিক আছে। তুমি বলো—

অজিত। মা মনীশমামাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন যে বাবার খোঁজ-খবর নেওয়ার পর্যন্ত সময় হ'য়ে ওঠে না। তাই রুগী (থেমে-থেমে বলে অজিত) দেখার ভার পড়লো বুড়ি-ঝিটার ওপর। সেবার আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব—মনে-মনে ভাবছি, আমায় পাশ করতেই হবে। বাবার দুঃখ যেমন করে হোক ঘোচাতেই হবে। এমন সময় একদিন মনীশ মামা মাকে ও আমাকে নিয়ে বিদেশ বেড়াতে যাবার কথা বললেন। বাবা আমাকে ছাড়তে রাজি হ'লেন না। শুধু বললেন, আপনার আত্মীয়াকে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু অজিতের যাওয়া হবেনা। তাই শুনে মা বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠে বাবাকে শোনালেন—এঁর অনুগ্রহ না পেলে কোথায় থাকতো তোমার বৌ-ছেলে আর কোথায় থাকতে তুমি নিজে? বাবা শুধু বললেন, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আর দরকার নেই। ওঁকে বলো; অনুগ্রহের দান থেকে যেন আমায় মুক্তি দেন। (গলাটা ধরে আসে অজিতের।)

মলয়। তারপর?

অজিত। তারপর কি যেন হ'ল আমার! মনে হ'ল কিছু রোজগার করতেই হবে আমায়। নইলে বাবাকে বাঁচানো যাবে না। রাতভোর ঘুম এলো না। আবোল-তাবোল কত কি ভাবলাম। সকালবেলায় পথে নামলাম। কিছু টাকা পেলেই বাবার কাছে ফিরে যাবো এই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু বয়সটা কম, ঠিক সামলাতে পারলাম না। পাল্লায় পড়লাম, একজনের। শুরু হ'ল আমার নতুন জীবন, নোংরা কাজ……

মলয়। কি কাজ?

অজিত। পকেট মারা—

মলয়। সে কি!

অজিত। হ্যাঁ, একদিন অনেক টাকা পেলাম। এক ভাটিয়া ব্যবসাদারের পকেট মেরে। মনে পড়লো বাবার কথা—সর্দ্দারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছুটলাম বাড়ীর দিকে—সেখানে গিয়ে দেখি, বাবার এখন-তখন অবস্থা।

মাকে নিয়ে মনীশমামা হাওয়া খেতে গেছেন। আমার কাছে অত টাকা দেখে বাবা আঁতকে উঠলেন। বললেন, কোথায় পেলি তুই অত টাকা? চুরি করে এনেছিস? চোর, আমার ছেলে চোর—আর কথা বেরোলো না। চিরদিনের মত চুপ করে গেলেন বাবা। তারপর শ্মশানঘাট থেকে সোজা এলাম থানায়। ব্যাগটা জমা দিলাম। পুলিস-কেস দায়ের করল। ছমাস জেল হ'য়ে গেল আমার। কিন্তু যা চেয়েছিলাম তাতো পেলাম না। কোথায় আমার শান্তি? কোথায় আমার প্রায়শ্চিত্ত? আমি শুধু চোর না, পিতৃহন্তা। সে মহাপাতকের দণ্ডভোগ তো শেষ হয়নি? এখন আমি কি করবো? কোথায় যাবো বলতে পারেন?

[ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়। মলয় চেয়ার ছেড়ে ওর পিঠে স্নেহের হাত রাখে।]

মলয়। মনকে শক্ত করো অজিত। তোমায় আবার মানুষ হতে হবে। নতুন করে বাঁচতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি এড়ানো সব সময়ে সম্ভব হয়না। অবস্থার বিপাকে পড়ে মানুষ অনেক কিছুই করে বসে। তাই বলে অমূল্য জীবনটা নষ্ট করতে হবে? আমি বলছি, তুমি আবার ভাল হবে। আজ যাও—পরে একদিন অফিসে ডাকিয়ে আনবো। জমাদার—

[ডাক শুনে জমাদার ঢোকে। ধীর পায়ে আজিত চোখ মুছতে-মুছতে চলে যায় জমাদারের সঙ্গে। মলয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এমন সময় হন্তদন্ত ভূতনাথ দারোগা ঢোকে।]

ভূতনাথ। চলুন চৌধুরী সাহেব, এসে গেছে আপনার আসামী। দেখিয়ে নিয়ে আসি কি চীজ্। এ আর চোর-ছ্যাঁচোড় নয়—কুখ্যাত বদর মুন্সী।

মলয়। বদর মুন্সী!

ভূতনাথ। হ্যাঁ—ডাকাত। নৈলে কি আর ভূতনাথ দারোগা কৈ মাছের মত লম্ফ-ঝম্প করে বেড়াচ্ছে! পনেরটা ডাকাতি···আঠাশটা খুন···তেরটা নারী ধর্ষণ···আরও যে কত চার্জ আছে তার হিসেব জানা যায় নি। চলুন—

মলয়। চলুন, দেখে আসি দৈত্য-দানব কী পাকড়ে এনেছেন।

[বেরিয়ে যায় দুজনে। মঞ্চে অন্ধকার নামে।

৫.

[অফিস ঘর। ভূতনাথ দারোগা একটা চেয়ারে বসে। সামনে বদরুদ্দিন। হাতে হাতকড়া, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, পরনে কয়েদীর পোশাক। কাছেই জমাদার দাঁড়িয়ে আছে। ভূতনাথ দারোগা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তেরছা চোখে ওর দিকে তাকায়।]

ভূতনাথ। তুমিই তাহ'লে বদর মুন্সী ?

বদর। বড়বাবু কি চিনতে পারছেন না ?

ভূতনাথ। কী করে চিনবো বল! তোমার কীর্তিকলাপ অবশ্যি আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু চাক্ষুষ দেখা তো কোনদিন হয়নি—

বদর। হয়েছে বৈকি বড়বাবু। একবার নয়! দুবার—

ভূতনাথ। দুবার! বলো কি? কৈ—আমার তো মনে পড়ছে না। কোথায়? বলো তো—

বদর। প্রথম দেখা হয় ছত্রিশ সালে, কুড়ুলগঞ্জের ভুবন সার গদীতে। সেবার চিঠি দিয়ে ডাকাতি করছিলাম। টাকাকড়ি নিয়ে পালাবার মুখে পড়ে গেলাম একেবারে হুজুরের ছোট বন্দুকের সামনে। গুলিও আপনি ছুঁড়েছিলেন। মাথাটাই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু মাথা গেল না। কানের পাশ দিয়ে খানিকটা মাংস বেরিয়ে গেল। বাড়ী গিয়ে খুবই আফশোষ হয়েছিল, তবে মাংসটুকুর জন্যে নয় ? তিনগজ দূর থেকে তাক্ করা অমন পাকা-হাতে গুলিটা ফস্কে গেল ভেবে !

[বদর হেসে-হেসে বলে শেষ কথাটা। ভূতনাথ সেই হাসিকে চাপা দিয়ে হাসতে-হাসতে বলে—]

ভূতনাথ। ওটা ফস্কে গিয়ে ভালই হয়েছিল বলতে হবে। আজ এখানে দু'জনার দেখা হতো কি করে? খোদা যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কি বলো মুন্সী ?

বদর। আলবৎ। খোদা যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

ভূতনাথ।, আচ্ছা, এই তো গেল একবার। আর একবার কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মুন্সী ?

বদর। ওরই ঠিক এক বছর পরে, সোনাডাঙ্গার রমেশ ডাক্তারের বাড়ীতে। নোটিশ দিয়ে ডাকাতি—এক ঝাঁক পুলিশ নিয়ে আপনি রেডী হয়ে গিয়েছিলেন। মতলব ছিল, মুন্সীটাকে জালশুদ্ধ টেনে তোলা। কিন্তু গোটাকতক হাত বোমা আর ল্যাজা চালাতেই আপনার লাল পাগড়ীর টিকিটাও দেখা গেলনা! হুজুর আশ্রয় নিলেন ডাক্তারের খিড়কী-পুকুরে, কচুরীপানার তলায়। আমার দলের সবাই ভেবেছিল, হুজুর বোধ হয় পালিয়ে গেছেন কিন্তু আমার চোখ দুটো এড়ায় নি। বোধ হয় নিশ্বেস নেবার জন্যে নাকশুদ্ধ গোঁফ জোড়াটা ভাসিয়ে রেখেছিলেন জলের ওপর। হাতে আমার ল্যাজাও ছিল, ভাবলাম ভিড়িয়ে দি—কিন্তু কাজে লাগাবার ইচ্ছে হ'ল না—(বিশেষ ভঙ্গিমায়)। তাহ'লেই দেখুন বড়বাবু, খোদা যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।

ভূতনাথ। দেখো মুন্সী, আমাদের দেখা হোক আর না হোক, আমরা দু'জন দু'জনকে যে ভালভাবেই চিনি, সেটা তুমিও বুঝতে পারছ, আর আমিও পারছি। কথার মার-প্যাঁচ আর বুদ্ধির লড়াই দেখিয়ে যে কোনো ফল হবেনা তা আমি জানি—তাই তোমাকে যা বলবো, খোলাখুলি ভাবেই বলবো। এবং আশাকরি, তুমিও খোলাখুলিভাবেই জবাব দেবে?

বদর। মার-প্যাঁচ, আমার মধ্যে নেই বড়বাবু। খুনীই হই আর ডাকাতই হই বদর মুন্সীর দিল যে সাদা, একথা দুশমনেরাও অস্বীকার করবে না।

ভূতনাথ। আমিও সে কথা বিশ্বাস করি মুন্সী। আর করি বলেই তোমার কাছে সাহায্য চাই।

বদর। সাহায্য! আমার কাছে?

ভূতনাথ। হুঁ, তোমার কাছে। আজ চোদ্দ বছর ধরে পুলিশ তোমাকে ধরতে পারেনি। শুধু পুলিশ নয়, বেসরকারী চেষ্টাতেও কোনো ফল হয়নি। কদমতলার মাঠে তিনশো বাছা-বাছা পুলিশ নিয়েও তোমাকে ধরতে পারিনি। আর সেই বদর মুন্সী কিনা ধরা পড়লো গোটাকতক কোঁচা-ঝোলানো বরযাত্রীর হাতে! একটা ঘুসীর ওজনে যাদের ছাতু হয়ে যাবার কথা—

বদর। জানি হুজুর—

ভূতনাথ। তাহ'লেই দেখ, সব নিয়তির খেলা। যা কিছু লম্ফ-ঝম্প দু'দিনের। হঠাৎ একদিন এমনি করেই সব শেষ হয়। তুমি যে ভালভাবে সেরে উঠেছ, সুখের কথা—

বদর। আমার প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্যে জেলার সাহেব অনেক করেছেন। নইলে হয়ত—

ভূতনাথ। সে আমি জানি মুন্সী, যে জীবন তাঁর দয়ায় ফিরে পেয়েছ, তাঁর বাকি কটা দিন বোধ হয় ওঁদের আশ্রয়েই কাটিয়ে যেতে হবে। কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্যটা জেনে রাখা ভাল।

বদর। সেও কি আপনি আমায় মনে করিয়ে দেবেন বড়বাবু? এই জেলের মাটিতে যে শেষ ঘুম আসবে সে আমি জানি। আর সে জন্য তৈরী হয়েই আছি।

ভূতনাথ। এই যখন পরিণাম, আর সে সম্বন্ধে তোমার যখন মিথ্যে আশাই নেই, তখন কিসের মায়া? কার জন্যে? যাদের সঙ্গে এই পথে পা বাড়িয়েছিলে, তাদের ফেলে এলে চলবে কেন? ডাকো তাদের এখানে? সবাই এসে নিজের ভাগ বুঝে নিক?

বদর। এই সাহায্যই কি আমার কাছে চাইতে এসেছেন হুজুর?

ভূতনাথ। শুধু চাইতে আসিনি। পাবো বলে তোমার কাছে ভরসাও রাখি মুন্সী?

বদর। তাহ'লে বড়বাবু, বদর মুন্সীকে চিনতে ভুল করেছেন। আপনার এতটা দামী সময় নষ্ট হ'য়ে গেল দেখে আফশোষ হচ্ছে!

ভূতনাথ। দলের কারও নাম তুমি তাহ'লে বলবেনা?

বদর। বড়বাবু, আপনার হুকুম পেলে এবার আমি আসতে পারি। আপনার কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে, সে লোকসান আর বাড়াতে চাইনা। সেলাম বড়বাবু—

ভূতনাথ। ভূতনাথ দারোগার মুষ্টিযোগগুলো আজও অকেজো হয়ে যায়নি, একথা নিশ্চয় মুন্সীর জানা আছে? (শ্লেষের সঙ্গে)

বদর। আছে বৈকি বড়বাবু। কিন্তু সব মাটিতে বীজ দিলে কি ভালো ফল পাওয়া যায়? এ হ'চ্ছে পাথুরে মাটি। আপনি যতই কেন চেষ্টা করুন না বড়বাবু, ফসল এতে কোনোদিনই ফলবে না।

ভূতনাথ। ওঃ— বেশ, তুমি না হয় না বললে, কিন্তু তোমার দলের রেওয়াজ, সে নিশ্চয় তার ওস্তাদকে চিনতে ভুল করবেনা?

বদর। রেওয়াজ! কে সে? আমি তো তাকে চিনিনা হুজুর।

ভূতনাথ। নামটা বুঝি খুব অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে?

বদর। তাইতো মনে হচ্ছে, তবে একান্তই যদি সন্দেহ না যায় হুজুর, তাহ'লে নিয়ে আসুন তাকে। দেখি, সে কি বলে?

ভূতনাথ। জমাদার, নিয়ে এসোতো বেটাচ্ছেলেকে এখানে?

[জমাদার চলে যায়। নিবে যাওয়া চুরুটে আগুন দেন ভূতনাথ। জমাদার ফিরেআসে রেওয়াজকে নিয়ে।]

বদর। এরই নাম বুঝি রেওয়াজ? এই, তুই চিনিস আমাকে? আগে কোনো দিন দেখেছিস?

[রেওয়াজ ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে। বদর হেসে ওঠে।]

দেখলেন তো বড়বাবু, ও আমাকে চেনেই না! আর আপনি মিছিমিছি—

ভূতনাথ। (রেগে উঠে পড়েন) আচ্ছা, দেখা যাবে—আমার নাম ভূতনাথ হালদার। এই চল্—

[বেরোবার মুখেই মলয় ঢোকে]

মলয়। কি, কাজ মিটলো?

ভূতনাথ। না—অন্য পথ দেখতে হবে মনে হচ্ছে। আমি আসছি এখুনি—

[ভূতনাথ দারোগা হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায়। জমাদার রেওয়াজকে নিয়ে অনুসরণ করে। মলয় চেয়ারে বসে। বদর কিছু বলতে ইতস্তত করে—]

মলয়। তাহ'লে তুমিও যাও মুন্সী।

বদর। গরীবের একটা আর্জি ছিল হুজুর।

মলয়। বলো—

বদর। গোস্তাকী মাফ করবেন হুজুর, আমি এখানে বসবো একটু?

মলয়। বসো—

[বদর দুর্বলতায় বসে পড়ে]

বদর। বলছিলাম হুজুর, টাকাকড়ি, সোনাদানা পেলে মানুষ নিজেকে যতখানি বড়লোক মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশী সারাজীবন ধরে লুটেছি। কিন্তু কেড়ে যেমন নিয়েছি, আজ আর হাতেও নেই বিশেষ কিছু। যাদের ক'লজে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, তাদেরই নিশ্বাসে সব উড়ে-পুড়ে গেছে।

তাই মন একেবারে হালকা—একটুখানি বোঝা শুধু রয়েছে, যার জন্যে উঠতে-বসতে বুকটা আমার চেপে ধরে। সেটাই আজ হুজুরের পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাই—

মলয়। তোমার কথাটা ঠিক স্পষ্ট হ'লনা মুন্সী? একটু খুলে বলো—

বদর। বলতে সাহস হয়না হুজুর, কিন্তু না বলেও উপায় নেই। বলছিলাম, হাজার-পাঁচেক টাকা আমার আছে; সেটা হুজুরের হাতে আমি দিয়ে যেতে চাই।

মলয়। আমার হাতে! ও টাকা নিয়ে আমি কি করবো?

বদর। বিলিয়ে দেবেন হুজুর। যেখানে খুশি—ইচ্ছে হ'লে ভাল কাজে খরচা করবেন। তবু মরার আগে জেনে যেতে পারবো যে বদর ডাকাতের গোটা-জীবনটা বিফলে যায়নি। অনেক দয়াইতো করেছেন হুজুর, শুধু বান্দার এই শেষ আব্দারটুকু আর পায়ে ঠেলবেন না।

মলয়। নিজের লোক তোমার কি কেউ নেই মুন্সী? এতগুলো টাকা বিলিয়ে দিতে চাইছ!

বদর। (ম্লান হেসে) নিজের লোকের অভাব কি! তিন-তিনটে বিবি, নাতি-নাতনী, মেয়ে—সবই আছে হুজুর। কিন্তু আমার কাছে টাকা আছে শুনলে আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে এখুনি তারা ধর্না দেবে। এমনি মড়া-কান্না জুড়ে দেবে যে এ-বয়সে চোখে জলও এসে যেতে পারে।

মলয়। বেশ, তাদের না হয় না দিলে কিন্তু তোমার মাথার ওপর এতবড একটা কেস ঝুলছে—

বদর। হুজুর, মামলার হাত থেকে যদি বাঁচবার চেষ্টাই করবো তবে আজ এখানে আসার কি দরকার ছিল?

মলয়। কিন্তু তোমার একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা মুন্সী, এ টাকা তুমি কাকে দিয়ে যেতে চাও? কি ভাবে, কার হাতে দিলে তুমি শান্তি পাবে?

বদর। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আপনি আমার মা-বাপ, কিছুই লুকোবার নেই। এই দুনিয়ায় এমন একজন ছিলো যাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়েও শান্তি পেতাম। সে আমার ছোট মেয়ে, নূর—নূরজাহান। একদিন অনেক আশা করে বলেছিল—বাপজান, একজোড়া সোনার মাকড়ি কিনে দিবি? তার কদিন বাদেই ডাকাতি করে একরাশ সোনা-দানা,

নিয়ে ঘরে ফিরে দেখি, আমার নূর, মেরা বেটী আর নেই। গঙ্গার ঘুর্নীর মুখে পড়ে তলিয়ে গেছে। বাড়ীতে ওর মা ভাত বেড়ে বলেছিল, মেয়ে চান করে এসে খাবে। কিন্তু আর সে এলোনা। বহুদিন আমি তাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়িয়েছি হুজুর।

[জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বদরমুন্সী। উদাস, ক্লান্ত আনমনা সে। খানিক নীরবতার পর আবার মুখ খোলে।]

তাকে, আমার সেই কলিজার ফুল নূরকে আমি পেয়েছিলাম হুজুর। হঠাৎ পেলাম। হঠাৎ পেলাম। হ্যা হঠাৎ, হঠাৎ (ক্রমশ উত্তেজিত হয়)।

মলয়। আজ থাক মুন্সী, আর একদিন না হয়…

বদর; না হুজুর; মেহেরবাণী করে আর একটু শুনুন।

মলয়। আচ্ছা বলো··

বদর। সেদিন ছিল অমাবস্যা, চারপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার…দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম সতীনাথ দত্তর বাড়ীতে। দত্ত বড়লোক, তার ছোট মেয়েটার বিয়ে সেদিন। হ্যাঁ বিয়ের রাত-বিয়ের…

[মঞ্চের আলো ফিকে হতে হতে অন্ধকার নেমে আসে। সানাই বাজে,বিয়ে বাড়ির চাপা গুঞ্জরণ। হঠাৎ ভয়ঙ্কর কোলাহল। গভীর রাতে আর্ত চিৎকার। সেই অন্ধকারে হঠাৎ কতগুলো লোক ছুটে আসে। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত এক ডাকাতের দল। আলোয় তাদের বীভৎস রূপ ফুটে উঠল]

বদর। খুব হুঁশিয়ার। সোনাদানার ছড়াছড়ি এ বাড়ীতে। বিয়ের কনের গায়ে,হীরে-জহরৎও মিলতে পারে—

রেওয়াজ। সারা বাড়ীখানা ঘেরাও করে ফেলেছি, ওস্তাদ। বাইরে থেকে কেউ যদি বাধা দিতে আসে ধরে আর মাথা থাকবে না।

সালেম। ওস্তাদ. বেহেস্তের হুরী সব ঘরে থৈ-থৈ করছে।

বদর। পাবি—সব পাবি। হীরে-জরী সব মিলবে। কিন্তু জাল ছেকে তোলা চাই। বহুদিন এমন পরতা আসেনি।

রেওয়াজ। দত্তমশায় ভেবেছিল, দুটো খোট্টার হাতে বন্দুক দিয়েই ঠেকিয়ে রাখবে। কিন্তু শেষ রাতে যে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়বো—

সালেম। দরোয়ান দুটোকে টু শব্দ করতে দিইনি ওস্তাদ—

বদর। দেখতো দত্তকে ধরে আনতে দেরী করছে কেন রেওয়াজ?

রেওয়াজ। দেখছি ওস্তাদ—(ছুটে বেরিয়ে যায়)।

সালেম। ওস্তাদ, দলের সবাই বলছে, দিলখুস হুকুম পেলে জান লড়িয়ে দেবে তোমায় খুশি করতে।

বদর। দাঁড়া, আগে দত্তর সঙ্গে ফয়শালা করে নি। তারপর দলের সবাইকে ঘরে-ঘরে ঢুকিয়ে দিবি। কিন্তু মনে থাকে যেন, একটুকরো সোনাও যেন—

সালেম। সে রকম বুঝলে হাত-গলা কেটে-কেটে বস্তায় পুরে নিয়ে যাবো— কি বলবো ওস্তাদ, শাদীর কনেটাকে দেখে মাথা আমার—

বদর। দেখিস, বে-সামাল হলে ওই মাথাটা আবার রেখে যেতে হবে। আসলি কাজ আগে, পিছে নকলি। মনে রাখিস, জাল ছেঁকে রুই-কাৎলা, চুনো-পুঁটি, সব যদি নিয়ে যেতে পারি তা হ'লে ঘর ছেড়ে আর বাইরে পা দিতে হবে না—

সালেম। সেতো এক চোখেই মালুম হ'চ্ছে। দেখ না, কি করি—এই যে নিয়ে আসছে।

[দেখা যায় কাঁপতে কাঁপতে ঢুকছেন সতীনাথ দত্ত। পরনে গরদের ধুতি-চাদর। রেওয়াজের হাতে উঁচিয় রাখা ছোরা। সতীনাথ দত্তর হাতে চাবির গোছা]

সতীনাথ। কে, কে তোমাদের সর্দার ?

বদর। আমি—

সতীনাথ। এই নাও চাবির গোছা। দোতলার ঘরে সিন্দুকে আমার যথা-সর্বস্ব আছে। সব নিয়ে যাও তোমরা। মেয়েদের গায়ে আর যার যা গয়না আছে সব খুলে দিতে বলছি। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে তোমায়।

বদর। কী কথা ?

সতীনাথ। (ধরা গলায়) যদি হিন্দু হও নারায়ণের দিব্বি, যদি মোসলমান হও আল্লা কশ্‌ম, মেয়েদের গায়ে যেন হাত দেয় না কেউ। তোমাকে এই হাতে ধরে বলছি—ডাকাতের সর্দার হলেও তুমি আমারই দেশের মানুষ। তোমার ঘরেও মা-বোন আছে। বৌ-ঝি আছে। এইটুকু শুধু তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি আমার কথা রাখতেই হবে।

[যেন কেঁদেই ফেলেন দত্ত মশায়]

সালাম। না ওস্তাদ, ওই সব বলে ভোলাতে চাইছে। নিশ্চয় কিছু মতলব আছে।

সতীনাথ। ভগবানের নামে বলছি। কোনো মতলব নেই। আমার মেয়ের বিয়ের রাত। দূর-দূর থেকে কত আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে। সেই সব মেয়েদের গায়ে যদি হাত তোল, সে দুর্নাম, কলঙ্ক শুধু আমার নয় সারা গাঁয়ের। জানি, কাল সকালেই আমি ফকির হ'য়ে যাবো কিন্তু ইজ্জৎ গেলে তা আর কোনোদিন ফিরে পাবোনা।

সালেম। সব ভণ্ডামী ওস্তাদ, হুকুম করো—সাবরে দিয়ে কাজ শুরু করি?

সতীনাথ। (বদরের পায়ে পড়ে) আমার কথা যদি না রাখো, তবে মারো আমায়। তারপর যা খুশি করবে। তুমি যদি সর্দার হও, সত্যিই যদি তুমি ডাকাতের মত ডাকাত হও—তবে রাখো আমার জবান। আর যদি—

বদর। (বজ্রকণ্ঠে) দত্ত মশায়, মুখ সামলে—আমি বদর মুন্সী। নোটিশ দিয়েছি এটা মনে রেখো—

সতীনাথ! জানি, তাই তোমায় বলছি। আমার মানটা রাখো। সর্দারের মত কাজ করো। কথা দাও—

বদর। দিলাম। গয়না-গাঁটি খুলে মেয়েদের সরে যেতে বলুন—

রেওয়াজ। }
সালেম। } ওস্তাদ

বদর। না—। দত্তমশাই যখন সাফ্ কথা বলেছে, সর্দার বলে আর্জি পেশ করেছে, তখন আমাকেও সাফা কাজ করতে হবে। নইলে তোদের ওস্তাদকে লোকে বলবে পেঁচি ডাকাত। তাই মান খোয়াতে আমিও নারাজ। টাকাকড়ি, গয়না-পত্তর, সব লুঠ কর্। ফতুর করে দিয়ে যা দত্তমশায়কে, শুধু জেনানা বাদ দিয়ে।

রেওয়াজ। কাজটা কি ভাল হবে ওস্তাদ। দলের সবাইকে জবান দিয়ে—

বদর। (চাপা স্বরে) পুষিয়ে নিবি। রূপো দিয়ে। যা বললাম, একে নিয়ে যা। চাবির গোছাটা সামলে নিস—

[সালেম ছোরা উঁচিয়ে দত্তমশায়ের পেছনে পেছনে বাইরে যায়]

বদর। রেওয়াজ, দলের সবাইকে আমার হুকুম জানিয়ে দে। আমি আড়াল থেকে নজর রাখছি।

[হঠাৎ বাইরের দিকে লক্ষ্য করে রেওয়াজ চিৎকার করে ওঠে—]

রেওয়াজ। কে? কে ওখানে! মনে হ'ল রহিমের মত—

বদর। সে কি! কোথা থেকে এলো! যা জলদি, টুটি চেপে ধরে আনবি। যেন পালাতে না পারে—

[রেওয়াজ বাইরে ছোটে]

রহিম কেমন করে আসবে এখানে! বলা যায় না, শেখের কারসাজিও হতে পারে!

[বাইরের দিকে নজর করেই বলে। এমন সময় রেওয়াজ রহিমকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকে বদরের পায়ে আছড়ে ফেলে।]

রেওয়াজ। দেখ ওস্তাদ, রহিম কিনা পরখ করে লাও। বাঘের আগে যেমন ফেউ, আমাদের আগে এটাও ঠিক তেমনি হাজির হয়েছে।

রহিম। (উঠতে-উঠতে) না ওস্তাদ, তোমরা আসবে আমি জানতামই না। দত্তমশায়ের বাড়ীতে সাদি, তাই—কদিন কাজকম্ম করছি এখানে—

বদর। খবরদার বেইমান—সাফা বলবি—

রেওয়াজ। আমার মন বলছে, শেখ মুক্তারেব এবারেও হয়ত তাল আছে লেলিয়ে দেবে দারোগা বাবুকে—

বদর। সাচ্ বলবি রহিম?

রহিম। আল্লার কশম বলছি, আমি ও কাজ ছেড়ে দিয়েছি, ওস্তাদ। এখন ফাই-ফরমাস খাটি পাঁচজনার। তাতেই পেট চালাই।

রেওয়াজ। ফাইফরমাস! ভেবেছিস, আমরা কিছু জানি না? রমজানকে ধরিয়ে দিলে কে? সেতো তোর নামই বলেছে—

রহিম। না ওস্তাদ, সব মিথ্যে কথা। আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওস্তাদ···

বদর। হ্যাঁ ছেড়েই দেবো। পাঁচ ক্রোশ পথ ঠেঙ্গিয়ে, মাঝ রাতে যখন শোলাডাঙ্গার সতীনাথ দত্তের মেয়ের সাদিতে ভোজ খেতে এসেছিস—

[বদরের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। রহিম আতকে পা দুটো জড়িয়ে ধরে]

রহিম। ওস্তাদ, আল্লাম কশম—মেরোনা, আমায় মেরো না—

বদর। লে—ডাক্। ডাক্ তাকে—

[দুখানা যন্ত্রের মত হাত গলাটা টিপে মাটিতে ঠেসে ধরে। চিৎকার করে ওঠে রহিম—]

রহিম। ওস্তাদ—আঃ—আঃ—আঃ—

(চোখ দুটো কপালে তুলে দেহটা স্থির হয়ে যায়। বদর হাত দুটো ঝাড়তে ঝাড়তে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—)

বদর। মুণ্ডুটা কেটে বস্তায় পুরে লাশটা বাইরে ফেলে দিয়ে আয় রেওয়াজ। শেখ্ মুক্তারের সঙ্গে এইবার পাঞ্জা ক'ষবো একদিন। দুজনের এক চত্বরে থাকা চলবে না দেখছি। হয় থাকবে শেখ্ নয় থাকবে—

রেওয়াজ। আমাদের ওস্তাদ—

বদর। যা, নিয়ে যা। নিচের তলাগুলো আমি ঘুরে আসি।

[বদর বেরিয়ে যায়। রেওয়াজ রহিমের নিথর দেহটা কাঁধে ফেলে বাইরে পা দেয়। অপর দিক থেকে কনের সাজে সতীনাথ দত্তের মেয়ে ছুটে আসে। মুখে-চোখে আতঙ্ক। কাঁপছে থর-থর। গা-ভরা গহনা, পরণে বেনারসী। মুখে-কপালে চন্দনের ফোঁটা। মাথায় ফুলের মটুক। গলায় মালা—অপূর্ব সুন্দরী·····সালেম এগিয়ে আসছে ওর দিকে পাশবিক দৃষ্টি মেলে............

মেয়েটি। আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা—এই নাও, সব গহনা খুলে দিচ্ছি। সব দিয়ে দিচ্ছি— (গয়না খুলতে চেষ্টা করে)

সালেম। দিচ্ছি বললে তো আর বসে থাকবো না। দাওনা, আমি খুলে নিচ্ছি।

মেয়েটি। না—এসোনা, দিচ্ছি, এই নাও—নাও -

সালেম। (গয়না কুড়োতে-কুড়োতে) ওস্তাদের যে কি ভীমরতি ধরল—এই বসরাই গোলাপ ছেড়ে কি ঘরে ফেরা যায়!

মেয়েটি। এবার আমায় যেতে দাও, সব দিয়ে দিয়েছি—আর কিচ্ছু নেই।

সালেম। নেই বললে কি হয়। অমন বেনারসীখানা কি ছেড়ে যেতে পারি। ওস্তাদ বলেছে রূপের দিকে নজর দিবিনা কিন্তু রূপো যেন ছাড়ান না যায়। এসোনা, আমি খুলে নি—

মেয়েটি। (অঝোরে কেঁদে) সর্বস্ব দিয়েছি। তবু তোমার দয়া হলো না? তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

সালেম। লজ্জা ক'রছে? এসো—এসো—এসোনা—

মেয়েটি। না—না—না—উঃ মাগো—

[সালেম এক হাতে মেয়েটিকে ধরে। অপর হাতের মশালটা বাইরে ছুঁড়ে দেয়। নিকষ কালো অন্ধকার......কিচ্ছু দেখা যায় না। শুধু মেয়েটির আর্তস্বর আর দাপাদাপি...... কয়েক মুহূর্ত মাত্র.........বদরুদ্দিন মশাল নিয়ে ঢোকে। ......সেই আলোতে দেখা যায়.........মেয়েটি মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে—বেহুঁশ .....সালেম ধড়পড়িয়ে উঠছে...... বদর চমকে উঠে হাঁক ছাড়ে............]

বদর। সা-লে-ম—

সালেম। (ধরা প'ড়ে) এই নাও ওস্তাদ। দামী-দামী গয়না ছিনিয়ে নিয়েছি—

বদর। ঝুটা বলিস নে সালেম। আমার চোখ দুটো আঁধারেও জলে—জবান রাখলিনা আমার ?

সালেম। কসুর হয়ে গেছে ওস্তাদ। সামলাতে পারিনি। মাফ করে দাও এবারকার মত ?

বদর। যা—আমার সামনে থেকে চলে যা। ভুল আমিই করেছি। যা -

[সালেম কেঁপে ওঠে। বদর মেয়েটির কাছে গিয়ে আঁতকে ওঠে।]

এ কে ! কোথা থেকে এলো ! এ যে ঠিক আমার নূরের মত দেখতে ! হায় আল্লা, যদি একটু আগে আসতাম—

[মেয়েটির মুখের কাছে একটা হাত নিয়ে হুঁশ আছে কিনা পরখ করে—মাথার কাছটিতে বসে। অস্থির হ'য়ে ওঠে—]

ডাক্তার, ডাক্তার চাই। নইলে কেমন ক'রে বাঁচাই ! বেটি, তুই মরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিস ? নূর, মেরা বেটি···

[বদর হাঁক দেয়। হাতের মশাল জ্বলতে থাকে।]

বদর। রেওয়াজ—রেওয়াজ—

রেওয়াজ। ওস্তাদ, (মেয়েটিকে দেখে) এ কি !

[বদর রেওয়াজের হাতে মশাল দিয়ে দেয়।]

বদর। আমি ফিরে যাব রেওয়াজ। সবাইকে খবর দিয়ে দে। জলদি কর্···ডাক্তার চাই—

রেওয়াজ। কী বলছো ওস্তাদ ! আমাদের কাজ যে এখনো শেষ হয়নি। এই রাতে কোথায় পাবো ডাক্তার ?

বদর। পেতেই হবে। যেমন করেই হোক। এ আমার নূর। মেরা বেটি—সালেম আমার জবান রাখেনি। বরবাদ করে দিয়েছে সব। জলদি কর্, নইলে বেটিকে আমার বাঁচানো যাবে না—জলদি কর্—

[বেহুঁশ দেহটা কাঁধে ফেলে বদর বাইরে পা দেয় পাগলের মত। রেওয়াজ চিৎকার করে ওঠে। ফেরাতে চায়—......]

রেওয়াজ। ওস্তাদ, হুঁশিয়ার—ওস্তাদ, হুঁশিয়ার—

[রেওয়াজ ছুটে অনুসরণ করে। নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ। সেই সঙ্গে কোলাহল বেড়ে ওঠে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। আলো ফুটলে দেখা যায় সেই অফিস ঘর। ঘরে মলয় আর বদর মুন্সী তেমনি বসে।]

বদর। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে ছুটে বেরিয়ে এলাম। ডাক্তার—একজন ডাক্তার চাই। ভুলে গেলাম কোথায় যাচ্ছি! শুধু মনে হ'ল একজন ডাক্তার ডাকতে হবে। কিন্তু সুযোগ আর হ'লনা—দরজার মুখেই আটকা পড়ে গেলাম। দারোগাবাবু মিথ্যে বলেনি হুজুর, যারা আমায় ঘিরে ধরেছিল, ইচ্ছে করলে সব কটাকেই শেষ করে দিতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি হাত উঠলোনা। কেবলই মনে হ'তে লাগল—এই শেষ। বদর মুন্সীর কবর খোঁড়া হ'চ্ছে—গিয়ে শুধু ঘুমিয়ে পড়া! তারপর কি যে ঘটে গেল, দলের কে কোথায় রইল, কিচ্ছু মনে নেই। জ্ঞান হ'লে দেখি, সরকারী হাসপাতালে আমি শুয়ে। সারা দেহে যন্ত্রণা। তারপর কতদিন হ'য়ে গেল—এখানে এসে হুজুরের দয়ায় প্রাণ ফিরে পেলাম।

মলয়। এর মধ্যে আমার দয়ার কিছু নেই মুন্সী। যা কর্তব্য তাই করেছি। বরং কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে তা ডাক্তারের। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, অপরাধী তার দোষ স্বীকার করেছে, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু যে অপরাধ সে করেনি, তার বোঝা স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিয়ে হাকিমকে হলপ্ করে বলেছে, এটা আমি করেছি—এরকম কখনও শুনিনি।

বদর। হুজুর জ্ঞানী লোক, আমি মুখ্যু মানুষ, তর্ক করা আমার গোস্তাকী—কিন্তু আমিতো অস্বীকার করতে পারিনা যে মেয়েটার কপালে যা কিছু ঘটেছে তার মূলে আমিই। হুজুর, ফাঁসির দড়ির কথা বলছিলেন, কিন্তু ও-জিনিষটাকে আর ভয় নেই। সেই ভাল—একেবারে শেষ।

[মলয়ের পায়ের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে মাথাটা নীচু করে। মলয় নিরুত্তর। ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজে। মলয় উঠে দাঁড়ায়]

মলয়। এবার তোমায় যেতে হবে মুন্সী, আমার ওঠার সময় হ'ল—

বদর। যাচ্ছি হুজুর—(উঠে পড়ে)

মলয়। জমাদার!

[ডাক শুনে জমাদার ঢোকে। বদর ওর সঙ্গে বেরোতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়—]

বদর। সেলাম হুজুর, সেলাম—

[মাথায় হাত ঠেকিয়ে দেহের ভারটা সামলাতে-সামলাতে বেরিয়ে যায়। মঞ্চে অন্ধকার নামে সেই মুহূর্তে।]

৫.

[মলয় চৌধুরীর কোয়ার্টারের বারান্দা। ফ্লারেন্ড রায় চেয়ারে বসে চুরুট টানতে-টানতে গল্প বলছে। আড়ষ্টভাবে পাশেই মলয় বসে। তাঁর পরণে ঘরোয়া পোশাক।]

মিঃ রায়। তখন সবে নতুন চাকরি। সেটেল্‌মেণ্টের ট্রেনিং-এ যেতে হ'ল দ্বারভাঙ্গায়। মাঠের মধ্যে ক্যাম্প পড়েছে। একদিন মহারাজার ম্যানেজার এলেন দেখা করতে। সঙ্গে, একটা লোকের মাথায় এক টুক্‌রি আম। বললাম, ওটা কী! ভদ্রলোক বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বিশেষ কিছুই না। মহারাজাধিরাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাগানের কয়েকটা ল্যাংড়া। গম্ভীরভাবে বললাম, বাইরে নিয়ে যেতে বলুন। ঘুষ নেওয়ার অভ্যাস আমার নেই।

মলয়। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব অবাক হলেন স্যার—

মিঃ রায়। অবাক কি হে! বেশ চটে উঠেই বললেন, আপনি ভুল করছেন। ও অভ্যাস আমাদেরও নেই। এটা হচ্ছে রাজবংশের প্রাচীন প্রথা। এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেলাম। কারণ, জানিতো ওই সব পুরনো যুগের রাজা-রাজড়াদের মর্যাদাবোধ যেমন উঁচু তেমনি ঠুন্‌কো। কি করা যায় ভাবছি—(চুরুটে টান দেন)

মলয়। তারপর স্যার?

মিঃ রায়। হ্যাঁ, তারপর বললাম, দেখুন, মহারাজার সম্মান খুন্ন হয় তেমন কিছু করতে চাই না। অথচ সরকারী কর্ম্মচারী হিসেবে আমগুলো গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। তার চেয়ে আসুন, একটা রফা করা যাক দু'জনে।

মলয়। রফা!

মিঃ রায়। হ্যাঁ, নেবোও না ফেরতও দেবো না। *মানে, নিদার একসেপ্ট নর রিজেক্ট।* আমি হেড্‌ অফিসে ব্যাপারটা সব লিখে জানাচ্ছি। গভর্নমেণ্টের নির্দ্দেশ না আসা পর্যন্ত আমগুলো এখানেই থাক্‌।

মলয়। কিন্তু স্যার, আমের অবস্থা!

মিঃ রায়। সে আর বলো না, দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। পচে গলে একসা। কিন্তু কথা যখন দিয়েছি—হিজ হাইনেস্ দি মহারাজার মর্যাদা অ্যাট্‌ স্টেক! এমন সময় উত্তর এলো…(চুরুটে টান দেয়)

মলয়। কী জবাব এলো?

মিঃ রায়। আণ্ডার দিস সারকামস্ট্যান্সেস, অর্থাৎ মানী লোকের মর্যাদা যেখানে জড়িত, সেখানে ছোটখাটো কোনো উপহার গ্রহণে নাকি বাধা নেই।

মলয়। কিন্তু ততদিনে আম মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে না?

মিঃ রায়। মাটি তো অনেক ভাল ছিল চৌধুরী। কিন্তু সে যে কি বস্তু, তার কি আকার, সে বিবরণ দিতে গেলে আবার নুতন করে শুরু করতে হবে। তার চেয়ে আজকের মত এখানেই মুলতুবি থাক। কি বলো?

মলয়। কেন স্যার, শুনতে তো ভালই লাগছে।

মিঃ রায়। তোমার মত শ্রোতা পেয়ে আমারও কম ভাল লাগছে না। কিন্তু চৌধুরী, সারা জীবনের গল্পতো একদিনে শেষ করা যায় না।

মলয়। সময় করে আমিই যাবো আপনার কাছে।

মিঃ রায়। খুব খুশী হবো। কি জানো চৌধুরী, জীবনের এই লাস্ট-চ্যাপ্টারে এসে মনে হয়—বৃথাই মানুষের এই ছোটাছুটি। জমাখরচ মিলিয়ে দেখলে, কী পেলাম আর কী পেলাম না যখন নজরে পড়ে তখন নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ, একা মনে হয়।

[চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।]

মলয়। আমি কিছু কিছু শুনেছি স্যার। (মলয়ও চেয়ার ছাড়ে)।

মিঃ রায়। দ্যাটস নাথিং চৌধুরী। সব শোনাবো। এসো মাঝে মাঝে।

মলয়। একটা কথা বলবো স্যার?

মিঃ রায়। বলো—

মলয়। না বুঝে যে অন্যায় করেছিলাম, যে ভুল বুঝেছিলাম, যদি আপনি আমায়…

মিঃ রায়। ওহ্, ফরগেট দ্যাট। আই লাইক য়্যু, উইস য়্যু সাকসেস…

[হাতটা বাড়িয়ে দেন। মলয় সঙ্কোচে হাতে-হাত দেয়]

মিঃ রায়। চলি—চিয়ার ইউ।

[মিঃ রায় চলে যান। মলয় তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। দরজার কাছে মহেশকে দেখা যায়]

মহেশ। সেলাম হুজুর। ভেতরে আসবো ?

মলয়। আয়! কবে এলি ?

মহেশ। আজই সকালে। গেটের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। বড় সাহেবকে বেরিয়ে যেতে দেখে তবে ঢুকতে সাহস হ'ল।

মলয়। এসেছিস ভালই হয়েছে। কয়েকজনকে তোর একটা কাজের কথা বলেছি।

মহেশ। আমার জন্যে মিছিমিছি কষ্ট করছেন হুজুর।

মলয়। কেন, কাজ করতে হবে শুনে ভয় পাচ্ছিস বুঝি ?

মহেশ। ভয় কেন পাবো। বলছিলাম, শেষে আমার জন্যে না আপনি ফ্যাসাদে পড়েন—

মলয়। ফ্যাসাদে পড়ব আমি! কেন ?

মহেশ। আপনি বসুন হুজুর, আমি বলছি—(মলয় বসে চেয়ার টেনে) সেবার জেল থেকে যখন খালাস পেলাম, সাহেব খুশী হয়ে চার টাকা বকশিস দিলেন। সেই সঙ্গে একখানা রেলের টিকিট। কিন্তু আমার কী খেয়াল হ'ল—ভাবলাম, এখানেই একটা কাজকম্মর চেষ্টা করে দেখি। সারাদিন কাজ খুঁজে বেড়াই আর রাত্তিরে পড়ে থাকি ইষ্টিশানে। সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। টাকা কটাও শেষ। কাজেই দিনভোর পেটে কিছু পড়েনি। এমন সময় দেখি, একজন বাবু একগোছা নোট পকেটে টিকিট কাটছে। হাতটা নিশ্‌পিশিয়ে উঠল—কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। তবু কপালে দুঃখু থাকলে কি পার পাবার যো আছে ? ভোরের দিকে পুলিশের বুটের ঠোক্কর খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠি। বললাম, খালি-খালি মারছ কেন ? "তবে রে শালা"—চুল ধরে টানতে-টানতে ব্যাটা নিয়ে চললো আমায় থানায়—

মলয়। বিনা দোষে ধরে নিয়ে গেল ?

মহেশ। শুধু ধরা হুজুর, ১০৯ নম্বরে ফেলে চালান পর্যন্ত দিয়ে দিলে। সেদিন ছিল রবিবার। ওয়ারেণ্ট্ সই করাতে হবে এস, ডি, ও সাহেবের বাসায়। আমায় নিয়ে চলল বেঁধে। শুনলাম হুজুর, হাকিমটা নাকি পাগলা, আসামী না দেখে ওয়ারেণ্ট্ সই করে না। গেট পেরিয়ে ঢুকতেই দেখি, একজন মেয়েছেলে উল বুনছেন বারান্দায় বসে। অল্প বয়েস, মুখ দেখে মনে হ'ল, প্রাণে দয়ামায়া আছে। পুলিশ দু'জন অন্যমনস্ক হতেই আমি এগিয়ে গিয়ে মেমসাহেবকে একটা সেলাম ঠুকে বলি—মেমসাহেব,

আপনার চেয়ার-টেবিলগুলো পালিশ করে দেবো? আমি খুব ভাল কাজ জানি। পুলিশ দু'টো দেখতে পেয়ে রা-রা করে ছুটে এল। কিন্তু মেমসাহেব বারণ করলে ওদের। তারপর আমার কাছ থেকে সব শুনে ভেতরে গিয়ে সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলেন।

মলয়। তারপর?

মহেশ। তারপর হুজুর, সাহেবের কি দয়া হ'ল, কাকে কাকে টেলিফোন করে আমায় খালাশ দিয়ে দিলেন। রয়ে গেলাম আমি সাহেবের বাড়ি। দশ-বারো দিনে সব ফার্নিচার পালিশ করে দিলাম। কাজ দেখে সাহেব-মেম দু'জনেই মহাখুশী—কটা টাকা আর একখানা চিঠি দিয়ে দেখা করতে বললেন একজনের সঙ্গে। কাজের জন্যে। আর বলে দিলেন, জেলখাটার কথা যেন কাউকে না বলি—

মলয়। কাজ পেলি সেখানে?

মহেশ। হ্যাঁ হুজুর। বেতের কাজ। মাইনে ৪৫ টাকা। প্রায় মাস ছয়েক বেশ চললও। কিন্তু কথায় আছে হুজুর, তুই যাবি বঙ্গে, কপাল যাবে তোর সঙ্গে।

মলয়। কেন, আবার হলো কি?

মহেশ। একদিন অফিসের কি সব মালপত্তর চুরি হ'ল। পুলিশ এল। তারপর কেমন করে তারাই খবরটা বার করলে যে আমি দাগী চোর। আর যায় কোথা, উত্তম মধ্যম দিয়ে চালান করে দিলে।

মলয়। তুইও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলি?

মহেশ। সে কথা আর বলতে—যে কদিন বাইরে থাকি, মনে হয় পরের বাড়িতে আছি। তাই বলছিলাম হুজুর—আপনি আবার এই সব ঝামেলায় জড়াতে চাইছেন? যে কদিন পারি সামলে থাকি, তারপর আপনি তো রইলেনই।

মলয়। (চেয়ার ছেড়ে) আমি আর কী করতে পারি বল্?

মহেশ। আমাদের যে মানুষ ভাবেন সেই তো অনেক পাওয়া হুজুর—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম, আপনাকে একটা সেলাম দিয়ে যাই—এখন যাই হুজুর?

মলয়। যাবি? আচ্ছা, যা—

মহেশ। সেলাম হুজুর—

[মহেশ চলে যায়। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে মহেশের কথাগুলোই যেন ভাবে মলয়। দেখা যায় কাঞ্চী এক সাজি লেবু নিয়ে আসছে।]

মলয়। (উঠে পড়ে) কে!

কাঞ্চী। আমি, কাঞ্চী—

মলয়। একি করেছ! এত লেবু?

কাঞ্চী। নাও। বড়ী-আম্মা পাঠিয়ে দিলে। আমাদের বাগানের লেবু। (মলয় হাতে নিয়ে দেখে একটা বোঁটা-পাতাশুদ্ধ লেবু) উহু, যা খুঁজছ তা পাবেনা। নিজে আমি গাছ থেকে পেড়ে এনেছি। কটা কাঁটা ফুটেছে জানো? তিনটা—(আঙ্গুল দিয়ে দেখায়) বড়ী-আম্মা বকছিল; ডাল ভাঙছিস কেন? বললাম, কি করব, তোমার বাবুজীর বোঁটা আর পাতা না থাকলে পছন্দ হয় না যে—

মলয়। কে বললে তোমায় বোঁটাছাড়া লেবু পছন্দ হয়না আমার?

কাঞ্চী। আমি জানি—

মলয়। কী করে জানলে?

কাঞ্চী। বলব না—

মলয়। বেশ, চাইনা তোমার লেবু। ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কাঞ্চী। উঃ, যাব বৈকি! বড়ী আম্মার চ্যালা কাঠ কি জানো তো? এই গ্যাখো (জামার হাতাটা সরিয়ে দাগ দেখায়)।

মলয়। বেশ হয়েছে। সারাদিন দুষ্টুমি করলে শাস্তি পাবেনা?

কাঞ্চী। তাহ'লে তুমিও বাদ যাবে না।

মলয়। কেন, আমি কী করলাম?

কাঞ্চী। নেবু ফিরিয়ে নিয়ে যাও বললে কেন?

মলয়। তাহলে এখন কি করা যায়?

কাঞ্চী। কেমন জব্দ! ঠিক হয়েছে এবার?

মলয়। (কপট গাম্ভীর্যে) আবার—

কাঞ্চী। রাগ করলে বাবুজী?

মলয়। সে জ্ঞান যদি থাকে তবে পাগলের মত হাসো কেন?

কাঞ্চী। বারে, আমি বুঝি ইচ্ছে করে হাসি? হাসি যে পায় (কথার সঙ্গে মুখে চাপা হাসি লেগেই থাকে)।

মলয়। পায়? বেশ, এবার থেকে যখনই হাসি পাবে, সোজা চলে যেও বড়ী আম্মার কাছে। এক ঘা পিঠে পড়লেই দেখবে হাসি বাপ-বাপ করে পালিয়ে যাবে।

কাঞ্চী। ইস্, তাই বুঝি! তাতে যে আরও বেশি করে হাসি পায়।

মলয়। সে জানি। উনিইতো আদব দিয়ে তোমাব মাথাটি খেয়েছেন। দাঁড়াও, আজই বলছি গিয়ে—

কাঞ্চী। যাওনা—বুড়ী কী বলবে আমার জানা আছে।

মলয়। কী বলবে?

কাঞ্চী। বলবে, আদর দিয়ে ওর মাথা আমি খাইনি। খেয়েছে আর একজন।

মলয়। সে আবার কে?

কাঞ্চী। আমি কি জানি; এই রইল। শুধু মাথা খেলে তো পেট ভরবে না? এগুলো খেও। সব কটা যেন আবার একে-ওকে দিয়ে দিও না।

মলয়। কে বললে? কাল এসে দেখো, ঝুড়ি একেবারে ফাঁকা করে রেখে দেব। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, তোমার সামনেই শুরু ক'রছি—

[একটা তুলে নেয়। কাঞ্চী ছোঁ দিয়ে কেড়ে নেয়।]

কাঞ্চী। থাক্, খুব হয়েছে। আমি দিচ্ছি ছাড়িয়ে। দয়া কবে খাও দেখি

মলয়। বাঃ, আমি একা খাবো?

কাঞ্চী। আবার কে খাবে!

মলয়। কেন, তুমি। এই নাও, দেখি কার আগে ফুরোয়। (কয়েকটা কোয়া ওর হাতে গুঁজে দেয়। মলয় খেতে শুরু করে কিন্তু কাঞ্চী মুখ নিচু করে হাতে লেবু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে) কী হ'ল! এই নাও, খাও—

[একটা কোয়া কাঞ্চীর মুখের কাছে তুলে ধরতেই চোখা-চোখি হয়। মুহূর্তে এক ঝলক রক্ত যেন এসে পড়ে ওর মুখে। সঙ্গে-সঙ্গে হরিণীর মত ছুটে বেরিয়ে যায় কাঞ্চী।]

মলয়। কাঞ্চী, শোনো, কাঞ্চী—

[ডাকতে ডাকতে বাইরে পা বাড়ায় মলয়। মঞ্চে অন্ধকার নামে]

৬.

[কাশেম ফকিরের খেড়ো চালা। বেড়ায় ঘেরা উঠোন। চারদিকে বন-জঙ্গল। দাওয়ার চালে ঝোলানো একটা ময়না। বেড়ায় বাঁধা একটা ছাগল। নিঝুম পরিবেশ। দেখা যায়. ফকির ফিরছে। কাঁধে ঝোলা। পরনে আলখাল্লা। মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি। গলায় হরেক রকমের মালা। হাতে ডুগ ডুগি—বাজছে—ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্।]

ফকির। কুটী, কুটী—গেলি কোথায় রে ?

[কুটী ঘর থেকে বেরোয়। পরনে ডুরে শাড়ি। দেহে ভরা যৌবন। বয়স বছর-কুড়ি।]

কুটী। আমি ঠিক জানতাম, তুই আজ নিশ্চয় আসবি। জানিস, একটু আগে একটা লোক এসেছিল তার ভাগ্নের খোঁজ করতে। বলে, তোর কাছে খেলা শিখতে এসে আর ফিরে যায়নি।

[ফকির ঝোলা রেখে দাওয়ায় বসে। কুটী গায়ে-গা দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ায়।]

ফকির। বটে—বটে—তুই কি বললি ?

কুটী। বললাম, ওমা, সেতো তক্ষুণি চলে গেছে।

ফকির। হাঁ্যা, চলেই গেছে। ঠিক বলেছিস। খাশা জবাব হয়েছে। তুই আবার কত বুদ্ধি ধরিস—তাইতো তোর ওপর ভরসা করে রোজগারে বেরোই।

কুটী। (সোহাগের স্বরে) এই—একটা কথা শোন্, এসব তুই ছেড়ে দে।

ফকির। কেন, কী হ'ল ?

কুটী। কেমন যেন ডর লাগে আমার। আচ্ছা বল্তো, আমাদের অভাবটা কিসের ? তুই গাঁয়ে-গাঁয়ে খেলা দেখিয়ে রোজগার করে আনবি, আমি ঘরে-বসে এটা-সেটা করব। দু'টো পেট হেসেখেলে চলে যাবে—

ফকির। পাগলী কোথাকার ! তাই কি যায় রে। এই দেখ্। দেখ্ দেখি, কি এনেছি তোর জন্যে।

[ঝোলা থেকে একটা আতর কোটো বের করে, তার মুখটা খুলে, একটু আঙুলে নিয়ে কুটীর গালে মাখিয়ে দেয়।]

কুটী। ওমা, কি বাস গো ! কোথায় পেলিরে ?

ফকির। কিনে এনেছি। কার জন্যে ? না আমার কুটী বিবির জন্যে। কেমন ? এই নে শাড়ি। (ঝোলা থেকে শাড়ি বের করে দেয়)

কুটী। (আনন্দের গলায়) কত দামরে ?

ফকির। দামে তোর কাম কি ? কেমন দেখাবে বল্ দেখি ? যা, পড়ে আয় ! দেখি, কেমন মানায় আমার বিবিকে।

কুটী। দুর—এখন কি শাড়ি পরবার সময় ?

ফকির। সময়-অসময় আবার কি ? আয় না, দেখি কেমন মানায় (কুটীর গায়ে কাপড়খানা মেলে দিয়ে) বাঃ বাঃ খাসা হয়েছে ! কী সোন্দর দেখাচ্ছে !

কুটী। যা, কী হচ্ছে—

ফকির। হবে আবার কি ? আমার বিবি, আমার কুটী বিবিকে যদি মনের মত করে সাজাই কাব কি বলার থাকতে পারে ? রাখ্, একটু বাদে পরে নিবি কেমন ?

কুটী। আজ এত খুশীর ঘটা কেন রে ?

ফকির। আছে। লোক আসবে।

কুটী। কে লোক ! কোথা থেকে আসবে ?

ফকির। এই দেখ্, তোর চাঁদমুখখানা দেখে, আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। বুঝলি, এবার আমরা বড়লোক হয়ে যাব। এক মস্ত খদ্দের পাকড়েছি। একটু পরেই আসবে। পাঁচশো টাকা ডবল করে নিতে চায়—

কুটী। আবার তুই সেই সব করবি ?

ফকির। এইবারটাই শেষ। আর নয়—তারপর তোকে নিয়ে ঘুরতে বেরবো। অনেক দূরে—

কুটী। সত্যি নিয়ে যাবি আমাকে ?

ফকির। এই দেখো, তবে কি মিথ্যে বলছি ?

[বাইরে থেকে হাঁক শোনা যায় : "ফকির সাহেব আছো নাকি ? ফকির সাহেব"।]

ফকির। ওই এসে গেছে। যা, ভেতরে যা—নিয়ে যা ঝোলাটা। আমি ওকে নিয়ে আসি—

[কুটী ভেতরে যায়। ফকির বাইরে পা বাড়ায়—একটু পরে বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবককে নিয়ে ফকির ঢোকে। পরনে হাঁটুর ওপর তোলা কাপড়। গায়ে ফতুয়া। কোমরে বাঁধা গামছা। এক থুতনি দাড়ি। নাম রমজান।]

ফকির। বুঝলি রমজান, এতক্ষণ তোর কথাই ভাবছিলাম।

রমজান। ওঃ—কি জায়গায় আস্তানা গেড়েছ বাবা ! খুঁজে-খুঁজে হয়রান ! কী জঙ্গল চারদিকে ! (চারদিকে তাকিয়ে বলে) ভেতরটা তো বেশ

ঝক্‌ঝকে দেখছি! (কাপড়ের খুঁট খুলে টাকা বার করে) এই নাও তোমার পাঁচশো টাকা, আর পাঁচ সিকে তোমার দরগার সিন্নীর খরচা—

ফকির। রাখ্, ওসব এখন রাখ্, জিরো, তামাক খা। সিন্নী হবে সেই এক পহর রাতে। বোস্—বোস্। বিবিকে বলে আসি তোর জলপানির জোগাড় করতে। অমনি তামাক সেজেও নিয়ে আসি। বোস্, বেশ আরাম করে বোস্—

[ফকির ঘরে ঢোকে। রমজান ফতুয়ার পকেটে টাকাগুলো রাখতে-রাখতে দাওয়ায় বসে।]

রমজান। (একা একা, আপন মনে) ঘরে আবার বুড়ীও আছে? এখানে কী করে থাকে রে বাবা! যাদু জানে লোকটা! নইলে একটাকাকে দু'টাকা, দু'টাকাকে চার টাকা, চার টাকাকে আট···

[ফকির আসে হুঁকো নিয়ে]

ফকির। নে, তামাক খা। আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি।

রমজান। (হুঁকো হাতে) কোথায় যাবে? আমি একলা বসে থাকবো নাকি এখানে?

ফকির। এই দেখো, দরগায় সিন্নী দিতে হবে তার ব্যবস্থা করতে হবে না? যাবো আর আসবো। এইতো পাশেই—তুই ততক্ষণ পানি-টানি খা। আমি এলাম বলে—

[ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায় ফকির। রমজান তামাক টানে। এমন সময় কুটী বেরিয়ে আসে। তার পরনে নতুন শাড়ি। হাতের শানকীতে কয়েকটা নাড়ু। আরেক হাতে এক ঘটি জল। চোখাচোখি হয়। রমজান অবাক। কুটীর মুখে-চোখে কৌতুকোজ্জ্বল ভাব। কাছে আসে কুটী]

কুটী। নাও, ধরো—

[রমজান হুঁকো রেখে শানকী হাতে নেয়। নাড়ুতে কামড় দেয়]

রমজান। বাঃ! বড় ভাল তো—

[কুটী দাঁড়িয়ে থাকে। রমজান বার বার কুটীর দিকে তাকায়]

কুটী। অমন হাঁ করে দেখ্ছ কি! কখনো কি মেয়েমানুষ দেখনি?

রমজান। দেখছি। কিন্তু এমনটি নয়। (জল খেয়ে) এই বনবাদাড়ে বিবি সাহেব তুমি কোথা থেকে এসে জুটলে?

কুটী। ওমা, কথা শোনো! আমি যে ফকির সাহেবের বিবি গো। আগের দু'টো মরে যেতে আমায় নিয়ে এসেছে।

রমজান। এঁ্যা, ওই বুড়ো তোমার সোয়ামী! মাইরী বলছি, তোমাকে মানায় না।

কুটী। সত্যি ?

রমজান। তবে কি মিথ্যে বলছি। তোমায় কোথায় মানায় বলব ?

কুটী। থাক্, শুনে কাজ নেই আমার। তুমি বসো। কাজ আছে আমার।

রমজান। যেওখুনি—কাজ তো সবারই আছে। বিনা কাজে কি আমিই এখানে এসেছি ? মাইরী, কী বলবো—

কুটী। (মুখ টিপে হেসে) কী ?

রমজান। ভাবছি, এ-কোথায় এলাম রে বাবা ? পিরথিমীটা যে গোল গো ··

কুটী। ভয় করছে বুঝি ?

রমজান। ভয় নয়, ভয় নয়—ভাবনা। কী করে তুমি এলে বলতো ? ফকির সাহেব শুধু টাকা-বদল খেলাই জানে না। মানুষ গায়েব খেলাও জানে। নইলে তোমাকে পেল কোত্থেকে ?

কুটী। ধরো যদি তাই হয় ?

রমজান। তাহ লে বলব, শুধু নোট ডবল নয়, সেই সঙ্গে তোমাকেও যদি বদল করে দেয়, তাহ'লে রূপো-রূপী দুইই সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাই।

কুটী। যাও অসভ্য কোথাকার—(কুটী লজ্জা পায়। রমজান হেসে ওঠে)

রমজান। যাই। দেখি, পুকুর-টুকুর আছে কিনা কাছে-পিঠে। (উঠে পড়ে) হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

কুটী। ওই পেছন দিয়ে যাও। গেলেই দেখতে পাবে। কিন্তু সাবধানে যেও। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

রমজান। ভয় কি ? তুমি তো রইলে ! ডুবে গেলে তুলে নিয়ে আসবে।

কুটী। কেন, কাঁদবার লোক নেই বুঝি ঘরে ?

রমজান। থাকলে কি আর তোমার পুকুরে ডুবতে চাইছি ?

কুটী। বুঝেছি। ফিরে এসো তাড়াতাড়ি।

রমজান। হ্যাঁ—যাই—

[রমজান যেতে গিয়েও ফিরে-ফিরে তাকায়। কুটী মুখ টিপে-টিপে হাসে। রমজান চলে যায়। কুটী দাওয়ার খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে]

কুটী। ময়না, বলতো—ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো কে রে ! (ফকির ঢোকে)

ফকির। মিঞা সাহেবের পানি খাওয়া হ'ল ? একি, কোথায় গেলরে ?

কুটী। ঘাটে।

ফকির। খাইয়ে দিয়েছিস ?

কুটী। হ্যাঁ। (কাছে এসে) এই একটা কথা বলব ?

ফকির। কী কথা ?

কুটী। (চাপা গলায়) এর বেলায় ওসব চলবে না কিন্তু।

ফকির। (রুক্ষকণ্ঠে) বড্ড দরদ দেখছি যে। দেখেই মজে গেছিস বুঝি ?

কুটী। মজেছি—বেশ করেছি। কিন্তু একে যদি কিছু করতে যাস, তাহ'লে ভাল হবে না। মনে থাকে যেন।

[ঘ'র পা বাড়াতে যাবার মুখেই ফকির কুটীর আঁচলটা চেপে ধরে]

ফকির। কুটী শোন্, আঃ, কথাটাই শোন্ না ? গোসা হয়েছে ? আচ্ছা, তোর কথা আমি কোনোদিন ঠেলেছি, না ঠেলতে পারি ? বেশ, তোর কথাই রইল। তোর যখন ভাল লেগে গেছে···কুটী, একটা কথা বলব ?

কুটী। কি ?

ফকির। তোকে আজ যা দেখাচ্ছে, ওই ছোকরাব মুণ্ডুটা বোধ হয় ঘুরেই গেছে ! কি বলিস ?

কুটী। যাঃ—(লজ্জা পায়)।

ফকির। নারে, আমি না হয় বুড়ো হয়েছি। কিন্তু তোর তো বয়েস কাঁচা। ভাবিস, আমি কিছু বুঝিনা না, দেখতে পাইনা ? তোর রূপ যেন এই চালাঘরে থৈ-থৈ করছে। কিন্তু তোকে আমি কী সুখে রাখতে পারি বল্ ?

[ফকির যেন সোহাগে ভরিয়ে দিতে চায়]

কুটী। বলেছি বলে অমনি ক্ষ্যাপামি শুরু করলে। আমার কিসের দুঃখ ? কোন্ মনের সাধটা আমার মেটেনি ?

ফকির। ওতেও আমার পরানটা ভরেনারে কুটী। কি ইচ্ছে হয় জানিস ?

কুটী। থাক্, পরে শুনিও। নইলে রাতকাবার হয়ে যাবে। ঘবে লোক নিয়ে এলে, রান্না-বান্না সারতে হবে না ?

ফকির। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভাল করে রাঁধবি। খেয়ে গিয়ে বলবে, বুড়ো ফকিরের বিবির হাতে রান্না খেয়ে—

কুটী। বুড়ো বৈকি : আমার সোহাগের সুড়ো—

(এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে কুটী ঘরে ঢুকে যায় এক ছুটে। ফকির হেসে ওঠে। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রমজান ঢোকে)

রমজান। কৈ গো ফকির সাহেব, সন্ধ্যে তো হ'য়ে গেল। তোমার দরগার কাজ হয়েছে ? খেল শুরু কর এবার ?

ফকির। বোস বোস, এত ব্যস্ত হ'লে কি চলে ? খাওয়া-দাওয়া সেরে এক-ঘুম দিয়ে নে। মাঝ রাতে তোকে ডেকে নিয়ে যাব। কি রকম বুঝছিস বল্ দেখি ?

রমজান। কিছুই তো বুঝছি না। কিন্তু টাকা ডবল হবে তো ?

ফকির। দেখ্‌বি—দেখ্‌বি—ভেল্কীর খেলায় যখন গোছা-গোছা নোট তুলবো, তখন বলবি, ফকির যাদু জানে বটে একখানা। দাঁড়া, আর এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে আসি (হুকো হাতে নেয়)।

রমজান। এখানে আমি একলা বসে থাকব নাকি ? চলো, আমিও যাই—

ফকির। যাবি ? আয়, আমার সঙ্গে আয় ?

(দুজনে ঘরে ঢোকে। রাত নামে। নিস্তব্ধ নিঝুম। একটু পরে লণ্ঠন হাতে ফকির বেরিয়ে আসে। চোখে-মুখে অভিসন্ধির লক্ষণ। দাওয়ার আলোটা রেখে নিঃশব্দে নামে। বেড়ার ধার থেকে কোদালটা তুলে নিয়ে বাইরে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কুটী আর রমজান)

রমজান। খুব খাওয়া হয়েছে। তুমি হাতে করে দিলে বলে না করতে পারলাম না। মাইরী বলছি। কি ইচ্ছে করছে জানো ?

কুটী। কি ·

রমজান। না থাক্, তুমি যদি আবার রাগ কর—

কুটী। রাগ করব কেন !

রমজান। তোমার ঘর থেকে বাইরে আসতে ইচ্ছে করছিল না।

কুটী। (হাসিমুখে) কেন, ভাঙা ঘরে কি দেখলে ?

রমজান। অমন ভাঙা ঘর পেলে আমি পাকাবাড়ী ছেড়ে এসে এখানে থাকি -

কুটী। খালি মিছে কথা। নাও পান খাও—

রমজান। (হাঁ করে) দাও—

কুটী। এই তো, নাওনা—(হাত বাড়িয়ে হাসতে থাকে)।

রমজান। তবে চাইনা।

কুটী। আবার রাগ আছে ষোল আনা। উড়ে এসে যেন জুড়ে বসলেন। নাও, হ'লতো ?

[মুখে পান গুঁজে দিতেই রমজান ওর হাতটা চেপে ধরে]

কুটী। এই ছাড়ো। খুব দুষ্টু তো। ছাড়ো না···

(কুটী হাত টানাটানি করে। ফকির সেই মুহূর্তে ঢুকতে গিয়ে দূর থেকে সব নজর করে। ক্ষণিকের জন্যে ওর চোখ দু'টো জলে ওঠে। তারপর স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় গলা খাঁকারি দেয়। কুটী এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢোকে। ফকির এগিয়ে আসে। রমজান যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে মুখোমুখি দাঁড়ায়)

রমজান। খুব খেলাম ফকির সাহেব। খুব খাইয়েছে তোমার বিবি।

ফকির। বেশ বেশ, এবার তাহ'লে শুয়ে পড়্। ঠিক সময়ে ডেকে তুলব তোকে। (দাওয়ায় রাখা একটা চাটাই বিছিয়ে দিয়ে) নে, আরাম কর। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে আসি—

রমজান। হ্যাঁ, খাও। আমি, গড়িয়ে নি একটু। এতখানি পথ হাঁটা, তারপর ভরপেট খাওয়া, আই ঢাই করছে শরীরটা—

ফকির। জুত করে ঘুমো। দেখবি শরীরটা ঝরঝরে হ'য়ে গেছে। নে, আরাম কর্—

[ফকির ঘরে ঢোকে। রমজান শুয়ে পড়ে। রাত ঘনিয়ে আসে। নিঝুম। ঝি ঝি ডাকে রমজান ঘুমোয়। নিঃসাড় ফকির বেরিয়ে আসে। হাতে একটা মাটির ভাঁড়। রমজান ঘুমুচ্ছে কিনা ভাল করে দেখে নিয়ে আলখাল্লার পকেট থেকে কি সব গুঁড়ো বের করে ভাঁড়ে মেশায়। দাওয়ার এক কোণে ভাঁড়টা রেখে রমজানের দিকে পা-পা করে এগোয়। ঠিক সেই মুহূর্তে নেপথ্যে কুটীর গলা— এর বেলায় সে সব চলবে না। বার বার একই কথা শোনা যায়। ফকির চমকে চমকে ওঠে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। চোখ জ্বলছে, আচমকা রমজানের গায়ে পা লাগতেই ধড়ফড় ক'রে ওঠে রমজান।]

রমজান। কি গো, চলো— টাকা ডবল করে দেবে না ?

ফকির। (অবসন্ন কণ্ঠে) শোন্। বলছি, তুই ফিরে যা। ওসব আমি পারি না রে। আমি কিচ্ছু জানিনে। লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মজার-খেলা দেখিয়ে-দেখিয়ে বেড়াই। বিশ্বাস কর্, আমি কিচ্ছু জানিনে।

রমজান। সেকি! কী বলছ তুমি ? তুমি তবে আমায় আসতে বললে কেন ?

ফকির। এমনি, এমনিই বলেছিলাম।

রমজান। বুঝেছি, তোমার সব জোচ্চুরি। বিবিকে দেখেই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। অমন সুন্দরী, কাঁচা বয়েস, ও কি না তোর বিবি ? চুরি করে এনেছিস ·· নাতনীর বয়সী মেয়ে—

[রমজান রাগের মুখেই বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফকির কেঁপে ওঠে। ফেটে পড়ে।]

ফকির। আমায় যা খুশি বল্, কিন্তু আমার কুটীর নাম মুখে আনবি না। তুই সত্যিই টাকা ডবল করতে চাস ?

রমজান। চাই।

ফকির। (চকিতে ভাঁড়টা তুলে নিয়ে) তবে নে। খা এই পীরের চল্লামেত্তর। খা, খানা, খা—

[বীভৎস দেখায় ফকিরকে। রমজান হকচকিয়ে ভাঁড় হাতে নিয়ে গলায় ঢালে।]

রমজান। ফকিরসাহেব, খাসা তোমার চন্নামেত্তর তো। চলো, এবার টাকা ডবল করে দেবে। ফকির সাহেব তুমি সত্যিই ভালো। তোমার বিবি আরও ভাল— আরও— আরও ভা··

[কথাগুলো জ'ড়ের আসে। মুখ-চোখ নীল। চলতে গিয়ে টলে পড়ে। মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। বিড় বিড় ক'রে চোখ বোঁজে। তারপর আর সাড়া পাওয়া যায় না। ফকিরের চোখে আগুন। মুহূর্তে দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে দেয়। পকেট থেকে লিকলিকে একগাছা দ'ড় বের করে রমজানের গলায় ফাঁস লাগিয়ে প্রাণপণে টানে। খাসরোধের কষ্টে পা দু'টো নড়েচড়ে ওঠে। তারপর সারা দেহটা রমজানের স্থির হয়ে পড়ে থাকে।]

ফকির। নে, ডবল করবি টাকা? বিবিকে বড্ড ভাল লেগেছে, না? দিবি আর কু-নজর?

[রমজানের পকেট থেকে টাকাগুলো হাতড়ে নিজের পকেটে পোরে। তারপর আর একবার সব দেখে নিয়ে শেষ শক্তি দিয়ে রমজানের দেহটাকে পাঁজাকোলা করে নামায়। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে বাইরে চলে যায়। রাত শেষ হয়। পাখির ডাক শোনা যায়। ভোরের আলো ফুটে ওঠে। কুটী ঘুম চোখে বাইরে আসে। আশে পাশে তাকিয়ে দেখে। এমন সময় ফকির ফেরে। অবসন্ন দেহে। তার মুখ-চোখ লাল।]

কুটী। (এগিয়ে গিয়ে) কোথায়? সে কোথায় গেল?

ফকির। (নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে—) কে? ওঃ, সে? চলে গেছে। আমি না করেছি। বলে দিয়েছি। তাই হয়ত চলে গেছে সকাল না হতেই—

কুটী। চলে গেল! কিছু না বলেই চলে গেল?

[কি যেন ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ পায়ে ভাঁড়টা লাগে। তুলে নিয়ে ভাঁড়টা শোঁকে। সন্দেহের চোখে ফকিরের দিকে ফিরে তাকায়। পা-পা করে এগোয়। ঝাঁপিয়ে পায়ে পড়ে কাঁদে।]

কুটী। এ তুই কী করলি রে···

ফকির। কুটী শোন্, আমার কথাটা শোন্। বলেছিলাম, কিন্তু রাখল না আমার কথা—

কুটী। না—না, কোন কথা শুনবো না তোর। কেন তুই রাখলিনা আমার কথা···

ফকির। কুটী, শোন্, লক্ষ্মীটি, কুটী —

[কুটী উঠে পড়ে। মুখে কোনো কথা নেই। কেমন যেন পাগলের মত চাউনী— পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

ফকির। কি হ'ল? কথা বলছিস না কেন? কুটী, কুটী—

[গায়ে হাত দিতেই চিৎকার করে ওঠে।]

কুটী। শোধ নেবো, আমি শোধ নেবো। তুই বেইমানী করেছিস। টাকা ডবল করার নামে গাঁয়ের মানুষদের ভুলিয়ে এনে কত জনাকে মেরে জঙ্গলের মাটিতে পুঁতে রেখেছিস। কখনও কিছু বলিনি। কিন্তু তবু তুই বেইমানী করলি? রাখলি না আমার কথা? আমি যাচ্ছি। হেতমপুর থানায়। খবর দিতে।

[কুটী পা বাড়াতেই ফকির পথ আগলায়]

ফকির। কুটী! কী বলছিস তুই? কুটী—

কুটী। (মরিয়া হ'য়ে) তোকে ধরিয়ে দেব। ফাঁসিতে চড়াব। যেতে দে। ভাল হবে না বলছি, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—

[দু'জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে থাকে। আচমকা কুটী নিজেকে মুক্ত করে। প্রাণপণে ছোটে বাইরের দিকে • • •]

কুটী। (প্রচণ্ড চিৎকার ক'রে টানা গলায়) দারোগাবাবু···দারোগা-বা-বু—

ফকির। কুটী, কুটী, কু···টী···রে·····

[আগে কুটী, পেছন পেছন ফকির বেরিয়ে যায়। তাদের ডাক দূরান্তরে মিলিয়ে যেতে থাকে। মঞ্চে অন্ধকার নামে। নেপথ্যে টানা গলা। মলয়ের সুর।]

মলয়ের কণ্ঠ: মৃত্যু যাদের দিয়ে গেল শুধু ক্ষতি, মরণ পথে যাদের একমাত্র পাথেয় লজ্জা, গ্লানি, আর অভিশাপ; আইনের কাছে, সমাজের কাছে, যারা কুড়িয়ে পেল খালি নিন্দার পসরা, সেই সব হতভাগ্য নরহন্তার দল, কি অবলম্বন করে পা বাড়াবে মরণ সাগরের সীমাহীন অন্ধকারে? মৃত্যু যে কি বস্তু তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাই পুন্যাত্মা শহীদদের জন্যে রইল আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি; কিন্তু খুনীদের জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। কারণ আমার কাছে, সংসারের কাছে কোনো দাবি তাদের নেই।

"তবু কচ্চিৎ কখনও নিরালা সন্ধ্যায় চোখ বুঁজলে যখন দেখি তাদের সেই মরণাহত, রক্তলেশহীন, ভীতিপাণ্ডুর শীর্ণ মুখগুলো—তখন ভয় নয়, ঘৃণা নয় শুধু এক অব্যক্ত মমতায় সমস্ত অন্তর আমার ভরে ওঠে—"

[কণ্ঠস্বর থামে। মঞ্চের কোণের দিকে অস্পষ্ট আলো (জোনাল লাইট)র আভায় ফুটলে দেখা যায় মলয় চেয়ারে বসে। মেঝের ফকির। দু'জনে কিছু বলছিল এমন মনে হয়। এই দৃশ্যটি অল্পক্ষণ থাকে। মঞ্চে আবার নেমে আসে অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও।]

৭

[অফিস ঘর। মলয় নিজের আসনে বসে টেবিলে রাখা কতকগুলো কার্ডে চোখ বোলাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়োমত ১৬১ নং কয়েদী। কাছেই জমাদার।]

কয়েদী। একটা নালিশ আছে বাবু।

মলয়। কিসের নালিশ ?

কয়েদী। দেখতো বাবু, ওই কার্ডে আমার বয়স কত নিকেছে ? আর ওইটাও দেখ—(টেবিলের কার্ড দেখায়।)

মলয়। (দেখতে দেখতে) কেন, কী হ'য়েছে ?

কয়েদী। হয়নি। কি বিচার আপনাদের বাবু ?

মলয়। কি হ'য়েছে বলবে তো ? এতে দেখছি, তোমার বয়স বাহান্ন আর এইটায় পঞ্চাশ—

কয়েদী। তাহ'লে তো "আইটার''বাবু ঠিক বলেছে। খাসা বিচার। আমাব ছেলের থেকে আমি মাত্তর দু-বছরের বড়…

মলয়। সেকি ! এটা কি তোমার ছেলের কার্ড ?

কয়েদী। হ্যাঁ বাবু, এখন দেখছি জেল খাটতে এসেছি বলে নিজের ছেলেকেও ছেলে বলতে পারব না ?

মলয়। কে বললে পারবে না ! তোমার ছেলে তোমারই থাকবে ! লেখার সময় বয়স বসাতে ভুল হ'য়ে গেছে। পরের দিন এসে দেখবে ঠিক যা বয়স তাই লেখা আছে। আর কিছু বলার নেই তো ?

কয়েদী। একেবারে নেই বা বলি কি করে ? আচ্ছা বাবু, ছেলের বয়স ঠিক কত লিখবেন কি ক'রে ?

মলয়। কেন, তোমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

কয়েদী। ওঃ, আমি বাপ হ'য়ে যেটা বলবো, সেটা বুঝি ঠিক নয় ? ছেলে যা বলবে সেটাই নিকতে হবে ?

মলয়। তুমিও কয়েদী, সেও কয়েদী— এখানে বাপ-ছেলে কি দাদা-ভাই তা দিয়ে আমাদের কিছু দরকার নেই। যার বয়স সেই বলবে।

কয়েদী। বিচার খাশা ! জন্ম দিলাম যাকে সেই কিনা হক্ কথা বলবে ?

বলুকনা বাপ-বেটার বয়স একই নিকে দিকনা। আমার কি?

মলয়। বাজে ব'কোনা। যাও দেখি—

জমাদার। চলো—

মলয়। একশো বাষট্টি নম্বর—

জমাদার। (হেঁকে) একশো বাষট্টি—

[জমাদার প্রথম কয়েদীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় জনকে নিয়ে ঢোকে।]

জমাদার। হিঁয়া খাড়া হো যাও।

মলয়। কিরে কেমন আছিস?

কয়েদী। আজ্ঞে, একটা পিটিশন্ চাই হুজুর—

মলয়। কিসেব পিটিশন্?

কয়েদী। (ইতস্তত করে) আজ্ঞে হুজুব, চাচা নিকেচে, বৌ নাকি নিকা বসতে চায়।

মলয়। তা কি করবে বল? তুই যদি সাত বছর জেলে পচিস তাহ'লে বউটা তোর পথ চেয়ে তো বসে থাকতে পারে না।

কয়েদী। আজ্ঞে হুজুব; সেত ঠিকই। আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ গয়জদ্দি ছাডা দেশে কি মানুষ নেই? আমি যদ্দিন ছিলাম, তখন তো ধারে কাছেও ঘেষতে দেখিনি। নেড়িকুত্তার মত ন্যাজ গুটিয়ে বেড়াতো। আজ আমি নেই বলে অমনি বুঝি……

মলয়। বুঝেছি। কিন্তু পিটিশন করে তুই কি এই নিকা ঠেকাতে পারবি?

কয়েদী। আজ্ঞে হুজুর, এখানে বসে আর ঠেকাবো কি করে! তবে গয়জদ্দিকে জানিয়ে দেব, পানাউল্লা সারা জীবন জেলে থাকবে না—

মলয়। কী করবি খালাশ পেলে?

কয়েদী। আজ্ঞে, আপনি হুজুর; আপনার সামনে সে-কথা কি বলতে পারি? তবে মুখোমুখি হ'লে, আর হাত দু'খানা যদি শক্ত থাকে—

মলয়। তার এখনও অনেক দেরি আছে। আর কিছু বলার নেই তো?

কয়েদী। আজ্ঞে না, হুজুর। তবে মেহেরবাণী করে যদি পিটিশন খানা লিকে দেন—

মলয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ দোবো, এখন যা—

কয়েদী। সেলাম হুজুর—

মলয়। একশো তেষট্টি—

জমাদার। (হেঁকে) একশো তেষট্টি—

[পানাউল্লাকে এগিয়ে দিয়ে ফেকু গোয়ালা (কয়েদী) কে নিয়ে জমাদার ঢোকে। ওর একটা চোখ লাল। ফুলো-ফুলো]

মলয়। চোখে কি হ'ল?

জমাদার। চুণ লাগায়া সাব্—

মলয়। কিরে, চুণ লাগিয়েছিস?

ফেকু। (চোখ ঘষতে-ঘষতে) না হুজুর—

মলয়। তবে চোখ এমন হ'ল কী ক'রে?

ফেকু। অসুখ করেছে—

জমাদার। এই, ঝুটা মাৎ বলো—

মলয়। (ফেকুর কার্ডে চোখ বুলিয়ে) হুঁ—মাসখানেক আগে তুইতো সাবান খেয়ে পেটের অসুখ বাধিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলি?

ফেকু। সাবান কেন খাবো হুজুর। আমাশা হ'য়েছিল।

মলয়। চুণ কোথা থেকে পেলি? দেওয়াল থেকে খসিয়ে লাগিয়েছিস বুঝি?

ফেকু। (মাথা চুলকে) কী করব হুজুর, বারো সের গম পিষতে যে আধমরা হয়ে যাচ্ছি। এই দেখুন না হাত দুটো ··(হাত বাড়িয়ে দেখায়)

মলয়। তাই হাসপাতালে শুয়ে-বসে আরাম করার মতলবে এমন বুদ্ধিটা বার করেছিস? বলি, এটা কি ঘরবাড়ি?

ফেকু। পাঁচজনে বলে হুজুর, জেলখানা তো শ্বশুরবাড়িই।

মলয়। বলাচ্ছি। এখন যা হাসপাতালে। কিন্তু ফিরে এসেই—

ফেকু। (হাতজোড় করে) একেবারে মরে যাব হুজুর। একটু দয়া বিবেচনা করুন। অন্তত সের-দশেক যদি না লিখে দেন—

মলয়। কী করবি? লোহার গারদগুলো চিবিয়ে খাবি?

ফেকু। তা আমাদের যা বরাত হুজুর, লোহাও হয়ত পেটে গিয়ে হজম হ'য়ে যাবে।

মলয়। আসছেবার তাই করে দেখ্। যা এখন—

ফেকু। আঁচড় কেটে দিলেন তো হুজুর?

মলয়। যা—যা—দিচ্ছি—(কার্ডে লিখতে থাকে)

ফেকু। সেলাম হুজুর—

মলয়। কাশেম ফকির—

জমাদার। (হাঁকে) কাশেম ফকির—

[ফেক বিশেষ ভঙ্গিমায় সেলাম দিয়ে চলে যায়। জমাদার ফকিরকে নিয়ে ঢোকে। পূর্ব-বর্ণিত পোশাক—হাব-ভাব সেই একইরকম]

মলয়। কী ফকির সাহেব, কিছু বলাব আছে ?

ফকির। আমার বিবি এসেছিল হুজুর ? আমার বিবি ?

মলয়। (একটু চুপ করে থেকে) আচ্ছা ফকির, আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাইনা, তোমার বিবি মামলার দিন কোর্টে আসে অথচ তোমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসেনা কেন ?

ফকির। সে আসে ! এসেছিল আমার বিবি ?

মলয়। সেইরকমই তো শুনছি। তোমার কেসে উকিল লাগিয়েছে, খরচাও জোগাচ্ছে। কী ব্যাপারটা বলতো ?

ফকির। আজ্ঞে হুজুর, সে আসবে ; নিশ্চয় আসবে। মেহেরবাণী করে যদি একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন, লিখে দেবেন আমার কথা। যেন দেখা করে। অবিশ্যি—অবিশ্যি—

মলয়। তা না হয় দিলাম। কিন্তু তাতেও যদি না আসে ?

ফকির। কেন আসবে না হুজুর ?

মলয়। সেটা কি করে বলব বলো ? তবে তুমি যখন বলছ, আমরা চিঠি পাঠিয়ে দেবো (ফকিরের মুখের দিকে চেয়ে) দুনিয়ায় সবই সম্ভব। নইলে তোমাকে দেখলে কেউ বলবে যে বারোটা খুনের কেসের আসামী তুমি ! বিচার হচ্ছে তোমার—আর সব চেয়ে আশ্চর্য যে তোমার বিবিই কিনা··· পুলিশের কাছে সব বলে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়ে··· (ফকির ফ্যাল-ফেলিয়ে তাকায়। জবাব দেয় না।) দেখো কি হয়। তোমার বিবি যখন লড়ছে, ভাল উকিল দিয়েছে—

ফকির। ঠিক বলেছেন হুজুর। গলায় আমার ফাঁস পরাই ভাল।

মলয়। সেতো তোমার কথায় হবে না। বিচারকরা যা উচিত বিবেচনা করবেন, আইন যা বলবে, তারই পক্ষে রায় বেরোবে—

ফকির। যেদিন হুকুম হবে, সেদিন আপনাকে সব বলব হুজুর। অনেক কথা, আমার অনেক কথা আছে। কিন্তু এই দিনগুলো কাটানো, চুপ-চাপ বসে থাকা, বড় কষ্ট হুজুর—বড় কষ্ট—

মলয়। তুমি বিচারাধীন আসামী—হয়ত খালাশ পেয়েও যেতে পার। এখন ওসব ভেবে লাভ কি বলো ফকির ?

ফকির। না হুজুর, খালাশ চাই না। আমি কবুল করব। সব কবুল করব। শুধু একবার যদি সে আসত, তাকে দেখতে পেতাম—

মলয়। চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দেখ কি হয়—

[ঠিক সেই মুহূর্তে পাগলা ঘণ্টা বেজে ওঠে। মলয় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।]

জমাদার, দেখতো কি হ'ল আবার ?

[জমাদার দ্রুত বেরিয়ে যায়। ফকির বিড়বিড় করে]

ফকির। খুব ঘণ্টা বাজছে। বাজা, খুব কশে বাজা, মজা করে বাজা—বাজা —বাজা—

[জমাদার হন্তদন্ত হয়ে ফেরে]

মলয়। কী হয়েছে জমাদার ?

জমাদার। দু'শো চার লাম্বার - বদর মুন্সী···

মলয়। কী করেছে ?

জমাদার। গাছপর রস্সিসে ফাঁস লাগায়া—

মলয়। সেকি! জেল থেকে বেরলো কি করে? একে নিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি। হুঁশিয়ার, গুণতিসে ঠিক রাখো। (মলয় ত্রাস্তে বেরিয়ে যায়)

জমাদার। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। (হেঁকে ওঠে) হুঁশিয়ার, লাইন সব ঠিক রাখ্না। চলো···

ফকির। (আপন মনে) বেঁচে গেল—নিজের গলায় নিজেই দড়ি পরিয়ে নিলো—এখন আমি কি করবো ? আমি—(হঠাৎ খুশীতে মুখ উজ্জ্বল করে) না—না, কুটী আসবে, আমার বিবি—আমার বিবি আসবে—

[ধীর পায়ে, ফকির জমাদারের সঙ্গে বাইরে পা দেয়। নেপথ্যে অবিরাম ঘণ্টার শব্দ। মঞ্চে অন্ধকার নামে]

৮.

[মলয়ের কোয়ার্টারের বারান্দা। একটা ফাইল হাতে বাইরে থেকে ব্যস্তভাবে ঢোকে। খাঁকি পোশাক। টেবিলের কাছে এসে ফাইলটা খুলে মনযোগ দিয়ে কি যেন দেখতে থাকে। গিরীনবাবু ঢোকে।]

গিরীন। কি হে ঘরেও কি অফিস খুললে নাকি? বিষয়টা জটিল মনে হচ্ছে?

মলয়। বসুন, রিয়েলি ইণ্টারেস্টিং কেস গিরীনদা।

গিরীন। (বসতে-বসতে) যথা—

মলয়। নোটিশ এসেছে। পর্বতের কাছে মহম্মদ যাবেন না। পর্বত মহাশয় অভিযান করছেন মহম্মদের দরবারে।

গিরীন। অর্থাৎ?

মলয়। অর্থাৎ ফিঙ্গার-প্রিণ্টের আসামী ভূপেশ সেনের বিচার হবে জেলে। এস ডি ও. লিখেছেন কোর্টের আয়োজন করতে।

গিরীন। তা এর মধ্যে জটিলতা কোথায় দেখলে ভায়া?

মলয়। কী বলছেন গিরীনদা! বিচারপ্রার্থী বন্দী প্রকাশ্য বিচারশালায় দাঁড়াবার অধিকার পেল না। বিচারক নেমে এলেন তার বিচার করতে জেলখানায়?

গিরীন। কিন্তু ভায়া, এর মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে। যার নাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সোসাইটি।

মলয়। কিন্তু সেইখানেই যে আমার আপত্তি দাদা। শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন যেখানে বিচারের আদর্শকে ডিঙ্গিয়ে যায়, তখন আর যাই হোক কোর্টের মর্যাদা রক্ষা পায় না। শাসনদণ্ডের কাছে মাথা নোয়ালে ন্যায়দণ্ড; এর চেয়ে মারাত্মক আর কী হতে পারে?

গিরীন। ভায়া দেখছি, দিন দিন বড্ড তলিয়ে যাচ্ছ?

মলয়। না গিরীনদা, আমি একেবারে সারফেস থেকে দেখছি। সবাই জানে, আসামী যতক্ষণ বিচারাধীন, আইনের চোখে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ব্রিটিশ ল'এর গোড়ার কথা হচ্ছে—অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে সমর্থন করার যে মৌলিক অধিকার, সেটা হবে নিরঙ্কুশ, আর তাকে দিতে হবে পরিপূর্ণ সুযোগ আর সুবিধা। কিন্তু জেলের মধ্যে কোনটা সম্ভব বলুন?

গিরীন। হুঁ—

মলয়। বুঝলেন গিরীনদা, ইংরেজ পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। অনুপম সাহিত্য, সুগভীর দর্শন, মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান। কিন্তু আমার মনে হয় তাব সব অবদান ছাড়িয়ে গেছে একটা জিনিস—যাকে বলা হয়, কল অভ-ল (হঠাৎ লক্ষ্য করে) ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি গিরীনদা ?

গিরীন। (চোখ খুলে) না। তবে ভাবছিলাম, একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়। দেখ ভায়া, (চাপা গলায়) আজ হোক আব কাল হোক, ইংবেজকে জালগুটিয়ে সরে পড়তেই হবে। ভেবে রেখেছি, ইংরেজ সাম্রাজ্যেব পতনেব কাবণ কি তাই নিয়ে একখানা বই লিখব।

মলয়। কি কারণ গিরীনদা ?

গিরীন। সেটা অবশ্যি আমাব ওন্ থিওরি।

মলয়। তাতো বুঝলাম, কিন্তু থিওবিটা কি ?

গিরীন। শুনবে ? শোন তাহ'লে। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ রাজত্বেব ভিত্ যখন পাকাপোক্ত হ'ল তখন অনেক আশা নিয়েই ওদের ভাষাকে আমদানী কবেছিল সাত-সমুদ্র তের নদীর পার থেকে। উদ্দেশ্য কি ? না সাম্রাজ্য-বিস্তার। খুলল ইস্কুল, কলেজ ; তৈরি হ'ল, কাতাবে-কাতাবে কেবানী। যারা রাজভক্তির বান ডাকিয়ে দিলে—কিন্তু—

মলয়। কিন্তু কি ?

গিরীন। বাই-প্রডাক্ট কেরানীর সঙ্গে আর একরকম জীবও বেবলো। যেমন খনি থেকে কয়লার সঙ্গে বেরিয়ে আসে দু-একখানা হীবে।

মলয়। মানে, বলতে চাইছেন—

গিরীন। হ্যাঁ, গান্ধী, সুভাষ, প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল-এর দল। সবই ওই By Product. অর্থাৎ সব কটা গিরীন চক্রবর্ত্তী গড়তে গিয়ে কিছু-কিছু মলয় চৌধুরীও বেরিয়ে এলো—(নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে।)

মলয়। আজ দেখছি, দাদা আমার একটু বেশিমাত্রায় খুশী-খুশী ?

গিরীন। কারণ আছে ভায়া। সকালে উঠেই একটা গান মনে এসে গেল।

মলয়। গান !

গিরীন। হ্যাঁ, শুনবে ? (সুরে গায়)

"প্রভাতে উঠিয়া, হুঁকো হাতে নিয়া,
কানু কহিলেন, রাই গো—
তোমার মালসাতে কি আগুন আছে ?"

[এমন সময়ে ডাক্তার থাপা ঢোকেন। গান থেমে যায়।]

থাপা। থামলেন কেন? বেশতো জুড়েছিলেন গিরীনবাবু। একি টেগোর সঙ নাকি?

গিরীন। (হো-হো করে হেসে) শোনো ভায়া, সাধে কি আর বলি, জেলখানার ডাক্তারি করে-করে আমাদের থাপা সাহেব কেষ্টঠাকুরকে রবিঠাকুরের ভায়রাভাই ধরে বসে আছেন। চলি ভায়া। বসুন ডাক্তারসাহেব।

থাপা। আমি এসে কি ডিস্টার্ব করলাম?

গিরীন। ক্ষেপেছেন! কোনদিন ভায়া আমার—(কি যেন বলতে গিয়ে থেমে) না, আবার এক্ষুণি জমে যাব। চলি—আপনারা শুরু করুন—

[গিরীনবাবু চলে যান। ওরা দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসে]

থাপা। বেশ আমুদে লোক—

মলয়। হ্যাঁ, হাসেনও যত, হাসানও তত। বলুন—

থাপা। সকালে আপনাকে খবর দিতে পারিনি মিঃ চৌধুরী, তাই ছুটে আসছি। আজ কাঞ্চীর বিয়ে—

মলয়। বিয়ে! আজ?

থাপা। হ্যাঁ, হঠাৎ ঠিক হয়েছে। কথাবার্তাও পাকা হ'ল কালই। ছেলেটি ভাল। মিলিটারিতে কাজ করে। আপনি তো জানেন, কাঞ্চী আমার নিজের মেয়ে নয়। কিন্তু আমরাই ওকে মানুষ করেছি মেয়ের মত। ওর বাবা--মা কেউ নেই।

মলয়। পাত্র বুঝি জানাশোনা ছিল?

থাপা। হ্যাঁ, একরকম তাই। তবে বিয়ের কথা হয়নি কোনোদিন। যোগাযোগ হয়ে গেল, বাড়িতেও দেখলাম মত আছে। আর আমারও একটা রেস্‌পন্‌সিবিলিটি······

মলয়। সেত বটেই—

থাপা। আপনাকে কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আসতেই হবে। কাঞ্চীতো বাবুজী বলতে অজ্ঞান। আপনি গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন মিঃ চৌধুরী। ও যাতে সুখী হয়—

মলয়। নিশ্চয়-নিশ্চয়···

থাপা। কি জানেন মিঃ চৌধুরী, কাঞ্চী আর রুমীকে আলাদা করে কোনোদিন ভাবিনি।

মলয়। সে তো হবেই। আপনারা দু'জনেই ওর মা-বাপ। বিয়েতে খরচ-পত্তর লাগবে ?

থাপা। খুব বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছাড়া কেমন করে পাঠাই বলুন ? আচ্ছা, আমি এখন তবে চলি। কিছু কেনা-কাটা আছে। দু-চার জায়গায় যেতেও হবে।

মলয়। না—না, আপনাকে আর আটকে রাখব না।

থাপা। নিশ্চিন্ত থাকব কিন্তু। আসা চাই—

মলয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

থাপা। আচ্ছা নমস্কার।

[থাপা বেরিয়ে যান। মলয়ের মুখ-চোখের ভাব পরিবর্তন হয়। কত কি না ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে। রুমী ঢোকে এমন সময়। হাতে একডিস খাবার।]

রুমী। এই নাও বাবুজী—(টেবিলে রাখে।

মলয়। রুমী, কাঞ্চী এলনা কেন রে ?

রুমী। ওমা, তুমি শোননি বাবুজী ! আমরা তো জানি পিতাজী এসে বলে গেছে। আম্মা যে বলে দিলে তোমায় বলে যেতে ! আজ যে কাঞ্চীর বিয়ে —আমাদের কত কাজ। কত লোক আসবে বাড়িতে। জানো বাবুজী, কাঞ্চী কতো জিনিস পেয়েছে। আম্মা নিজের গহনা সব দিয়ে দিয়েছে।

[যন্ত্রচালিতের মত বলে যায় রুমী। মলয়ের কানে কতক যায়, কতক যায় না।]

রুমী। বাবুজী তুমি খেয়ে নাও। আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। চা বানাতে হবে তোমার—

মলয়। তুই এখন যা রুমী। চা আর খাবোনা। পরে এসে ডিস্‌টা নিয়ে যাস।

রুমী। বাঃ, তুমি না খেলে আমি যাই কি করে ?

মলয়। পরে খাবো আমি।

রুমী। হুঁ—তুমি তো বলেই খালাস কিন্তু কাঞ্চী শুনলে আমায় বকবে যে —

মলয়। না—না, বকবেনা। তুই যা—

রুমী। তুমি কিচ্ছু জানোনা। কাঞ্চী আমায় বলে দিয়েছে—চায়ে তিন চামচ চিনি দিতে। বাবুজী বেশি চিনি খায়। আর দিয়েই যেন চলে আসিস নে। সামনে বসে খাওয়াবি। দেখিস, কিচ্ছু যেন ফেলে না রাখে। তাহ'লে কিন্তু ভীষণ বকব তোকে।

মলয়। তুই একটা কাজ করতে পারবি রুমী ?

রুমী। কি কাজ বাবুজী?

মলয়। (একটু ভেবে) কাঞ্চীকে গিয়ে বলবি, একটু সময় করে যদি আসে একবার। বড্ড দরকার। কিন্তু কেউ যেন জানতে না পাবে। পারবি?

রুমী। খুব পারব। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বাবুজী।

মলয়। মনে থাকে যেন, আড়ালে ডেকে, তবে বলবি—কেমন?

রুমী। বুঝেছি। তুমি ততক্ষণ খেয়ে নাও বাবুজী—

[রুমী চলে যায়। মলয় অস্থির পায়ে কবার এদিক-ওদিক করে চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দেয়। নেপথ্যে শানাইএর সুর ভেসে আসে। আলো কমে গেল। সন্ধ্যা হবো হবো—এমন সময় জড়তা মাখানো পায়ে বিয়ের সাজে কাঞ্চী ঢোকে। মলয় উঠে পড়ে। চোখে-চোখ পড়তেই মুখটা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ে। আড়ষ্টতা কাটিয়ে মলয়ের কাছে আসে।

মলয়। তোমার বিয়েতে থাকতে পারবনা কাঞ্চী। হঠাৎ একটা খবর এসেছে। আমায় এখুনি অফিস যেতে হবে। দুঃখ করোনা—জানো তো আমাদেব কাজ—একেবারে সময় নেই, অসময় নেই, খবর পেলেই ছুটতে হবে। হ্যা, তাই, তাই রুমীকে বললাম—আমায় তুমি ক্ষমা করো কাঞ্চী—

[কাঞ্চী তড়িতাহতের মত দু-হাত দিযে মলয়ের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে]

কাঞ্চী। সে কি কথা বাবুজী! তুমি ক্ষমা চাইছ আমাব কাছে? আমারই যে তোমার কাছে অপরাধের অন্ত নেই! পাহাড়ী মেয়ে লেখাপড়া জানিনা কত সময় তোমাকে কতভাবে বিরক্ত করেছি—(গলাটা ধরে আসে কাঞ্চীর।)

মলয়। যখন শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরবে, তখন আবার দেখা হবে—

[হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়]

কাঞ্চী। একটা কথা বলব বাবুজী?

মলয়। বলো—

কাঞ্চী। তোমার ছুটি পাওনা আছে?

মলয়। হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলো তো?

কাঞ্চী। বলছিলাম, কিছুদিন দেশ থেকে ঘুরে এসো।

মলয়। কী হবে দেশে গিয়ে?

কাঞ্চী। (জলভরা চোখে) সে কথাও কি বলে দিতে হবে বাবুজী? কে আছে তোমার এখানে? কে তোমায় দেখবে। তেষ্টা পেলে এক গ্লাস জল যে গড়িয়ে খেতে জানেনা, তার কষ্টের কি শেষ আছে? কতদিন না খেয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছ, সেতো নিজের চোখেই দেখেছি। ওই যে খাবারের ডিসটা রুমী কখন দিয়ে গেছে মুখেও কিছু তোলনি। কেন, সে কি আমি জানি না, বুঝিনা— ছুটি তোমায় নিতেই হবে বাবুজী—নইলে, নইলে আমি ভীষণ রাগ করবো—

মলয়। বেশ, ছুটি না হয় নিলাম। কিন্তু তারও তো শেষ আছে?

কাঞ্চী। কেন, বিয়ে থা করে বউ নিয়ে আসবে।

[কাঞ্চীর আকুল-উদ্বেগ চোখের দিকে তাকায়]

মলয়। তাহ'লেই তুমি সুখী হবে কাঞ্চী?

কাঞ্চী। হবোনা? তুমি ভাল আছ, সুখে আছ,—তোমার কোনো কষ্ট নেই—দূর থেকে এইটুকু যদি শুনতে পাই সেই তো আমাব পরম সুখ—আর আমার চাইবার কিই-বা আছে?

[কাঞ্চীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'যে আসে। রক্তাভ গণ্ডে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। নত হয়ে পাযে মাথা ঠেকিযে প্রণাম করে। মলয় ডান হাতখানা ওর পিঠে রাখতেই কাঞ্চীর দেহটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। পরক্ষণেই বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত উপরে পড়ে কান্না—]

বাবুজী—বাবুজী—

[মলয নীবব। নিথর। নেপথ্যে শানাই এর সুরটা যেন ককিয়ে কেদে ওঠে। মঞ্চে অন্ধকাব নামে ধীরে ধীরে···]

সমাপ্ত

অভিনয়ের জন্য লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। এ/২, দুর্গাপুর রেল কলোনী বালি, হাওড়া।

সমরেশ বসুর

আবর্ত

* * *

নাটক : বরুণ দাশগুপ্ত

চরিত্রলিপি

....

উদ্বোধক, পদ্ম, বাসিনী, মংগল, রাজা,
ব্রজ, পঞ্চা, কার্তিক, অধর, পালান,
সুবল, নকুল, সনাতন, মহীন।

॥ সূচনা ॥

[আবহ সংগীতে সূচনা। পল্লীগীতির মুখবন্ধ দোতারায়। আস্তে আস্তে মঞ্চগৃহের আলো নিবে গেল। ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কালো পর্দা সরিয়ে একটি গ্রাম্য মানুষ মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল। তখনো মানুষটিকে পুরোপুরি জানা বা চেনা যায় না। মঞ্চের সামনে একটা উর্দ্ধমুখী বেবী স্পট লাইটে ধীরে ধীরে সেই মানুষটি স্পষ্টতর উঠল। আবহ সংগীত তখনও চলছে তবে তা খুব চাপা। মানুষটি এবারে সমাগত দর্শককুলকে নমস্কার জানিয়ে বলে—]

উদ্বোধক : পেন্নাম বাবুরা—পেন্নাম মা জননীরা। আমি একজন চাষী। আমার নাম বেরজো কিশোর সাঁতরা। বাড়ি আমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালিকাপুর গেরামে। ই কোলকাতা শহরে এয়েচি আপনাদিগের কাচে এট্টা জিজ্ঞাসা নে? সি কতাটা তোলবার অগ্রে আমার গেরামের মানুষগুলারে আপনাদিগরে এট্টু চিইনে দিই—সিগুলানের কতা আপনাদিগেরে এট্টু শুইনে দিই। আমাদিগের গেরামের বেশীরভাগ নোকই চাষীবাসী। অবশ্যি ইর ভিত্‌রে বেশীর ভাগই ভাগচাষী—মানে যারা অপরের জমিন ভাগে চাষ করে। নিজের জমিন খুব কম চাষীরই আছে।

গেবামে চাষী ছাড়া কুমোব-কামাব তাঁতী, জেলে সবই কিচু কিচু আচেন ·· আব আচেন মহীন ঠাকুব—কেতু লস্কব, মামুদ মিঞা—ইবা তিনজনাই জোতদাব—মহাজন। আমাব পেবানেব বন্ধু বাজা, সিব দাদা সোনাতন —পেবানকেষ্ট মণ্ডলেব দুই বেটা—অগ্রে নিজেদিগেব কিঞ্চিৎ জমিনজিবেং ছেল—সি সব বেহাত হয়ে যেতিআখুন ওবা ভাগচাষী। বাজাব পবিবাবেব নাম পদ্ম। ছেলেব নাম মংগল। আব সোনাতনেব পবিবাবেব নাম বাসিনী—সিব কোন সন্তান নি। ক্ষ্যামা কদ্দেবেন বাবুবা—কি বলতি গে কি সব বলতি লেগেচি—ইসব কতা শুনবাব তবে আপনাবা হিতায নিচ্চয এসেন নি। যা দেখতি এযেচেন তাই আখুন ছ্যাখেন। অমোব জিজ্ঞাসাব কতা পবে তুললিও চলবে। পেন্নাম।

[সংলাপ শেষ হতেই স্পট্ লাইট ফেড আউট। মানুষটি অদৃশ্য হয় সেই মুহূর্তে। আবহ-সঙ্গীত উঁচু পর্দায় বিস্তার লাভ করে। আস্তে আস্তে পদা উঠে যায়। মঞ্চ খুব ধীরে ধীরে আলোকিত হতে থাকে।]

১০

[রাজার বাড়ি। তখন শেষ বিকাল। ভিতরের উঠান। ডানদিকে সামনে ও পিছনে দুটি কুঁড়ে ঘরের আভাষ। বাঁদিকেব প্রসেনিয়াম ঘেঁসে মড়াই-এর আভাষ ও পিছন দিকে লাঙ্গল. কাস্তে, টোকা, তুলসীমঞ্চ প্রভৃতির আভাষ। মঞ্চের একেবারে পিছনে দূরের আকাশ এবং অসমতল জমির উপর তালগাছ ও কুটিরের আভাষ। পুরো চাষী-বাড়ির আমেজ পুরোটাই আভাষে। সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পদ্ম—তার হাতে একটা কুনকে ভর্তি মুড়ি এবং একটি আস্ত পিয়াজ।]

পদ্ম। মংলা! মংলা!! কুথায় গেল যে শয়তানটা। মংলা · মংলাবে—

[পিছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাসিনী। কুলোভর্তি আকঁড়া ডাল নাচতে নাচতে—]

বাসিনী। এ্যাই—এ্যাই কালামুখী! নতুন বিউনো গাইএর মত হামলাতিচিস কেনে লা? মংলা—মংলা ক্যানে, বাজাব বেটা যোববাজ বলতে পারলি নে?

পদ্ম। ও! তা তুমার যোবরাজকুমার গেলেন কোন ঠেঁ?

বাসিনী। আমার ঘরে—

পদ্ম। হাই মা—দেকো দেকি ক্যামুন শয়তান! ঘরে রয়েচে তবু সাড়া দিচ্চেনি। মংলা! এই মংলা—

বাসিনী। ক্যানে সাড়া লিতে যাবে ক্যানে ?

পদ্ম। তুমার যোবরাজ ভোগসেবা করবেন যে—প্যাঁজ মুড়ি দে।

বাসিনী। রেখে দে তোর প্যাঁজ মুড়ি। উর জেটা উর তরে কাল চিড়ে কলা নে এয়েচে।

পদ্ম। হ্যাই মাগো! দ্যাকো দিকি ক্যামুন শয়তান। আমায় বললে প্যাঁজমুড়ি দে—ক্ষিদে পেয়েচে—আমি নেসতে গেঁনু—আর সি ফাঁকে তুমার ঠেঁ গে—

বাসিনী। চিঁড়ে কলা মেঙেচে—বেশ করেচে। আমার ব্যাটা আমার ঠেঁ মাঙবে নি ?

পদ্ম। কিন্তুন আমার প্যাঁজ-মুড়ির গতিক কি হবে ?

বাসিনী। তোর মুড়ি তুই খেগে যা—তুই না খাস তোর রাজার তরে রেখে দিগে যা—

পদ্ম। সি কি কতা গো ? আমি যে যোবরাজের মা মহারাণী। রাণী খাবে প্যাঁজ মুড়ি ? ঈশ! কক্‌খনো না। দুধ দাও—আজভোগ দাও—

[বাসিনী হেসে ফেলে, সঙ্গে পদ্মও হেসে ফেলে। বাসিনী তার ঘরের দিকে তাকিয়ে বলে]

বাসিনী। (উচ্চকণ্ঠে) মংলারে! আর চারডি চিড়ে লিবি ?

পদ্ম। হ্যাঁ। দাও, দাও—ঠুঁসে দাও ঠুঁসে দাও। তুমিই উটাকে বিগড়ে দিবে দেকতিচি। শয়তানের লজর য্যান লবাব পুত্তুর। শুধু প্যাঁজ মুড়িতে হবেনে—চিঁড়ে দাও, কলা দাও—বায়না কত।

বাসিনী। অমন করে বলিস নি পদ্ম। পাঁচটা-সাতটা লয় মোটে এট্টা ব্যাটা আমাদের। বাবা পঞ্চানন্দের দয়ায় বেঁচে-বত্তে থাক—খুঁদ কুঁড়ো যা জোটে তাই দিয়েই প্যাট ভরাব।

[বাসিনীর ঘর থেকে মংলা মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে।]

মংগল। জেটাই ডাকতেচো ?

বাসিনী। খেয়েচিস সব ?

মংগল। হু।

বাসিনী। প্যাট ভরেচে ?

মংগল। উহু!

বাসিনী। ও মা! আর চারডি চাইলি নি ক্যানে ?

মংগল। (পদ্মর হাতের কুনকের দিকে আঙুল দেখিয়ে) বারে! প্যাঁজমুড়ি খেতে হবে নে ?

পদ্ম। শুনলে—শুনলে দিদি শয়তানের কতাডা শুনলে? খাওয়াতিচি তুমারে প্যাঁজমুড়ি—

[মংগলের দিকে এগিয়ে আসে। মংগল ও সঙ্গে সঙ্গে বাসিনীকে আড়াল করে জড়িয়ে ধরে]

মংগল। ও জেটাই ত্যাকো না—মা মারতেচে।

বাসিনী। এ্যাই—এ্যাই। খবরদার বলতিচি পদ্ম, আমার যোবরাজের গায়ে হাত দিবিনি। যারে মাণিক তুই খেলগে যা—।

[মংগল পদ্মের হাত থেকে মুড়ির কুনকে ছোঁ মেরে নিতে আসে]

মংগল। দাও—

পদ্ম। এইতো চিঁড়ে কলা গিলে এলি—ছাড়—পরে খাস।

মংগল। না, আখুন খাব, তুমি দাও না—

[কুনকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল]

পদ্ম। দেখলে—দেখলে দিদি শয়তানের গুণ্ডামী। তুমি হাসতেচো? নাঃ, মিছেই তুমারে বলা—যেমুন জেটাই, তেমুন তার ব্যাটা।

বাসিনী। আমার ব্যাটা!

পদ্ম। না তো কি?

বাসিনী। দে না ক্যানে পদ্ম, আমারে তোর ব্যাটাটা।

[পদ্ম বাসিনীর কাছে এগিয়ে আসে তারপর গলা জড়িয়ে ধরে আদরের সুরে বলে]

পদ্ম। শুধু ব্যাটা ক্যানে দিদি—ব্যাটা, ব্যাটার মা-বাপ, ই-বাড়ী—ঘরদোর সবই তো তুমার।

বাসিনী। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সবই আমার…

পদ্ম। সব দিদি—সব। দিদি তুমার সি মা ষষ্ঠীর মাদুলী নিবার কি হ'ল?

বাসিনী। (করুণ হেসে) কি হবে মা ষষ্ঠীর মাদুলীতে? বাবা পঞ্চানন্দের চন্নামিত্তির, চণ্ডীতলার মাটি, বড় কাছারিতে দরখাস্ত—কতরকমই তো করল তোর ভাসুর—এত করেও নাভটা কি হ'ল বল? (একটু থেমে অন্তরের সমস্ত নৈরাশ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে) নাইবা দিলে ভগমান আমার কোলে এট্টা। বেঁচে থাক তোরা, বেঁচে থাক আমার সোনার চাঁদ মংগল—তারে বুকে করেই আমার ব্যাটার সাধ মিটবে রে পদ্ম।

[বাসিনী রান্নাঘরের দিকে যেতে উদ্যত। পদ্ম সেইভাবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উৎফুল্ল গলার ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে রাজা। পিছনে ব্রজ—রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু।]

রাজা। যোবরাজ! হাই যোবরাজ! শুন শুন বৈদি জব্বর সম্বাদ। আরে যোবরাজের মা মহারাণী—যেওনি যেওনি—শুন, শুন, জব্বর সম্বাদ—বুইলে বৈদি জোগাই-মাধাই।

বাসিনী। জোগাই মাধাই আবার কি গো?

রাজা। হুঁ হুঁ বাবা। জোগাই আর মাধাই।

বাসিনী। হ্যাঁগো বেরজো ঠাকুরপো, জোগাই-মাধাই কিগো?

ব্রজ। কে জানে বাস্তা থিনে কেবলই ঐ জোগাই-মাধাই, জোগাই-মাধাই করতেচে। আমারেও বলতেচে নি।

বাসিনী। বল না গো সিটা কি?

রাজা। উঁহুঁ! হুঁ, অমনি অমনি চিঁড়ে ভিজবে নি বায়ু—অগ্রে খাইয়ে দাও।

বাসিনী। অগ্রে বল।

রাজা। না বায়ু—সিটি হচ্চেন নি। তাছাড়া শুধু জোগাই-মাধাই—আরো রয়েচেন। (কীর্তনের সুরে গেয়ে ওঠে) "ভুলাতে নাগর শ্যাম মনোহর (বাধা) নানা ছাঁদে বাঁধে কেশ।"

পদ্ম। অ দিদি, তাড়ি টেনে লিশা করে এয়েচে গো।

রাজা। ঠিক ধরেচিস চ্যাংশুটকী। লিশা করেই এয়েচি, তবে তাড়ির লিশা লয়, স্বপ্নের লিশারে, স্বপ্নের লিশা। হাই ড্রিক—ড্রিক—ড্রিক—(লাঙ্গল টানার ভঙ্গি করে)।

পদ্ম। আহা ক্যামুন করতেচে দেকো না—সঙ্।

রাজা। হাই দ্যাকো বেরজো, চ্যাংশুটকীর ব্যাপারখান দ্যাকো। মুখে সঙ্ সঙ্ করতেচে আর কতাটা শুনবার জন্যি প্যাট ফুলে উঠতিচে।

পদ্ম। উঃ, আমার ভারী বয়েই গেচে···

রাজা। উরেপ বায়ুরে বায়ু। অ বৈদি, মানিনী রাধিকা অভিমান করলেন গো। যাসনি,—যাসনি ছোট—বলতিচি। ইয়া বড় একজোড়া হাল-বলদ। জোগাই আর মাধাই।

ব্রজ। হালবলদ—জোগাই-মাধাই—কী সব বলতে নেগেচিস?

রাজা। ওরে নাম রেকেচিরে নাম রেকেচি।

ব্রজ। কার নাম রেকেচিস?

রাজা। আমার বলদজোড়ার।

৫

পদ্ম। তুমার বলদ ?

রাজা। তো ?

বাসিনী। পষ্ট হোলনি বাবু—খুলে বল না গো।

ব্রজ। হ্যাঁ বাবু, তুই ঐ হিষ্টিরিটা খুলে বল দিনি।

রাজা। সোকালে পালানদা এসে বললে, এট্টা জোর সম্বাদ আচে রাজা, এক-জোড়া তেজী বলদ একেবারে জলের দরে কিনা যায় যদি আজই ট্যাকা দিতি পারা যায়। পারলে কিনে লাও রাজা। আমি তারে বলনু, পাগল হয়েচ—ট্যাকা কুথায় পাব আখুন ? ক্ষ্যাতের ফসল উঠলি ত্যাখুন না হয় চেষ্টা-চরিত্তির দেখা যেতি পারে। তা আমারে পালানদা বললে কি, মহীন ঠাকুররে ধরে কয়ে কজ্জ নে নাও, ধান উঠলি শুইধে দিও। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত হয়নে। তা সাত-পাঁচ ভেবে-চিন্তে গেনু উর সাথে মহীন ঠাকুরের ঠেঁ। তোরে কি বলব বেরজো, আশ্চর্য নোক মাইরি ঐ মহীন ঠাকুর। সব বিত্তান্ত শুনে আমারে বলল, বলদ কিনবি নে যা ট্যাকা। ফসল উঠলি শুইধে দিস। এট্টা দলিল দস্তাবেজ করে রাখি ওব্‌লা এসে টিপছাপ দে ট্যাকা নে যাস।

ব্রজ। ই কতা মহীনঠাকুর বললে ?

রাজা। বললে। বুইলি বেরজো, ও নোকটা আর পাঁচ-সাতটা জোতদারদিগের মত লয়রে ; নোকটার বুকে মায়া-ডয়া আচে। তারপর বুইলি, এবলা টিপছাপ দে ট্যাকা নে গেনু বলদ দেকতি। তা তোরে কি বলব বেরজো, বলদজোড়া না, বলদের মত বলদ। হালের মুঠ চেপে ধর, জমি চষবে চড়চড় করে।

পদ্ম। দাম কত নিলে বললে নি ?

রাজা। যাই নিক না, তোর তাতে কি ? লিয়েচে দুশো বিশ ট্যাকা।

পদ্ম। দু-শো বিশ !

রাজা। (ভেঙিয়ে) দু-শো-বিশ ? লিবে নি ? ইকি তুর ছ্যাগলের মতন বলদ ? বুইলি বেরজো—ই য্যান হাতী।

ব্রজ। কিনিচিস কি বল ?

রাজা। আরে, ইকি আর ছাড়া চলে ? আজ্জই তো নেসতুম। তা আজ তো শুক্কুরবার—ওদিগের পরবের দিন তাই দিলে নি। কাল পাতঃকালেই নেসবো।

ব্রজ। খবরটাতো ভালই রাজা। চাষীবাসী মানুষ, হাল তো নাগেই। ফি-সন হালের দাম দিতি গুচ্চের ট্যাকা বেইরে যায়। সিখানে একজোড়া হাল-বলদ থাকলি তো ভালই। কিন্তুন রাজা হঠাৎ ইভাবে এতগুল্যান ট্যাকা কজ্জ করা কি ঠিক হ'ল ?

রাজা। আরে দাদা অত ভাবনা-চিন্তা করতি গেলে কোনো কাজ করা যায় নে। আর ফসল তো এসন আমার খারাপ হয়নে। মাসটাক যেতে না যেতেই জমির ধান ঘরে উঠবেন। মা নক্কী যদি কুরুদ্ধ্ না হন··· ভাল কতা বৈদি—দাদারে কিন্তুন বলদ কিনার কতা আজ বোলনি। কাল পাতঃকালে একেবারে বলদ নেসে রবাক কন্দেবো। হাই যা! বেরজো, একবার পেসন্ন বেরার বাড়ী যেতে হবে যে।

ব্রজ। ক্যানে, সিথায় আবার কি ?

রাজা। উরে বাযুরে বায়ু। উর হ্যাচাক বাতিটা নেসতে হবে নে ?

ব্রজ। হ্যাচাক বাতি দে আবার কি হবে ?

[উভয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত]

পদ্ম। বাঃ রে, আব সি কেষ্টঠাকুরের চুল বাঁধাব গানটা ?

রাজা। হাই দেকো, ঘাই মেরেচে রে! অ বৈদি! শুন, শুন, তুমার বুনের বাক্যিখানা শুন একবার। ক্যানে যে মিছিমিছি ট্যাকা কজ্জ করে বলদ কিনতি গেলাম—আবে উয়রে নে গে হালে জুড়ে দিলিই হয়। ওরে কেষ্টঠাকুরের চুল বাঁধার গান লয়বে—রাধা! রাধা!! (কীর্ত্তনের সুরে) "রাধা নানা ছাঁদে বাঁধে কেশ—"

বাসিনী। হ্যাঁতোরে, বল বল না গো সিটা কি ?

[মংগল বাইরে থেকে প্রবেশ করে ছুটতে ছুটতে]

মংগল। বাবু! বাবু!

[রাজা মংগলকে কোলে তুলে নিয়ে বলে]

রাজা। যোবরাজ···যোবরাজ···যোবরাজ। জানিস যোবরাজ কাল সোকালে আমাদিগের বাড়ীতে একজোড়া হালবলদ এসবে। আমি কিনিচি।

মংগল। আমাদিগের হালবলদ বাবু ?

রাজা। হ্যাঁ বাবু, আর সি জন্যিই তো আজ সন্দেকালে আমাদিগের বাড়ীতে এট্টা মজার বেপার হবে।

মংগল। কি গো বাবু, কি হবে ?

বাজা। তুই বলদিনি কি হবে ?

মংগল। আমি পাবতিচি না, তুমি বল না গো।

বাজা। (কীর্ত্তনেব ভঙ্গিতে) "আহা হেবিযা অধবে"

মংগল। সংকেত্তন। (কবতালি দিযে লাফিয়ে ওঠে)

বাজা। (মংগলকে জড়িয়ে ধবে) সাবাস বেটা। বেবজো, বেটা আমাব খুব সেয়ানা হয়েচে বে।

ব্রজ। হবেনে ? যেমুন বাপ তেমুন তো বেটা হবেন।

বাজা। বুইলি বেবজো, বলদ কিনাতক মনটা খুশীতে একেবাবে ডগমগ কবতেচে—তাই নকুলদাবে ধবেকযে আজ সন্দেকালে বাড়ীতে এটু কেত্তন দিবাব ব্যাবস্থা কবে এযেছি।

ব্রজ। কিন্তু বাজা, সোনাতনদাবে না জিজ্ঞেস কবে এতো সব বেপাব—

বাজা। আবে বেবাদার, সিটাই তো মজাব বেপাব হবেন গো। বডকত্তা সদবে গেচেন। ফিবে এসে হ্যাকবেন, আবেপ বাস্, ই কি বেপাব ? এসবাব কালে অনেকবেই বলে এযেছি কেত্তন শুনবাব তবে—চল চল আব দাঁড়াস নে—চ-অ-অ-ল।

ব্রজ। তুইই তো বকবক কবতে নেগেচিস। চল।

রাজা। বৈদি, তোমবা এদিকটা গুইচে ফেল আমবা নাইট, পান, বাতাসা নেসতেচি।

[বেরিয়ে যাচ্ছিল।]

মংগল। বাবুগো, আমি যাবো।

বাজা। তুমি আবাব কুথায যাবে ?

মংগল। বাবে পান বাতাসা নেসতে হবে নে ?

বাজা। ই হযেচে আব এক আড্ডাবাজ।

ব্রজ। হবে নে, যেমুন বাপ তেমুন তো বেটা হবেন।

বাজা। এসো।

[তিনজনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।]

বাসিনী। তোব ববটা, বুইলি ছোট—তোব ববটা গোটাই পাগল।

পদ্ম। তুমিই তো নাই দিয়ে দিয়ে মাতাটা উর বিগড়ে দিয়েচ। এতগুলান ট্যাকা কজ্জ করে হাল বলদ নে আসা, বাড়ীতে কেত্তন দিবে, মাতার উববে বড় ভাই—তারে একবাব বলা নি, শুধুনো নি, ই কি রকম বেভার ? কেত্তন

দিতি হয় বড় কত্তারে শুইধে, কাল দিলি হোত নি? তুমিও তেমুন এট্টু গালমন্দও করলে নে।

বাসিনী। গালমন্দ করবো ক্যানে রে। জোয়ান মানুষ নেশা-ভাঙ নি—সি পাতঃকাল থিনে সন্দে অবদি জমিতে জনোর মত খাটে। এট্টু আধটু আমোদ ফুর্তি না করলি বাঁচবে ক্যানে?

পদ্ম। কিন্তুন এই হালবলদ কিনা? বড কত্তাবে না জিজ্ঞেস করে ইর কি জবাব?

বাসিনী। (সস্নেহে হেসে) রাগে তোর সব বেভুল হয়ে গেচে ছোট। জানিস নি ই চাষবাসের বেপাবে বড়কত্তা কিছুটি বলে নে। সি ই চাষবাস পছন্দই করে নে। অগ্রে যদি বা একটু আধটু দেকাশুনা করত, আমা-দিগের জমি নিলাম হবার পব থিনে মোটে উধার দে ঘেঁসে নে।

পদ্ম। তবু বাড়ীর বড—গাজেন। তাকে একবার জানা—জিজ্ঞেস করা উচিত করে কিনা?

বাসিনী। আচ্ছা, আচ্ছা, বাবুরে বাবু! ইরে একদিন তুর সাক্ষাতে আচ্ছা করে ছোটকত্তার কান মুলে দুবো—হোলতো?

[পদ্ম ও বাসিনী দুজনে হেসে ওঠে। নেপথ্যে পঞ্চার গলা—"কইগো রাজাদা" বলতে বলতে পঞ্চা ও অধরের প্রবেশ—ওদের সঙ্গে সতরঞ্চি। একটু পিছনে কার্তিক।]

পঞ্চা। এই যে বড বৈদি রাজা এসেনি?

বাসিনী। এসবে আখুনি। আর সময় লষ্ট করা চলবে নি ছোট। তুই যা দিকি হরকিনি দুটো ঘষে মেজে ঠিক করে নেগে আমি এদিকটা দেকতিচি।

[দুজনে দুদিকে চলে যায়। ইতিমধ্যে সতরঞ্চি পেতে ফেলে ওরা বসে'ছ]

অধর। পঞ্চা, রাজাদা তাহলি সত্যি সত্যি হালবলদ কিনেচে!

পঞ্চা। বলে কি! সত্যি সত্যি না হলি কি শুদুমুদু কেত্তন দেয়?

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, পালানদা দরদাম ঠিক করে দেচে। দেউটির ইয়াসিন শেখের বলদ।

অধর। ই ট্যাকা নাকি মহীন ঠাকুর দেচে?

পঞ্চা। তুই শুনলি কার ঠেঁ?

অধর। সাতকড়ি, ছোট নাদু—উরা সব বলেচে।

পঞ্চা। সম্বাদটা তাহলি জব্বর চালু হয়েচেবে কেতো।

কার্ত্তিক। হবেনে? ইকি এট্টা সোজা কতা—রাজা মণ্ডলের নিজের হাল বলদ হলেন।

[নেপথ্যে পালানের গলা—"রাজা এয়েচো নাকি?"]

পঞ্চা। আবে এসো এসো পালানদা।

[পালান এসে বসে]

অধর। জানো পালানদা, বাজাদাব হালবলদ কিনাব কতাটা সত্যি। ই ট্যাকা নাকি মহীনঠাকুব কজ্জ দেচে।

পালান। উয়োঃ! আমাবে উনি সম্বাদ দেচ্চেন—উরে সি দলিল কবলার টিপছাপের নীচে সাক্ষী হিসেবে তো আমিই দস্তখত করিচি। (প্রবেশ পথে সুবলকে দেখে) হাই ভ্যাকো, আমাদিগের যাত্তাদলের ফিমিল পেলেয়াব সুবল রাণী এসে গেচে।

[সকলের হাসি।]

কার্ত্তিক। আব ভাবনা নি পালানদা—নকুলদাব কেত্তনের দল না এলিও আমাদিগের সুবল রাণীর এ্যাকটিন হবেখন।

সুবল। আরে অধর, পঞ্চা, কাত্তিক তুমরা ক্যাতখুন গো?

পঞ্চা। পালানদা, ঐ এ্যাকটিন সুরু হয়ে গেচে। শোন ঢঙেব কতা—'তুমরা ক্যাতখুন গো।'

[সকলে হেসে ওঠে।]

পালান। আয়রে সুবলে, বোস।

[সুবল এসে পালানের পাশে বসে]

বল তোর যাত্তাগানের বেত্তান্ত শুনি এটু।

সুবল। তাহলি শুন, সিবরে আমাদিগের যাত্তা হচ্ছিল—বাঁশপতির শেতলাতলায়—

পঞ্চা। তুই থাম, আর গুল মারিসনে—বুইলে পালানদা, যাত্তাগান শুনেচিলাম বটে একবার তোমার ঐ রতন অধিকারীর দলের। হ্যাঁ—গানের মত গান।

সুবল। এ্যাঁ! রতন অধিকারীর দল, তাদিগের আবার গাওনা? ছ্যা ছ্যা! সি গান আবার নোকে শুনে?

পঞ্চা। না, তা শুনবে ক্যানে—শুনে য্যাতো তুর ঐ লেতাই অপেরা পার্টির

গান। আহা হা কি যে সব চ্যায়েরা আর কি যে সব গলা।—য্যান্ বেড়ালের ছানা মিউ মিউ করতেচে।

[সকলে হেসে উঠল]

সুবল। ক্যানে আমাদিগের দলে ভাল চ্যায়রার পেলেয়ার নি? সব্বেশ্বরদার মত এট্টা ভাল চ্যায়রার পেলেয়ার আচে তোদিগের রতন অধিকারীর দলে? তারপর তুমার গে ছিরিনাথ, অভয়, হেবো সাঁত—ইদিগের চ্যায়রা খারাপ না, গলার জোর নি বল?

পালান। তা তোর নিজের নামটা বললি নে—সুবলরাণী। লেতাই অপেরা পাটির ফিমিল পেলেয়ার—

সুবল। সি আর বলব কি গো! চোখের অগ্রেই তো রয়েচি।

[সকলে হেসে ওঠে]

পঞ্চা। উর কতা আর বলতে হবে নি পালানদা। রাণী সাজলে সুবলেরে যা মানান হয় না, একেবারে য্যান বাবলা গাছের পেত্নী—

[সকলের হাসি]

পালান। না না পঞ্চা, ই-কতা তোর আমি মানবু নি। আমি নিজে দেকিচি —রাণী সাজলে আমাদিগের সুবলেরে বেশ মানান লয়। আরে বেটাছেলে বলে মনেই লয় নে।

পঞ্চা। আরে লিবে ক্যানে কও? ওটা কি বেটাছেলে যে মনে লিবে? চলে বলে ক্যামুন ন্যাকোনা—গোটাই য্যান মেয়েছেলে।

[সকলে হেসে ওঠে। রাজা, ব্রজ ও মংগল প্রবেশ করে]

রাজা। তুমরা সব এসে গেচো। আরেপ বায়ু, সুবলরাণী দেকতিচি। অ বেরজো, আজ তো আসর তালি জমজমাট।

পঞ্চা। রাজাদা, শতরঞ্চটাতো বিইচে দিইচি—আর কিছু করতে নাগবে নাকি?

রাজা। আর কিছু করতে নাগবে নে। ই বাতিটা জ্বাইলে দাও ইরে। আর—অ মংলা—

[ইতিমধ্যে ব্রজকে দেখে অধর ব্রজর কাছে আসে। সামনে অন্যান্যদের By-acting. পিছনে ব্রজ ও অধর কথা বলে]

অধর। হ্যাঁরে বেরজো, কাল হাটে গিচিলিস? পাট কতয় গেল…

ব্রজ। এক কুড়ি সাত ট্যাকা।

অধব। এক কুড়ি সাত। বলতিচিস কি? ঈশ। গেল হাটে যদি পুরো না ছেদ্দিতুম —

ব্রজ। তোবে ত্যাখুন বললু নি—ছাড়িসনি, ছাড়িসনি। দু এট্টা হাট দেখ। তা তোব তো আর তব সইল নি। ব্যাচবাব জন্তি একেবারে হাসফাঁস কবতি নাগলি।

অধব। তুইতো বলেই খালাস। না বেচলি খাব কি?

[নেপথ্যে নকুলের গলা—"কইরে রাজা" বল'ত বলতে প্রবেশ করে। সঙ্গে হারমোনিয়ম, খোলসহ অন্যান্য গ্রামবাসী]

বাজা। আবে, এসো এসো নকুলদা। বসেন বসেন আপনাবা। তোমবা হিতায় বস নকুলদা।

নকুল। মেলাই নোকজন দেকতিচি। তা সোনাতনদাবে দেকচি নে। সোনাতনদা কুতায?

বাজা। সদবে গেচে।

নকুল। হঠাৎ।

বাজা। সদব কাছাবিতে এট্টা নোকেব সঙ্গে দেখা কবতি গেচে। আখুনি এসে পড়বে।

নকুল। ও এসে পড়বে আখুনি। তা বাজা, সোনাতনদাব জন্যে অপেক্ষা কববে না সুরু কদ্দেবে?

বাজা। এট্টু দাঁড়াও। বৈদিবে জিগ্যেস কবে আসি।

নকুল। আবে বাযু, সুবলবাণী দেকতিচি। ভালো তো?

[মংগল একটা কলাইকরা ডিসে পান আনে]

হাই গ্যাকো, ইদ্‌কে যোববাজ পান নেসতেচে (কীর্ত্তনেব সুবে) "যোববাজ পান দোক্তা—নিয়া আসতেচে ঐ —।"

[সকলে হেসে ওঠে। ভিতর থেকে রাজা আসে]

বাজা। নকুলদা, বৈদি পারমিট দে দেচে। কেত্তন সুরু কদ্দ্যাও।

[কীর্ত্তনের প্রস্তুতি। সবাই নকুলদের ঘিরে বসে। দাওয়ায় এসে বসে মংগল, যামিনী ও পদ্ম। নকুল বন্দনান্তে কীর্ত্তন সুরু করে কীর্ত্তন যখন খুব জমে ওঠে সে সময়ে দেখা যায় ধীর পায়ে শ্রান্ত সনাতন পিছনে এসে দাঁড়ায়। তার মুখ বিবর্ণ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বেদনার্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকে—]

সনাতন।' বাজা!

[গান থেমে যায়। ১০ সেকেণ্ড কারো মুখে কথা নেই। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়। রাজা এগিয়ে এসে সনাতনকে ধরে।]

রাজা। বেপার কি দাদা ?

নকুল। বেপার কি সোনাতন ?

সনাতন। সি কতা বলার লয়গো। দোষ নিওনি নকুল, বাড়ীতে ডেকে নেসে গাওনার মাঝখানে তোমাদিগের বিদায় দিচ্চি। আমাদিগের অপরাধ ক্ষ্যামা কন্দ্যাও। তোমরা সব ঘর যাও—ঘর যাও।

[পালান, ব্রজ, অধর ও পঞ্চা ভিন্ন ধীরে ধীরে বাকী সকলের প্রস্থান।]

রাজা। দাদা! দাদা, কি হয়েচে দাদা! দাদা!

সনাতন। কি খাবি ইবরে রাজা ? ওরে কি পোকারে বেটা বউদিগের মুখে গবাস দিবি ?

রাজা। দাদা—

সনাতন। গেচেরে গেচে, আমাদিগের সব গেচে। কেতু লস্কর আমাদিগের পথে বইসে দেচে।

রাজা। দাদা—, কি বলতেচো ?

সনাতন। ঠিক বলতিচি। গত সনের আগের সনে ওর থিনে বীজধানের জন্যি যে ট্যাকা কর্জ্জ করেচিলি, সি ট্যাকা সুদেআসলে দাবী করে লস্কর লাকি লুটিস করেচিল যে পনরো দিনের ভিত্‌রে ট্যাকা শুইধে না দিলি আমাদিগের সঙ্গে ভাগচাষের চুক্তি নাকচ হয়ে যাবে। ভাগের ধান আমরা পাবোনি।

রাজা। না, ধান আমরা পাবোনি···ইটা কি মগের মুল্লুক নাকি ? ট্যাকা কর্জ্জ লিচি তো হয়েচে কি ? গেল সন অজম্মার বছর গেচে, নিজেদিগেরই একবেলা খাওয়া জোটে নি—কর্জ্জের ট্যাকা শুধবো কি করে ? ই সন ভাল ফসল হয়েচেন—ইবরে শুইধে দুবো। দাদা, দাদা তুমি কুথা থিনে কি শুনে এয়ে মিচিমিচি ভয় ভাবনা করতেচো।

সনাতন। কুথা থিনে লয় ; হাকিমের প্যায়দা—তুর বৈদির জেঠাতো ভাই বিপিনের কাছ থিনে শুনে এয়েচি।

রাজা। কি, কি শুনেচো ?

সনাতন। থানার দায়ে কেতু লস্কর আমাদিগের নামে মাওলা ঠুকেছিল—শমন এইচিলো নাকি আমাদের নামে—জারিও হইচিল। মাওলার দিনে

হাজির না থাকায় এক তরফা রায় বেইরে গেচে। পুরো ফসলের দখলি সত্ব লস্কর আখুন পেইয়ে গেচে।

রাজা। ইসব জোচ্চুরী—ইসব জোচ্চুরী! আমাদিগের জমি নিলামের মত, ইও ফাঁকীবাজী। ই আমি কিছুতেই হতে দুবো নি। ফসল আমি কিছুতেই ছেদ্দিবুনি।

সনাতন। ছেদ্দিবিনে তো করবিটা কি শুনি? দাঙ্গা করে মরবি? মাওলার রায় বেইরে গেচে – ডিক্রীজারী হয়ে গেচে।

রাজা। আমি ফিরতি মাওলা করব।

সনাতন। কি করবি?

রাজা। মাওলা, মাওলা করব।

সনাতন। মাওলা করবি? মাওলা করবি?? ট্যাকা কুথায় পাবি? কে লিবে তোর মাওলা? ভাত জুটবেনি প্যাটে, মাওলা করবে। পারবি, পারবি ঐ হাঙ্গর কুমীর মানুষগুলোর সাথে গুষ্টিশুদ্ধ প্যাটে উপোষ থেকে লড়াই করতি। মাওলা করবে—মাওলা করবে। উসব মাওলা ফাওলার চিন্তা ছাড়। আমি যা বলি ভালো করে শোন। যা হবার হয়ে গেচে। ই চাষবাস আর লয়, আর ই চাষবাস লয়—অলেক শিক্ষা হয়েচে। চল ইবরে দুভাই শহরের কলে গে কাজে নাগি। হপ্তা শ্যাষে বাঁধা মুজুরী। ভাত কাপড়ের চিন্তা করতে আর হবেনে। আমার স্মুন্দি কোলকেতার এট্টা কলে কাজ করে। সি বলেচে, কাজে নাইগে দিবে। কি বলিস—যাবি?

রাজা। না! কতবার তো তুমারে বলিচি, কলের গোলামী আমি করব না—না!

সনাতন। না। তো খাবি কি? (মংগলকে কাছে টেনে নিয়ে) মংগলটাকেও উপোষ কইরে রাখবি? উয়োর কতা একবার ভেবে দেকেচিস? চেয়ে দেখ রাজা, ই এট্টা মাত্তর বংশের পিদীম আমাদিগের। ইটার ভালোমন্দ আমাদের দুজনার দেকা দরকার। হিথায় থাকলে তো না খেয়ে শুইকে মরবে।

রাজা। ভাগ্যে নিকে তো তাই হবেন।

সনাতন। সি কতা তুমি বলতি পারো কিন্তু মোড়লবাড়ীর বড় ছেলে আমি—আমি সি কতা বলতি পারিনে। মরবার কালে বাবা ই সংসারের ভার

আমার উবরেই দে গেচে। সি সংসারের এট্টা মাত্র বংশধর মংলা—তারে আমি ভাগ্যের উবরে ছেদ্দিতে পারবুনি।

বাসিনী। (মংগলকে কাছে টেনে) ই সব কথা আখুন তুমরা কি বলতি নেগেচ? ভাতটাত খাও—ম্যাজাজ শেতল কর। তবে তো এট্টা মীমাংসায় এসবে?

সনাতন। না না, আখুনি ইর এট্টা মীমাংসা হয়ে যাক। ইভাবে সনের পর সন গায়ের রক্ত জল করে চাষ করবো—আর ফি-সন ওই ঠগগুল্যান ঠইকে লিবে—তবু সি চাষের উবরে ভবসা করতি নাগবে?

বাসিনী। তা—ইকি তুমার এক কতার বেপার? ইদিক ওদিক ভালো করে দেখেশুনে ভেবেচিন্তে তবে তো এট্টা দিকে এগুতে হবে।

সনাতন। ইর ভিতরে আর সাতপাঁচ দেকা শুনা ভাবনাচিন্তার কি আচে? আমি বলতিচি ইভাবে ভাগচাষের উবরে বাঁচা যাবেনে। বাঁচতি গেলে শহরে যেতে হবে। কারখানায় কাজ করতি নাগবে।

রাজা। শহরে যেতে হবে—কলে কাজ করতি নাগবে। ঠগের ভয়ে চাষবাস ছেদ্দিয়ে কলের মজুর হতে হবে। চাষীর ব্যাটা হয়ে ই কতা বলতি তুমার নজ্জা করলনি?

সনাতন। নজ্জা কিসের! নজ্জা কিসের? চাষের কাজে আর ভাত জুটবে নি। কলে খাটলে তা জুটবে—ই কতা বলাটা নজ্জার কতা? খাটতিচিস তো জমির কাজে মুখে রক্ত তুলে, কী হচ্চে ফি-সন? কিসের তবে তোর চাষীর অভিমান? বেশ থাক তুমি তুমার চাষের মায়ানে, আমি আর ইসবের মধ্যে নি। কলের চাগরী আমি ঠিগ করেই এয়েচি।

রাজা। দাদা—!

সনাতন। লিচ্চয় যাবো—লিচ্চয় যাবো। তুমার পাগলামীর তরে এতগুল্যান নোকেরে আমি না খাইয়ে মারতে পারবুনি।

রাজা। না দাদা, না। এমন কাজ তুমি কোরোনি দাদা, এমন কাজ তুমি কোরোনি। ই গেরাম, ই চাষবাস, ই বাড়ী ঘরদোর ছেদ্দিয়ে কলের কাজ নে তুমি যেওনি দাদা—

সনাতন। তোদ্দিগের তরে আমারে যেতে নাগবে। আমি পষ্ট দেকতিচি, ই চাষবাসে তোর কিচ্চু হবে নে। উরা তোরে ফ্যানার জালে জইরে

রাখবে। ভাগচাষও তোর আর জুটবে নি। সিদিনের তরে অগ্রে থিনে আমারে ব্যাবুস্তা করতি নাগবে।

বাসিনী। কিন্তুন শ্বশুবেব ভিটে ছেইড়ে—আমার মংলারে ছেইড়ে আমি থাকবো কি করে?

সনাতন। ওরে বড়বৌ—তোব মংলার ভালোর তরেই তোরে যেতে নাগবে। ই গোঁয়ারটাতো আমার কতা মানবেনি কিন্তু তুমি জানবে বড়বৌ, ছোট তুমিও জেনে রাখ—যি চাষীর নিজের জমিন নি—চাষবাসে তার বাঁচা যায়নে—দ্যানার পাকে জইরে জইরে সে শ্যাষ হই যায়। তোমরা কি বল মংলাটাও বড় হয়ে সি দ্যানার বোঝা ঘাড়ে নিক?

[নেপথ্যে মহীনঠাকুরের গলা শোনা যায় "ছোট মোড়ল—ছোট মোড়ল বাড়ী আচ?" বলতে বলতে মহীনঠাকুর এসে ঢোকে।]

সনাতন। এসো, এসো ঠাকুর মশাই।

[পদ্ম ও বাসিনী একপাশে দাওয়ায় উঠে দাঁড়ায়। মহীনঠাকুরের পিছনে পিছনে পালান এসে ঢোকে।]

মহীন। ই কি কতা শুনি বড় মোড়ল? পালানের কাচে শোনলাম, কেতু লস্কর নাকি শমন চেপে দে মাওলা করে এক তরফা ডিক্রী নেচে?

সনাতন। ঠিকই শুনেচো।

পালান। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ইকি মানষের কাজ?

মহীন। শুন মোড়ল, পালানের কতা শুন। আরে ও লস্করটা কি এট্টা মানুষ? উতো গোটাই শয়তান। ত্যাখুনি বলেচিনু—ছোট মোড়ল, লস্করের সাথে ভাগচাষের কারবার কোরোনি—নোকটা সুবিধের লয়। গরীপের কতাটাতো মানলে নি। উসব নোক চিনতে কি বাকি আচে আমার?

সনাতন। ইটা কি বুঝে ঠাকুর। কত করে বলতিচি—উ চাষবাসে আর কাজনি, অলেক হয়েছে, অলেক সয়েচি আর লয়। চল ইবরে দুভাই শহরে কলে গে কাজ করি। খেয়ে দেয়ে বাঁচবো। তা গোঁয়ারটা কি আমার কতা মানে?

মহীন। সি কি কতা বড়মোড়ল! পাণকেষ্ট মোড়লের ব্যাটা চাষবাস ছেড়্দিয়ে কলের মজুর হবে?

রাজা। হবেনে? বাপ পিতামোর কতা ভাবে কে? নিজের প্যাট ভরলেই হয়।

মহীন। না-না বড়মোড়ল, ই পরামশ্শ তুমার ঠিক হোল নি। কেতু লস্কর ছাড়া গেরামে কি আর নোক নি,—জমিন নি, যে চাষবাস ছেদ্দিয়ে কলের কাজে নাগতে হবে? ই সনটা গেচে যাক—আগের সনটা যাতে ঠিকমত পুইযে যায়, সি মত এট্টা ভালনোকের জমিন নে নেগে যাও কাজে—কি বল পালান?

পালান। ঠিক কতা। ভালনোকের জমি নে চুইটে চাষ কর। একসনেই তু সনের ফয়দা হবে।

মহীন। হ্যাঁ! কেউ জমিন না দেয়, ঠিক আচে আমিই তুব। আমি তুমারে জমিন তুব। হালবলদ তো হয়েই গ্যাচে—বীজধানের ট্যাকাও আমি তুব। ছোটমোড়ল, ওই খালের বগলে আমার সি ঢাল জমিনটা তুমি চাষ কর। ফসলের বার আনা তুমার—চার আনা আমার।

সনাতন। ক্ষেপেচো? সি ঢাল জমিনে চাষ হয় কখুনও? ল্যাঙ্গল নে ওঠা নামা যায়? বলি বলদ তো আর মিশিল লয় যে ল্যাজে পাক দিলেই জমি চষে দিবে।

[সহসা রাজা সমস্ত হতাশা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দীপ্তকণ্ঠে বলে]

রাজা। দিবে-দিবে-দিবে। লিচ্চয়ই দিবে। ঠাকুর আপনার উ ঢাল পতিত জমিতেই আমি চাষ কবব ঠাকুর। আমি আর জোগাই মাধাই রয়েচি—গলায় রয়েচেন আমার সাক্ষাৎ বাবা পঞ্চানন্দের কবচ—আর রয়েচে আমার ই ড্যানা তুটো। আমি পিতিজ্ঞে করতিচি [সহসা মংগলকে টেনে] আমি আমার মংলারে ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করতিচি—চাষীর ব্যাটা হইতো উ জমিতেই আমি সোনা ফলাব। [মংগলকে ছেড়ে দিয়ে] আর এট্টা সন দাদা, আর এট্টা সন অপেক্ষা কর।

সনাতন। এট্টা সন?

রাজা। হ্যাঁ দাদা, আর এট্টা সন।

সনাতন। এট্টা সন?···এট্টা সন তো দূরের কতা—এট্টা দিনও আর আমি থাকবনি হিতায়।

রাজা। এট্টা দিনও থাকবেনি? কলের মজুর হবেই হবে? তো যাও। যাও, যাও, যাও—কলেই যাও! কলেই যাও! মনোবান্ছা তুমার পুণ্য কর। আমি চাষীর বেটা চাষী—মরে গেলিও আমি কলের মজুর হতে পারবোনি। (মংগলকে টেনে নেয়) না :—কিছুতেই না।

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে।]

২.

একই দৃশ্য। সকাল প্রায় দশটা।

রাজা। (নেপথ্যে) কইরে বউ তামুক দিতি যে রাত একেবারে পুইয়ে দিলি।
। কথা বলে রাজা হাসিমুখে গুন গুন করতে করতে এগিয়ে আসে। পদ্ম নিরুত্তর) হ্যাই দেকো দিকি। কুতায় গেলিরে! অ বউ !!

পদ্ম। (নেপথ্যে) নেসতেচি গো নেসতেচি। এত তাড়া কিসের ?

রাজা। তাড়া কিসের ? শোন দিকি একবার মেয়ের কতা !

[রান্নাঘরের দিক থেকে কলকে হাত দিয়ে উস্কে দিতে দিতে পদ্ম প্রবেশ করে]

পদ্ম। কতা আবার কি শুনবে ?

রাজা। তো হিতায় বসে থাকলে আমার চলবে ? কামকাজ করতি হবেনে ?

পদ্ম। কে তুমারে মানা করেচে কাম-কাজ করতি ?

রাজা। তো ?

পদ্ম। তো কি ? (হুঁকোটা এবারে রাজাকে দেয়) শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। এদ্দিন তো খেটেচ ডানোর মত—ইবার এট্টু—

রাজা। (পদ্মর সঙ্গে খুনসুটি করবার লোভে মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে) হ্যাঁরে বৌ, ই পাতঃকালে তুই আমারে ডানো বললি ?

পদ্ম। হ্যাই মা—হ্যাকো দিকি ! আমি তাই বনমু ?

রাজা। বললি—আর বনমু ! জানিস পাতঃকালে নোকেরে ডানো বললি কি হয় ?

পদ্ম। কি হয় গো ?

রাজা। যারে বলবিনে ? রোগনি ব্যামোনি অমনিতেই সি শুইকে শুইকে পেকাটির মত হয়ে যায়।

পদ্ম। (চোখে মুখে অবিশ্বাস অথচ ভয়) যা ! বলেচে তুমারে !

রাজা। হ্যাই দেকো দিকি কতা লয় নে। বেশ, বেশ, বল। ডানো বল দত্যি বল—তারপর যাখুন পেকাটির মতন শুইকে চিমসে মৈরে যাব—বুইতে পারবি।

পদ্ম। ভাল হবেনে কিন্তুন। বলিচি আমি ইসব কতা ?

রাজা। বলিস নি ?

পদ্ম। বলিচি; বেশ করিচি। পেকাটি অমনি হলেই হল ! ঘরে আমার মা নক্কীর ঘট রয়েচেন না ?

রাজা। রয়েচেন তো হয়েচেন কি ?

পদ্ম। আমি নিতিদিন তাঁর পুজো করি না ?

রাজা। উরে আমার সাবিত্তীর রে ! উয়োর পুজোর জন্যি মা নক্কী য্যান একেবারে হা করে বসে রয়েচেন।

পদ্ম। রয়েচেনই তো। আমি লিতিদিন তাঁর চরণে লিবেদন করি—

রাজা। কি লিবেদন করিস ?

পদ্ম। (হাত জোড় করে চোখ বুঁজে) মাগো ! আমার স্বোয়ামী পুত্তুর—জা ভাসুরের ভালো কর মা। ক্ষ্যাতে ফসল দাও মা, য্যান সোনার বরণ পাকাধানে উঠোন আমার হাসতি নাগে।

[রাজা প্রথমটায় কৌতুকবোধ করছিল। মুচকি মুচকি হাসছিল। আস্তে আস্তে সে গম্ভীর হয়ে যায়। সেও হাত জোড় করে চোখ বুঁজে বলে—]

রাজা। ডাক—ডাকরে ছোট, ডাক। মা নক্কীরে পেরাণ ভর ডাক। মায়ের চরণে লিবেদন কর।···সত্যি বলেচিস বউ, ই কয়মাস জমির পিছনে ডানোর মত খেটেচি। তোর পানে চেয়ে দেখিনি, ছেলেটার খোঁজখবর করিনি। পাতঃকাল থিনে সন্দ্যে অবধি শুধু জমির কতা ভেবেচি আর পানপাত করিচি। জোগাই মাধাইরে নে মহীনঠাকুরের ঢাল জমি ফাল ফাল করিচি। বুকের পাঁজরা টন টন করত, পায়ের গোছা ফেটে রক্ত য্যান বেইরে আসে তেবু থামিনি ! আর তাই দ্যাক—আজ মায়ের দয়ায় সি জমির চ্যায়রা ! লকলকে সবুজ ধানে মা য্যানো হাসতেচে। ডাক, ডাকরে ছোট, ডাক— মা নক্কীরে পেরাণ ভর ডাক, মা য্যান আমার মুখ রাখেরে।

পদ্ম। রাখবে গো রাখবে। তা আখুন তো চাষ হয়েচেন। আখুন এট্টু বিচ্ছাম নিলে হয় নে।

রাজা। নারে বউ, বিচ্ছাম লিবার টাইম আখুনও এসেনি। জমির ধান কেটে ঘরে না নেসাতক বিচ্ছাম আমার নি। দেখলি নে আগের সনে ? মুখের ফসল ঘরে উঠতে না উঠতেই মহাজনের ঘরে চলে গেল। চাষ উঠবেন—জমির ফসল ঘরে উঠবেন, ত্যাখুন বিচ্ছাম লিব। ত্যাখুন রাতদিন ঘরে শুয়ে পড়ে থাকবো। ত্যাখুন য্যানো আবার বলিস

নি—অ গো ! রাতদিন ঘরে শুয়ে বসে না থেকে এ্যাকটুক বাইরে যাও না গো !

পদ্ম। হুঁ ! ঘরে থাকবার মনিষ্যিই তুমি। কেবলতো বাইরের টান।

রাজা ! এঁ্যা ! সিকিরে ! ঘরে আমার এমুন পরীর মত পরিবার থাকতি বাইরের টান হবে ক্যানে রে !

পদ্ম। উঃ ! পরী না ছাই ! চ্যাং শুটকী।

রাজা। (হাসতে হাসতে) চ্যাং শুটকী ! কতাটা খুব মনে ধরেচে দেকতিচি ? (হুঁকো থেকে কলকে খুলে নিয়ে হুঁকোটা ঝুলিয়ে রাখে দাওয়ার খুঁটিতে) বুইলি ছোট, ফসল উঠলি তোতে আমাতে ইবরে একদিন সদরে যাব।

পদ্ম। সদরে ! ক্যানে, সদরে যাবো ক্যানে, মাওলা করতি ?

রাজা। হ্যাত্যোস ! মাওলা করতি কিবে মেয়ে ছেলে নে ? সওদা করতি। কি কি কিনা হবে জানিস ?

পদ্ম। কি গো ?

রাজা। তোর তবে এট্টা লাল পাটের শাড়ি আর এট্টা লাল পাথর বসান টিকুলি।

পদ্ম। আহা টিকুলি পড়বার বয়স আচে আমাব ?

রাজা। না, য্যান কত বুড়ী !

পদ্ম। বুড়ি লয় ? এক ব্যাটার মা—

রাজা। মাত্তর ! একগণ্ডা ব্যাটাবেটির মা হ অগ্রে !

পদ্ম। যাও—

[পদ্ম লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিল। রাজা হাসতে হাসতে ডাকে।]

রাজা। আরে শোন, শোন—আর নজ্জা করতে হবে নে। আর বলবুনি—হোল তো ? ইবরে বল তুই কি লিবি ?

পদ্ম। (ঘুরে রাজার কাছে এসে) কিসের ?

রাজা। বারে এই যে বলনু নি—চাষ উঠলি তোতে আমাতে সদরে যাব একদিন কিনাকাটা করতি।

পদ্ম। ও !

রাজা। বল কি লিবি তুই ?

পদ্ম। লিব ? লিব—লিব—টক ঢালবার এট্টা কোলাই বাটি গো।

রাজা। হ্যাত্যোস। এট্টা ভালমন্দ জিনিসের নাম করবিতো। আর কি লিবি?

পদ্ম। আর, আর কি লিব? দূর ছাই মনে পড়চেনি;—তুমি বলে দাও নাগো।

রাজা। হাই ঢ্যাকো! তুই লিবি, তুই-ই তো বলবি।

পদ্ম। আর কি লিব? হাই মনে এয়েচে গো। আর এট্টা নাটিম লিব গো।

রাজা। (সবিস্ময়ে) নাটিম! দূর চ্যাংশুটকী, ই-বয়সে তুই নাটিম দে কি করবি?

পদ্ম। আহা! আমার তরে বলতিচি তাই? মংলার তরে গো। সিদনে শুকদেবের ব্যাটার হাতে এট্টা নাটিম দেকে বায়না ধরেচিল। চাষ উঠলি দুব বলেছিনু।

রাজা। দুব, দুব। চাষ উঠলি এট্টা ক্যান, দশটা দুব রে.। গেরামের সেরা চাষ হয়েচেন ইবরে আমার জমিতে। চাষ উঠলি রাজা মোড়ল ইবরে কার তোক্কা রাখে রে! হ্যাঁ! ইকি দাদার কলের চাগরী, যে হপ্তা শ্যাষে বাঁধা মজুরী? এক আধ ট্যাকা বাড়তি খচ্চা করবার জো নি! ই চাষের কাজ, বুইলি। ফসল উঠলি চাষীর ম্যাজাজ কত? দুব, দুব লিঘ্যাত দুব।·· জানিস বউ ই দাদার কতা উঠলি মনটা এমুন খারাপ নাগে দেশ গেরাম ছেদ্দিয়ে, আমাদের ছেদ্দিয়ে চলে গেল পরের গোলামী করতি।

পদ্ম। সত্যি। আমারও মনটা এত খারাপ নাগে।

রাজা। আসলে দাদার কোনকালেই ই চাষের কাজে মন ছিল নি। খালি চাগরী চাগরী বাই; আবার আমারেও নাগাতে চেয়েছিল ই কলের কাজে। উ আমি মরে গেলেও করতি পারবুনি।

পদ্ম। আমারও ইটা ভাল নাগে নে।

রাজা। কী?

পদ্ম। ঐ যা বললে।

রাজা। পরের গোলামী করতি তো? (পদ্ম হেসে মাথা নেড়ে সায় দেয়) লাগবে নাই তো! তুই যে আমার সাচ্চি ইস্ত্রি গো!

পদ্ম। সাচ্চি কি গো?

রাজা। হ্যাই হ্যাকো! তুই কী রে? এট্টা বে-অলা মেয়েমানুষ তুই সাত্থি স্ত্রীনোক কারে বলে জানিস না? যে ইস্ত্রি সোয়ামীর ছায়ার মতন— মানে স্বোয়ামীর সব কতা শুনে; স্বোয়ামী য্যামুন ধ্যামুন বলে, সি ও ত্যামুন ত্যামুন করে; স্বোয়ামী কি সব জিনিস পছন্দ করে নে, সি ও সি সব জিনিস পছন্দ করেনে; আবার স্বোয়ামী যা ভালবাসে—সি ও তাই ভালবাসে। স্বোয়ামী যদি তেঁতুলের ঝোল ভালবাসে, সিও তেঁতুলের ঝোল ভালবাসবে; স্বোয়ামী ধর, পোস্ত দে উচ্ছের চচ্চড়ি খেতি ভাল-বাসে, সি ও তাই বাসবে। তারে বলে সাত্থি ইস্ত্রি বুইলি। তুই যে আমার সি সাত্থি ইস্ত্রী। সি জন্থিই তো আমার পরের গোলামী করতি ভালো নাগেনে—তোরও ভাল নাগেনে।

পদ্ম। (হাসতে হাসতে সায় দিয়ে) তা সিদনে যে বললে বড় কত্তারে এসবার তরে পত্তর দিবে—দাওনি?

রাজা। দিইচি।

পদ্ম। এসবে নি?

রাজা। এসবে, এসবে। নিকিচি দেকে যাও দাদা একবার এসে তুমার সি ঢাল জমিতে কি রকম সবুজ ধানের সমুদ্দুর খেইলে দিইচি। কিরকম ফসল ফইলেচি একবার দেকে যাও। আর কিছুর তরে না আসুক চাষ দেকবার তরে লিঘ্যাত এসবে।

পদ্ম। এসলে কিন্তুন বড় ভাল নাগে। মংলাটাতো রাতদিন জেটাই জেটাই করতেচে।

রাজা। করবে নে? দাদা বৈদিরে ও কম ভালবাসতো?···আচ্ছা পদ্ম! দাদা যদি মংলারে শহরে নে নেতে চায়?

পদ্ম। ক্যানে?

রাজা। সি যে গত সনে যাবার কালে বলে গিসলো মনে নি? যদি আখুন আবার বলে, মংলারে আমার ঠেঁ নেযাব, উকে লেখাপড়া শেখাব। জমির কাজে উকে লাগান চলবে নি, ত্যাখুন?

পদ্ম। ঈশ! আমি দিলে তো! চাষীর ব্যাটা চাষী হবে নে, জমিন জিরেৎ দেকবে নে—ই এট্টা কতা নাকি?

রাজা। এ্যাই-এ্যাই! এই জন্থিই তোরে আমি এত পিরীত করি।

পদ্ম। (লজ্জা পেয়ে) ধুৎ!

রাজা। "চাষীর ব্যাটা চাষী হবে নে. জমিন জিরেৎ দেকবে নেই এট্টা কতা নাকি?" তুই আমার মুনের কতা এমুন বুইতে পারিস। জানিস ছোট! আমার এই ছোট্ট বুকটার মধ্যে কি সাধ হয়? সাধ হয়, আমার নিজের এট্টু জমিন হবেন। তাথিনে আমাদিগের সমবচ্ছরের খোরাক উঠবে। সিথায় আমি পাতঃকাল থিনে সন্ধ্যে অবধি ডানোর মত খাটবো। সারাদিন খেটেখুটে সন্দেকালে ডাওয়ায় এসে বসর। তুই পান তামাক নেসে ডাড়াবি। তামাক টানতি টানতি তুরে আর মংলারে নে গালগল্প করব। এমনি করে সনের পর সন যাবে—তারপর একদিন মংলা বড় হবে। মংলার বে দিয়ে ঘরে বৌ আনব। মংলা ধানপান দেকবে, মংলার বৌ দেকবে ঘরগেরস্থালী, আর তুই আর আমি তুই বুড়োবুড়ি ডাওয়ায় বসে বসে শুধু ওদিগেরে তাইকে তাইকে দেকবো দেকবো আর দেকবো।

পদ্ম। আর বোলনিগো আর, বোলনি। খুশীতে আমার বুকের মধ্যিটায় কেমুন য্যান করতেচে।···তা হ্যাঁগো! ইবরেও তো সি পরের জমি। পরের ট্যাকায় জোগাই মাধাইরে কিনেচো; বীজধানও পরের ট্যাকায়···

রাজা। হ্যাঁ—তো কি?

পদ্ম। ই কজ্জের জন্যিই তো ফি-সনের ফসল চলে যাচ্চেন মহাজনের ঘরে।

রাজা। আরে সি গুলান মহাজন লয়রে, মহাজন লয়—সি গুলান ঠগ। জোচ্চোর। আমার হক্যের দবিয ঠইকে নে গেচে।

পদ্ম। তা ইও সি ত্যামুন করবে নি তার বিশ্বাস?

রাজা। কে? মহীন ঠাকুর? নারে না, মহীন ঠাকুর সিরকম মনিষ্যিই লয়। তারপর গেরামের দশটা নোকের উপস্থিতে নেকাপড়া হয়েচেন, দশটা সই সাবুদ হয়েচেন—ইবরে একেবারে পাকাপোক্ত ব্যাবুস্থা। ইবরে আর চালাকি চল্লবেনে।

(উঠে দাঁড়ায়। পা বাড়ায়)

পদ্ম। উঠলে যে। চল্লে কুথায় আবার আখুন?

রাজা। একবার জমিটা দেকে আসি।

পদ্ম। ভালো এক লিশা হয়েচে তুমার।

রাজা। লিশাই বটে। জানিস ছোট, জমির আলে দৈইড়ে থাকি। বাতাসে ধানের ডগায় ঢেউ ওঠে সিদিকপানে চেয়ে চেয়ে আমার বুকের ভিতরেও

য্যান কিসের এট্টা ঢেউ খেলে যায়। সি যে কি সুখ কি আনন্দ—ঘরে বসে তুই তা বুঝবি নে পদ্ম···মংলার, বুইলি ছোট, মংলার পানে চেয়ে তুর য্যামুন আনন্দ হয় ঠিক ত্যামুন।

[রাজা বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে "যোবরাজ" "যোবরাজ" ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে সনাতন। সনাতনের পরনে খাকী ফুলপ্যাণ্ট, খাকী সার্ট পায়ে চটি হাতে চটের থলি। পদ্ম ঘোমটা টেনে একপাশে সরে দাঁড়ায়]

রাজা। (আবেগে আহ্লাদে সনাতনকে জড়িয়ে ধরে) দাদা···। দাদা···। দাদা···!

সনাতন! আরে ছাড়, ছাড়রে পাগলা—ছাড়। ভাল আছিস তো? মংলা কোথায়?

রাজা। দাঁড়াও দাঁড়াও, অগ্রে তুমারে এট্টা গড় করি।

[রাজাকে বুকে তুলে নেয়। পদ্ম ইতিমধ্যে পাশে এসে পড়ে। রাজার পরে সে গলবস্ত্রে প্রনাম করে উঠে দাঁড়ায়]

সনাতন। আরে হয়েচে হয়েচে। ভাল আছ তো ছোট বৌ? (পদ্ম ঘাড় নাড়ে)

রাজা। জল গামছা দে যা ক্যানে পদ্ম। হাতে পায়ে জল দে শেতল হয়ে বস। এতটা পথ বাসে এয়েচো।

সনাতন! ওরে না রে না, হাতে পায়ে জল দিতে হবে নে। মংলাটা কোথায় গেল রে!

রাজা। তুমি বস। আমি দেখতিচি। মংলা···!

সনাতন। থাক থাক; আসবে আখুন। তোকে আর যেতে হবে নে। তুই হিতা আমার কাছে এসে বোস।···বাস থিনে নেবেই তোর সি ঢাল জমিনের চাষ দেখতি গেছিনু রে।

রাজা। গেছলে? কেমন দেখলে আমার চাষ?

সনাতন। হ্যাঁ হিম্মৎ তোর আছে রে। সি মরা ঢাল জমিন সি য্যান আজ পেরাণ পেয়েচে। নক্কী য্যান হাসতেচে। সত্যি তুই তাজ্জব বাইনে দিইচিস আমাকে।

রাজা। কেমন বলেচিনু না···আমি আর জোগাই-মাধাই রয়েচি, গলায় রয়েচেন সাক্ষাৎ বাবা পঞ্চানন্দের কবচ আর রয়েচে আমার এই ড্যানাদুটো উ পতিত জমিতেই আমি সোনা ফলাব। ফইলেচি তো? পিতিজ্ঞে রেকেচি কিনা কও?···আমি কিন্তুন দাদা তুমারে আর কলে যেতে দুবুনি।

সনাতন! আচ্ছা সে হবেখন। কিন্তু হ্যাঁরে···

রাজা। হাই মরেচে, এতক্ষণ তো খেয়াল করি নি। দাদা গো!

সনাতন। কি রে?

রাজা। অ—দ্দা!!

সনাতন। কি হোলরে? হাঁ করে কি দেখছিস?

রাজা। বুইলে দাদা, তুমি যে একখান পোশাক পড়েচ না য্যান গোটাই সাহেব! মাতায় এট্টা টুপী নাগালেই ব্যাস একেবারে হ্যাট ম্যাট গ্যাট সাহেব।

[হাসতে থাকে। সনাতনও হাসে]

সনাতন। হাঃ হাঃ হাঃ। সাহেব কিরে! মিশিলে এই পোশাক সবাই পরে কাজ করতে বেশ সুবিধে নাগে। নে এট্টা সিগারেট খা।

[সিগারেটের বাক্স বের করে ধরে]

রাজা। সিরেট! দাদা তোমার সি বিড়ি, নাল সুতোর?

সনাতন। বিড়ি ছেদ্দিচি। নে, ধরা··· (লাইটার জ্বালে)

রাজা। উরেপ বায়ু! আবার ফসকলও কিনেচ! ই যন্তোর আমার ভাল লাগে নে দাদা। বড্ড জোরে জ্বলে—মুখে আতাশ নাগে।

[সনাতন লাইটার রাজার মুখের কাছে ধরে। রাজা মুখটা পিছনে সরিয়ে নেয়]

সনাতন। (হাসতে হাসতে) নারে না, তাপ নাগবে নে।

রাজা। কি বললে? কি নাগবে নে?

সনাতন। তাপ, তাপ। (রাজা হেসে ওঠে) কি হোলরে এত হাসির কি হোল এতে?

রাজা। বুইলে দাদা, ই এক সনের ভিত্‌রেই তুমার খোল নলচে সব পাল্টে গেচে গো। সি আট হাত ধুতী নি, গামছা ফতুয়া নি, বিড়ি ছেড়ে সিরেট ধরেচ—আবার আতাশকে বলতেচো-কি য্যান বললে দা?

সনাতন। তাপ, তাপ, (হাসতে হাসতে রাজার সিগেরেট ধরিয়ে দেয়) হয়রে হয়, অমন হয়। যিথায় যেমন সিথায় তেমন। শহরে গে শহরের মতন না হলি নোকে যে চাষা বলবে।

রাজা। উঁ, বললে তো কি? চাষাকে চাষা বলবে নে তো কি নাটসাহেব বলবে? ইতে আমাদিগের অপমানটা কুতায়?

সনাতন। তোকে বোঝানো যাবে নারে পাগলা।

রাজা। মরুকগে তুমার সি ওলাউঠার শহর। বৈদির সম্বাদ বল ভালো আচে তো?

সনাতন। আচে কোন গতিক।

রাজা। নেসলে না ক্যানে তারে সাথে করে?

সনাতন। আরে আমারই কি এসবার কিছু ঠিক ছিল? কলের কাজে আমার ফোরম্যান সাহেব এয়েচে চকমানিকে। তারে ধরে কয়ে তার সাথে চলে এয়েচি তোর চাষ দেকতি।

[নেপথ্যে মংলার চিৎকার। তার মাথায় পুরোনো টোকা]

মংগল। জ্যেটা! জ্যেটা! (প্রবেশ করে)

সনাতন। (মংগলকে জড়িয়ে ধরে আদর করে) যোবরাজ—!

মংগল। জ্যেটাই—জ্যেটাই এসে নি?

সনাতন। না মানিক।

মংগল। ক্যানে ক্যানে নেসো নি?

সনাতন। আনব। পরের বারে নেসবো।

মংগল। আমি যাব জ্যেটাইএর কাচে।

সনাতন। যাবে বৈকি, লিচ্চয় যাবে।

রাজা। এই শয়তান, জ্যেটারে গড় কর।

[মংগল প্রণাম করতে যায়। সনাতন বুকে জড়িয়ে ধরে]

সনাতন। থাক, থাক, আর গড় করতে হবে নে।

[চটের ঝোলা থেকে একটা রবারের বল বার করে দেয় এই নাও।

মংগল। বাবু, ই দেকো, বল। অ মা, দেকো দেকো জ্যেটা আমার জন্যে কি এনেচে··· (ভিতর দিকে যাচ্ছিল)

সনাতন। শোন মানিক, (একটা নতুন শাড়ি থলি থেকে বার করে) ই শাড়ীটা নে যাও। তোমার মাকে দাও—বোলো যে, জেটাই দেচে!

[মংগল বল ও শাড়ি নিয়ে 'মা' 'মা' ডাকতে ডাকতে চলে যায়]

রাজা। দাদা, ই-সব আবার সাতপাঁচ কিনা কাটা···

সনাতন। উ কতা ছাড়। মহীন ঠাকুরের সাথে ভাল করে নেকাপড়া করে নিয়েচিস তো?

রাজা। হু। আর কি ন্যাড়া বেলতলায় যায়? ইবরে একেবারে পাকাপোক্ত বন্দেজ।

সনাতন। দেখিস, এত খেটে, এত পরিচ্ছম করে শ্যাষকালে আবার য্যান ফাঁকে না পড়িস।

রাজা। না, না, ইবরে আর কোন শালা বেকুব বানাতে পারবে নে।

সনাতন। কি জানিস রাজা, ঘা খেয়ে খেয়ে এমন পেত্যয় হয়ে গেচে। জীবনভরই তো দ্যাখলাম ঐ এক চিত্তির। সমবচ্ছর ধরে পেরাণ পাত কবে খেটেখুটে জমি চাষ করলাম, ফসল ফলালাম—আর চাষ উঠলি দ্যাখলাম জোতদারের ভাগ, মহাজনের দ্যানা, হাল বলদের ট্যাকা, বীজ-ধানের দাম, ইর উবরে মোটা রকমের সুদ। ইসব দে থুয়ে আমাদিগের ঘরে তিন মাসের অধিক খোরাকির ধান উঠলো নি। অবিশ্যি নিজের যদি জমিন থাকে সি কতা আলাদা। নিভ্যাবনা। খাটখোট চাষ কর—খাও দাও সুখে ঘর গেরস্থালি কর। তা তো নয়, ই তোর পরের জমিনে ভাগে চাষ। ইর থিনে মাস মাইনের কলের কাজ অনেক ভাল।

বাজা। উ সব কতা ছেদ্দ্যাও দাদা। কইরে বউ, দাদারে মুড়িটুড়ি কিচু দিলি নি?

সনাতন। না না, মুড়িটুড়ি কিছু দিতি হবে নে। চকমানিকের বাজারে বাস প্রায় একঘণ্টা বাঁধে। সিখান থিনেই চা ফা খেয়ে এয়েচি।

বাজা। তালে তুমি এট্টু বস কি পাড়ায় টাডায় ঘুরে এসো। আমি জালটা নে খাল থিনে গোটা কত মাছ টাছ ধরে নেসি।

সনাতন। নারে ভাই, থাকা তো চলবে নে। সাডে দশটার ফিরতি বাসেই চলে যেতে নাগবে।

রাজা। সি কি কতা?

সনাতন। হ্যাঁরে, সাহেবের কাছ থিনে একঘণ্টা ছুটি নে এয়েচি। আজই বৈকেলে সাহেবের সঙ্গে ফিরে যেতে নাগবে।

রাজা। হ্যাঁ, যেতে অমনি দিলেই হল। একসন বাদে ঘরে এসে বাসিমুখে গেলেই হল? যেতে হয় চারডি খেয়েদেয়ে সি বৈকালের বাসে যাবে আখুন। অ পদ্ম…

সনাতন। দূর পাগলা। তাই কখুনও হয়? চাগরী চলে যাবে যে শ্যাষে।

রাজা। ই তুমার কেমনধারা চাগরী। একবেলা বিচ্ছাম লিবার জো নি। ঝাড়ু মারি অমন চাগরীর কপালে। (নেপথ্যে ব্রজর গলা—"রাজা" বলতে

বলতে প্রবেশ করে) হাই দ্যাকো বেরজো, কে এয়েচে ! আমার দাদা এয়েচেন গো বেরজো।

ব্রজ। সি কতা শুনেই তো এনু গো। রাশুতোষ বললে, সোঁনাতনদা এয়েচে। আমি বলি তাই নাকি ? তো যাই একসন বাদে নোকটা এয়েচেন— একবার গড়টা করে আসি (সনাতনকে প্রণাম করে)

সনাতন। আরে হয়েছে হয়েছে। ভাল আছিস তো ব্রজ ?

ব্রজ। হাই মরেচে ! ও সোনাতনদা তুমি যে শুরুদ্দ ভাষায় কতা বার্ত্তা বলতে নেগেচ। (রাজা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে)

রাজা। তবে আর বলতিচি কি ! দাদা আমার গোটাই পাল্টে গেচে। দ্যাখনা দ্যাখ জামা পেন্টুন পড়েচে। মুখে শুরুদ্দ কতা, বিড়ি ছেদ্দিয়ে সিরেট ধরেচে। সি সিরেট আবার ধরায় কিসে জানিস ? সি যে গো— সি ফসকল।

ব্রজ। সিই তোর খচ আর অমনি ফস ? জ্বলে উঠলেন ? (সকলে হেসে উঠল) বার কর দিনি সোনাতনদা তুমার সি ফসকল আর এট্টা সিরেট এট্টু টেনে নিই তো তুমার গে ভালমন্দ লিশা করার বয়স, কি বল ? (সনাতন সিগারেট লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়) আঃ ভারী সোঁদর •বাস তো। তা কদ্দিন থাকা হবেন সোনাতনদা ?

সনাতন। না রে ভাই, থাকা তো চলবে নি। সাড়ে দশটার ফিরতি বাসেই যেতে নাগবে।

ব্রজ। হাই দেকো। সি কি কতা ?

রাজা। বল দিকি, বল দিকি বেরজো, একসন বাদে এয়ে বাসি মুখে না খেয়ে চলে যাবে ! বলে, না গেলে হবে নে—চাগরী থাকবে নে।

ব্রজ। হ্যাত্তোস। ইকি চাগরীরে বাবা। গেরামের দশটা নোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হোলনি, দুটো কোতাবার্তা হোল নি···

সনাতন। কি করব রে ভাই, কলের সাহেবের সাতে এয়েচি, সময়মত না গেলে কি চলে ?

ব্রজ। চলে নে য্যাখুন যাও। আবার কবে এসবে। ধান কাটার সময় এসবে তো ?

সনাতন। দেকি কি করি···

ব্রজ। চলে তো যাচ্ছ, ক্ষ্যাতে গেসলে? দেকেচো জমির চ্যায়রা? ভাই তুমার মহীন ঠাকুরের সি ঢাল জমিতে কি জব্বর চাষ করেচে। গত দশসন ইদিকে একজনের ক্ষ্যাতে এমন ফসল হয়নে। বাহাদুর ছেলে বটে তুমার ভাই—আর সি জোগাই-মাধাই। বলেচিলে না, বলদ তো আর মিশিল লয়। ই তুমার মিশিলকেও হার মাইনে দেচে গো। ন্যাঙ্গল কাঁধে নে সি কি ফোঁস ফোঁস! য্যান সাক্ষাৎ মা মনসার চ্যালা। আর অমনি ঢাল জমি ফাল ফাল। দেকেচো জোগাই-মাধাইরে?

[নেপথ্যে অদূরে বাসের হর্নের আওয়াজ]

রাজা। হাই দ্যাকো, বাস এসে পড়েছে যে দাদা।

সনাতন। এ্যাঁ! ডাক ডাক ছোট বৌরে ডাক। মংলাটা কোথায় গেল আবার? (পদ্ম ঘর থেকে বেরিয়ে আসে) আমি এখন যাচ্ছি ছোটবৌ। থাকার তো উপায়নি ফসল উঠলি মংলারে নে যেও একবার তোমার দিদির ঠেঁ। (পদ্ম গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে) হয়েচে হয়েচে। সুখে থাক। মংলাটা কোথায় গেল আবার? দ্যাখনারে রাজা, বাসটা আবার বেইরে না যায়।

[রাজা বেরিয়ে যায়। মংগল ছুটে এসে সনাতনকে জড়িয়ে ধরে]

মংগল। তুমি যেতে পারবে নি জ্যেটা। আমি তুমায় যেতে দুবুনি।

সনাতন। আজ যাই মানিক। ধানকাটা হয়ে গেলে তোমার মারে নে জ্যেটাইয়ের কাচে যাবে কেমন? নক্ষী মানিক আমার।

[বাস থামার আওয়াজ। রাজা এসে ঢোকে]

রাজা। এসো গো দাদা বাস এয়ে পড়েচে।

সনাতন। চলি ছোট বৌ। মংলারে নে সাবধানে থেক। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা।

[মংগলের হাত ধরে সনাতন বেরিয়ে যায়। পেছনে রাজা ও ব্রজ। নেপথ্যে বাসযাত্রীর আওয়াজ। পদ্ম হাতজোর করে অতুচ্চকণ্ঠে বলে "দুগ্‌গা-দুগ্‌গা।" বাস ছাড়ার আওয়াজ। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে মহীনঠাকুর।]

মহীন। (নেপথ্যে) রাজা—রাজা মোড়ল বাড়ী আচ? (প্রবেশ করে) রাজা ঘরে আচে তো? (পদ্ম সকুণ্ঠিতভাবে ঘাড় নাড়ে) ডাক তারে এট্টু। (রাজা ও ব্রজ ঐ সময়ে ফিরে আসে)

রাজা। হাই দ্যাকো, ঠাকুর যে! (পদ্ম ঘরের দিকে চলে যায়) এসেন এসেন, বসেন বসেন। আর এট্টু আগে এলেনি? এলে দেকাতাম।

মহীন। কী?

রাজা। আমার দাদা এইচিল গো। এট্টু আগে—একেবারে খাকীর প্যাণ্টুল জামা পরে সাহেব বনে।

মহীন। বটে!

ব্রজ। হাঁগো, এই মাত্তর তো তারে বাসে তুলে দে এনু।

মহীন। তা আমাদিগের সাতে দেকা সাক্ষাৎ না করেই চলে গেল?

রাজা। কলের চাগরী তো, ছুটি মিলে নি, শুধু আমার চাষ দেকতি এইচিল

মহীন। অ। তা যাকগে শোন, যে জন্তে এয়েচি, বেরজো তুমিও রয়েচ—ভালই হয়েচেন, তুমিও শোন।

[এই সময় পদ্ম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রাজাকে ইশারায় ডাকে

রাজা। এট্টু বসেন ঠাকুর। আমি ভিতর থিনে আখুনি এসতেচি।

[রাজা ঘরের ভিতর চলে যায়]

ব্রজ। বসেন বসেন ঠাকুরমশাই, বসেন। (মহীনঠাকুর দাওয়ায় বসে)

মহীন। বসতিচি বসতিচি। অত ব্যাস্ত হবার কিছু নি। তা তোমার খপর কি বেরজো? ই হাটে তোমার পাটের দর বাজার সুবিধেই গেলেন।

ব্রজ। তা তো গেলেন। কিন্তুন ক' কাটাই বা জমিন আমার আর ক' মনই বা পাট ওঠেন।

মহীন। তা ট্যাকা পয়সা গুল্যান নয় ছয় না করে জমিন জিরেৎ এক আধ বিঘে বাইরে নাওনা।

ব্রজ। তুমি তো ই কতা বলবেই ঠাকুর। বলতে গেলে ট্যাকার উবরেই শুয়ে রয়েচ তুমি। আমাদিগের অবস্থা তুমি কি জান? বলে নয়-ছয়! হাতে মাকতে গালে ওঠে না—বলে নয়-ছয়।

মহীন। আরে ই-কতা কি মহীনঠাকুর সাধে বলে? রাখহরি, ঐযেগো মণিলালের বেটা, সিদনে আমার ঠেঁ কেঁদেকেটে পড়লে বিশটা ট্যাকার তরে। তা দিলাম তারে ট্যাকা। পরের দিন হাটে গে দেকি—

[রাজা সহাস্তে প্রবেশ করে]

রাজা। শোনেন ক্যানে ঠাকুরমশাই আমার পরিবারের কতা। আমারে ডেকে বললে, আপনারে দেকে নাকি সি বেজায় ভয় পেয়েচে। বুকের মদ্ধিটায় ঢিপ ঢিপ করতেচে। শোনেন কতা একবার।...বলেন ইবরে ঠাকুর আপনার সি কতাটা।

মহীন। উ। হুঁ·· কতাটা হচ্চেন গে তুমার ট্যাকা কজ্জ নিবার বেপারে।

রাজা। (মুখ শুকিয়ে যায়) কি কতা ?

মহীন। আমার ট্যাকাগুল্যান ইবরে শুইধে ফেল রাজা। আর তো দেরি করা যাবেনে—। (সবিস্ময়ে রাজা ও ব্রজ পরস্পর তাকায়)

রাজা। কি বোলতেচেন ঠাকুর ! ধান আখুনও কাট্টা হয় নে—

মহীন। তোমার কজ্জের বহর বড্ড বেশি। অথচ আসল তো দূরির কতা, এক কিস্তি সুদও তুমি দাখিল করলে নি।

রাজা। ঠাকুর, ঠাকুর আমার অবস্থার কথা অবগত হয়েও আপনি ইসব কতা বলতেচো ?

মহীন। ক্যানে অন্যায় বলতিচি ?

রাজা। না, অন্যায় ক্যানে বলবে—সি-কতা লয়। নিজেরই তো চলেনে। যে ভাবে ই এট্টা সন গেল ! কিস্তির সুদ দিই কি করে।

মহীন। তা বললে তো আমার চলবে নে। আমারেও তো ছেলেপুলে নে ঘর সংসার চালাতি হয়। সুদে আসলে তোমার খ্যানাটা কতয় গে দেঁইড়েছে তার হিসাব কিচু রেখেচ ? তোমার বলদ কিনবার ট্যাকা, বীজ ধানের দাম বাবদ ট্যাকা, ইর সাতে সুদ—সব মিইলে-জুইরে কতয় গে দাঁড়ায় জানো ?

রাজা। তা সি যাই হোক না ক্যানে—সি ট্যাকা তো শুধতেই লাগবে।

মহীন। মুস্কিল হচ্ছে গে রাজা, শুধতে নাগবে বললে তো চলবে নে। আখুনি শুইধে ফেলতি হবে যে—

রাজা। (সবিস্ময়ে) কিন্তুন ঠাকুর ধান না উঠলি ট্যাকা শোধ দুব কি করে !

মহীন। অ। ধান না উঠলি ট্যাকা শোধ দেওয়া যাবেনে—ইটাই তা'লে তোমার শ্যাষ কতা। কি বল ?

রাজা। আচ্ছা, ক্যানে যে আপনি ঠাকুরমশাই এমনধারা কতাবার্ত্তা বলতে নেগেচেন আমি কিচুই বুইতে পারতিচি নে। আপনার সঙ্গে তো আমার সেইমত নেখনও হয়েচেন যে ক্ষ্যাতের ফসল উঠলি ট্যাকা শুইধে দুব। আর তো মাত্তর কটা দিন। ই-কটা দিন সবুর করেন ঠাকুরমশাই, তারপর তো ক্ষ্যাতের ফসল গোলায় উঠবেন।

মহীন। হ্যাঁ, ক্ষ্যাতের ফসল গোলায় উঠবেন ঠিকই, তবে তোমার নয়—আমার গোলায়।

রাজা। (বিস্ফারিত চোখে) কি! কি বললেন?

মহীন। বললাম—তোমার হাওলাতের ট্যাকা আদায় না দেওয়ায়—উ ঢাল জমিনের গোটা ফসল আমার গোলায় উঠবেন।

রাজা। (ক্রোধে বিস্ময়ে ফেটে পরে) শুনতিচিস—শুনতিচিস বেরজো?

ব্রজ। কি সব বলতে নেগেচেন ঠাকুরমশাই?

মহীন। হক্ কতাই বলতিচি।

রাজা। এই তোমার হক কতা? এই তোমার ভালমানষিতা? তুমিও তবে ঐ ঠগ-গুল্যানের দলে?

মহীন। চুপ কর—চুপ কর। আর বক্তিমে করতি নাগবে নে। এই আমি শ্যাষ কতা বলে রাখতিচি, আমার কাছ থিনে যি ট্যাকা হাওলাত নেচ—সি ট্যাকা শোধ না দেওয়ায়, উ জমিনের গোটা ফসলটাই আমার গোলায় উঠবেন। উতে কাস্তে নাইগেচ কি ফৌজদারীতে পড়েচ।

রাজা। বটে! আমার ক্ষ্যাতের ফসলে আমি কাস্তে নাগালি ফৌজদারীতে পড়বো ইটা কি তুমার মগের মুল্লুক পেয়েচ?

মহীন। মাওলা সাইজে আদালত থিনে য্যাখুন ডিক্রীজারি করে আনব ত্যাখুন বুইতে পারবি মগের মুল্লুক পেয়েচি কিনা।

রাজা। দ্যাখ দ্যাখ বেরজো! ই সিই নোকটা—ই সিই মহাজন নোকটা—যার পেরানে মায়াডয়া আচে। তোরে অগ্রে আমি বলেচিলাম আর দ্যাখ আজ তার চ্যায়রা। ইবরে বুইতে পেরেচি, ক্যানে তুমি সিদনে হালবলদ কিনবার ট্যাকা আর ঢাল জমিনের বন্দোবস্ত কদ্দেচেলে? আমারে দে উ পতিত জমিন ফইলে নিবার তরে। কিন্তু শুনে রাখ ঠাকুর, আমিও রাজা মণ্ডল, ইবরে আমিও ছেদ্দেবুনি। মাওলা আমিও কত্তি জানি। দলিল দস্তাবেজ করে ট্যাকা নিচি সিটা ভুলে যেও নি।

মহীন। উরেপ বাপ্পু! আবার দলিল দেকান হচ্চে? দলিল দেকাচ্চে! পড় দিকি দলিলে কি নেকা আচে? (দলিল বার করে) পড় দিকি কি কড়ারে তুই রাজী হইচিলি উ ঢাল জমিন চাষ করতি?

রাজা। পড় দিকি বেরজো।

মহীন। ক্যানে বেরজো ক্যানে তুইই পড়। প্যাটে বোমা মারলি তো এট্টা আখুরও বেরুবে নি—দলিল দেকান হচ্চে। পর দিকি বেরজো দলিলে কি নেকা আচে, কি কড়ারে উ আমার ঢাল জমিন চাষ কত্তি রাজী হইচিল পরে শুইনে দাও দিকি।

[ব্রজর হাতে দলিল দেয়। ব্রজ একটু ভেবে নিয়ে রাজার দিকে তাকায়। রাজার ইঙ্গিতে পড়তে শুরু করে]

ব্রজ। এতদ্বারা পূর্ব্বের হাওলাত কবলা নাকচ করিয়া দিয়া আমি ছিরি রাজকুমার মণ্ডল—পিতা মৃত প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল, সাকিন কালিকাপুর, অদ্য ৮ই চৈত্র সন ১৩৩০ এই নতুন হাওলাৎ কবলা করিতেছি যে জোতদার ছিরি মহীন ঠাকুরের নিকট হইতে নিখন লিখিত সরতে রাজী হইয়া একজোড়া হালবলদ কিনা ও বীজধান বাবদ পাঁচশত ট্যাকা শতকরা পাঁচ ট্যাকা সুদে ধার লইতেছি যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে হাওলাতী ট্যাকার অন্ততঃ এক চতুর্থ্যাংশ অর্থাৎ একশত পঁচিশ ট্যাকা সুদসহ পরিশোধ করিবই।

রাজা। একি! এ কার নেকন? ইসব কার নেকন? ই সব মিছা কতা, আমার নেকনে ইসব নেকা ছেল নি।

মহীন। নেকা ছেল নি? নেকা ছেল নি তো কি আমি নিকিচি? পড বেরজো।

ব্রজ। বাকী ট্যাকা ধান তোলা হইলে শোধ করিব। যদি উল্লেখিত সময়ে উক্ত ট্যাকা পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আমার হালবলদ এবং তাহার যে জমিতে আমি বারো আনা-চার আনা অংশ হিসাবে ভাগে চাষ করিব তাহার সমুদয় ফসলসহ সেই জমি মহীনঠাকুরের অধিকারে যাইবে।

রাজা। থাম, থাম বেরজো।

মহীন। থামবে ক্যানে? দলিল দেকাচ্চিলি না। পড়ে যাও বেরজো।

ব্রজ। ইহাতেও যদি দ্যানা শোধ না হয় তাহা হইলে আমার বাস্তভিটা তিন বৎসরের জন্য মহীন ঠাকুরের নিকট বন্ধক থাকিবে। যদি তিন বৎসরের মধ্যে ফসলের দরুন উসুল ট্যাকা বাদে বাকী ট্যাকা শোধ করিতে না পারি তবে তিন বৎসর বাদে ঐ বাস্তও মহীন ঠাকুরের অধিকারে যাইবে।

রাজা। (চিৎকারে ফেটে পরে) মিছা কতা—ই সব মিছা কতা। আমি কি পাগল হয়ে গেছি যে এমন দলিল করব? আমার এমন দলিল নেকা হয়নে—ই আমার সি দলিল লয়।

মহীন। টিপ সইয়ের নীচুতে কার নামটা নেখা রয়েচে তোমার দোস্তরে পইড়ে শুইনে দাও।

ব্রজ। ছিরি রাজকুমার মণ্ডল।

মহীন। সাক্ষী সাবুদ পাঁচ সাত জনার নাম নেকা রয়েচেন কিনা সিটাও বল।

ব্রজ। তাতো রয়েচেন…

মহীন। তবে তুমিই বল বেরজো, ই দলিল খাঁটি না জাল।

রাজা। জাল, জাল, জাল—একশোবার জাল, হাজার বার জাল, নককোবার জাল। আমি নেকাপড়া জানিনে। যা পড়ে আমাকে শুইনেছিলে তাতেই বিশ্বাস করে টিপছাপ দেচিনু, আর সাক্ষী তুমি ট্যাকা দে কিনেচো। না, না, ই জাল দলিল আমি মানবু নি। আমার রক্তে চষা জমির ফসল আমি মরে গেলেও দুবু নি। উ জমিতে যে শালা যাবে চৌকি দে তারে এফোঁড় ওফোঁড় কদ্দেব।

মহীন। শুনলে, শুনলে বেরজো—তোমার দোস্তর, দোস্তর কতাটা শুনলে? মাতা গরম কোরনি মোড়ল, মাতা গরম কোরনি—উতে খুব সুবিধে তোমার হবেনি। দলিলে যেমন নেকা রয়েচেন তেমনই আমারে করতি নাগবে। মাতা ঠাণ্ডা করে আমি যা বলি শুন…

রাজা। কিচ্ছু শুনবো নি। উ পতিত ঢাল জমিতে আমি সোনা ফইলেচি, দলিলে যাই নেকা থাক ক্যানে, প্যারাণ থাকতি আমার ভাগের এক ডানা ফসল আমি ছাড়বুনি।

মহীন। ভাল। তবে তাই হবেন। ফসলের সাতে পেরাণডারেও তবে দিও। সিটাকে সুদের সুদ বলে নিকে রাখব আখুন।

[মহীন ঠাকুর বেরুতে যাচ্ছিল। ব্রজ এসে বাধা দেয়]

ব্রজ। হাই দেকো। আপনি যে চললে ঠাকুর। বসেন বসেন। উ এট্টা মুরুখ্যু নোক, কি বলতি গে কি বলে ফেলেচে। এলেমদার নোক আপনি, রাগ করলে চলে? এট্টা ব্যবুস্থা কদ্দে যান। আপনার মত নোক তো আর সত্যিই উকে পথে বোস কদ্দিতি পারে নে। যাহোক এট্টা মীমাংসা।

মহীন। ইর ভিতরে আর মীমাংসার কি আচেন? ট্যাকা কজ্জ নেচে দলিলের কড়ার মত ব্যাবুস্থা হবেন। ব্যাস ফুইরে গেল।

ব্রজ। সি তো খাঁটি কতা। কিন্তুন ঠাকুর ক্ষ্যামা ঘেন্না না করলি গরীব নোকটা যে ব্যাটা বৌ নে পথে-ডাড়ায়, না খেয়ে মরে।

মহীন। ক্যানে, মরবে ক্যানে? বাস্তর জন্যি সময় দুব একমাস যদি ফসলে ত্যানা শোধ না হয়। সিথায় ব্যাটা বৌ নে থাকবে—ভাতেরও অভাব হবে নে যদি আমার ক্ষ্যাত-মজুর হয়ে থাকে।

রাজা। কি বললে! কি বললে? তুমার মত শয়তান শ্যালের ক্ষ্যাতমজুর হয়ে থাকবো?

মহীন। ইঃ—মুরোদ নি কানাকড়ি তার ম্যাজাজ কত! যাঃ দুবুনি; দুবুনি। সাতদিনের বেশী একদিনও আর সময় দুবুনি। সাত দিনের ভিতরেই আমার বাস্তু ছেদ্দিয়ে আগাড়ে ভাগাড়ে যিথ্যা ইচ্ছা চলে যা।

রাজা। ছাড়বু নি বাস্তু; যাবু নি কুথায়ও—যা পার কর গে।

মহীন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করবো। নোক দে য্যাখুন ব্যাটা বউরে ঘর থিনে ঘাড় ধরে বার করে দুব—

[রাজা সগর্জ্জনে মহীন ঠাকুরকে আঘাত করতে যায়। ব্রজ ওকে আটকায়। পদ্ম দরজায় হতভম্ব]

রাজা। এই শালা শুয়োরের বাচ্চা কি বললি?

ব্রজ। এই রাজা কি করতিচিস? কি পাগলামী করতিচিস? ঠাকুর আপনি বাড়ী যান তো বাড়ী যান।

মহীন। যাচ্চি, যাচ্চি···কিন্তুন তুমার দোস্তরে বলে দি'ও বেরজো, সাত দিনের ভিত্‌রে আমার ই-বাস্তু না ছেদ্দিলে শ্যাল-কুকুরের মত লাতি মেরে তাড়াব। (বেরিয়ে যায়)

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষ্যামতা থাকে করিস। শালা ঠগ, জোচ্চোর···বেইমান।

ব্রজ। আচ্ছা ই তুই কি করলি রাজা বলতো? মহীন ঠাকুররে ই ভাবে হেনস্তা করলি? উ ইর পর আর তোরে ছেদ্দেবে? এট্টু বুইঝে সুইঝে কুথায়—কতা শুন রাজা, কতা শুন, ম্যাজাজ ঠাণ্ডা কর।

রাজা। ম্যাজাজ ঠাণ্ডা করবো। জাল দলিল নিকে আমার নক্কী, আমার সোনার ফসল কেড়ে লিতে চায়, আমার জেগোই-মাধাই রে চায়, আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটে··· (কান্নায় রাজার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে)

ব্রজ। চল, চল, ডাওয়ায় গে বসবি চল।

রাজা। বেরজো উ ফসল আমার মংলার মতন; বেরজো, উ ফসল আমার মংলার মতন—শয়তান শ্যাল ইবরেও থাবা বাইরে শ্যাষ কদ্দেলে।

ব্রজ। রাজা শোন শোন, ইভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে নে। এট্টা কিছু ব্যাবুস্থা তো করতি নাগবে। একবার চলতো মামুদ মিঞার কাচে। সিওতো একজন জোতদার—দেখি কি বলে? কতায় বলে—যাতখুন শ্বাস, ত্যাতখুন আশ।

রাজা। না—আর আমার আশা নি বেরজো। আমি পষ্ট বুইতে পেরেচি, ইবরে সব শ্যাষ। বেরজো উরা যে ডাকাতে নোক—ট্যাকা দে মানুষ কিনবে; আইন-কানুন ধম্ম অধম্ম সব কিনবে।

ব্রজ। তেবু একবার—

রাজা। না বেরজো, না—আমার পা চলচে নি। আমি আখুন চলতে পারবু-নি। পিথ্যীমি আমার টলতেচে। হা ভগবান…

ব্রজ। আচ্ছা, থাক থাক। আমি দেকতিচি। বৈদি এট্টু ইদিকে এসো তো। ওরে এট্টু সামাল দাও। আমি একবার মহীন ঠাকুরের কাচারী থিনে ঘুরে এসতেচি। (রাজাকে) রাজা, তুই আখুনি এত ঘাবড়াস নে। বুইলি আখুনি এত ঘাবড়াস নি। আমি এসতেচি, আমি এসতেচি।

[ব্রজ বেরিয়ে গেল। পদ্ম রাজার কাছে এগিয়ে আসে। রাজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল। পদ্ম এসে রাজার মাথায় হাত রাখতেই রাজা পদ্মর দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেই রাজা ফুঁপিয়ে ওঠে।]

—পর্দা—

৩.

[সেই একই দৃশ্যপট। দুপুরবেলা। কঠিন নিস্তব্ধতা চারিদিকে, শূণ্যতারই প্রতীক যেন। মাঝে মাঝে কাকের ডাক। দূরে যেন কে কোথায় গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। পদ্ম ঘরের দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মুখ বিবর্ণ। ঘর্মাক্ত রাজা ধীর পায়ে প্রবেশ করে। সে ক্লান্ত, শ্রান্ত। গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে পদ্মর দিকে না তাকিয়ে বলে—]

রাজা। এক গিলেস জল দে। (পদ্ম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় তারপর ঘরের দিকে যেতেই) তোকে জল চাইনু যে!

পদ্ম। নেসতেচি। সি ঘরে

রাজা। সি ঘরে! গলা শুইকে মরে যাই—আমার চিতের দিস জল।
(পদ্ম জল এনে দেয়। রাজা জল পানান্তে) তামুক দে এট্টুন।
পদ্ম। তামুক তো নি।
রাজা। পাতা আচে?
পদ্ম। উঁহু।
রাজা। রাব্?
পদ্ম। (সভয়ে) তাও নিই
রাজা। (রাগে দুঃখে নিজেকে সামলাতে পারে না) নিই—নিই—নিই—কিচ্ছু নিই। অনক্ষীর সংসারে যা চাইবে তাই নিই। তবে এগুলান রেকেচিস ক্যানে? এগুল্যান রেকেচিস ক্যানে?
[কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বারান্দা থেকে তামাকের মালসা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে উঠানে। হুঁকো আছাড় দিয়ে ভাঙ্গে। তারপর নিজের গালে চড় মারতে মারতে—]
মর্ মর্ মর্ ক্যানে।
[পদ্ম জোর করে রাজার হাত চেপে ধরে ওকে নিবৃত্ত করে]
পদ্ম। ই কি হোতেচে! ই কি পাগলামী! ভর সন্ধ্যেবেলায় ই সব তুমি কি শুরু কদ্দেলে? ওঠ তো, ওঠ—ডাওয়ায় উঠে বস। সারাদিন চান নি খাওয়া নি, কুথায় ছেলে সারাদিন? আমি ইদিকে ভয়ে মরি! চুপ করে বস। খাবার জল খাও এট্টুন। নেসতেচি।
[পদ্ম জল এনে দেয়। রাজা ঘটি থেকে জল খেয়ে ধীরে ধীরে বলে]
রাজা। আমার মাথার কিছু ঠিক নি রে বউ। আজ সাতদিন ধরে দলিলের সাক্ষীদের কাছে ঘুরতি ঘুরতি, ভাবনা চিন্তা করতি করতি, আমি পাগল হয়ে গেচি।
পদ্ম। অত ভাবতে হয় নে। আখুন এট্টু থির হয়ে বস তো।
রাজা। থির আমি কি করে হব ছোট? ট্যাকা দে দলিলের সব সাক্ষীসাবুদ মহীনঠাকুর কিনে নেচে। সাক্ষীরা কেউ সত্যি কতা বললে নি—কেউ বললে নি, সি দলিল জাল!
পদ্ম। উসব কতা আখুন থাক। অগ্রে হাতে পায়ে জল দিয়ে এসো দিকি। দুটো মুখে দে সেতল হও অগ্রে।
রাজা। মুখে দুবো? চাল আবার আজ পেলি কুথা থিনে?

পদ্ম। জগাড় করিচি ?

রাজা। (সরোষে) আবার তুই চাল ভিক্ষে নিচিস্ ?

পদ্ম। কি করি কও, মংলাটার জন্যেও তো —

রাজা। (কথা কেড়ে নিয়ে) ভিক্ষের চালে কদিন বাঁচাবি মংলারে ? (গলা ধরে আসে) উ ভিক্ষের চাল আমার গলা দে নামবে নি ছোট।

পদ্ম। কিন্তুন—

রাজা। উ ভাতের গরাস আমি মুখে তুলতে পারবু নি। গায়ের রক্ত জল করে যি ভাতের ব্যাবুস্থা আমি করনু—জল, ঝড়, রোদ, খরা দে ভগমান আমারে তা থিনে বঞ্চিত করলো নি, বঞ্চিত করলে কতগুলান শ্যালকুকুর। জমির বুকে আমার থৈ থৈ করতেচে সোনার মত পাকা ধান—আর তুই আমার মুখে তুলে দিতি চাস ভিক্ষে করা চালের ভাত ?

[কান্নায় বাকরোধ হয়ে আসে।]

পদ্ম। চেরদিন কি আর এমন যাবে, ভগমান আবার দিন দিবে।

রাজা। কিন্তু মহীন ঠাকুর আর দিন দিবে নি। বেরজর কতায় মাত্তর পনের দিন সময় দেচে। আজই তার শ্যাষ দিন। কাল পাতঃকালেই বাস্তু ছেদ্দিতে হবে···মংলার হাত ধরে কুতায় গে ডাঁড়াব !

পদ্ম। থির হও ! থির হও ! এট্টু থির হও ! হ্যাগো আমার এট্টা কতা লিবে, দেকো না আর একসন যদি মামুদ মিঞার জমিতে···

রাজা। না, না, আর লয় বউ—আর আমি পারবুনি। শিড়ডাঁড়া আমার ভেঙ্গে গেচে। ভাগচাষ আর আমি করতে পারবু নি।

পদ্ম। কিন্তু কিছু তো এট্টা করতি নাগবে।

রাজা। কি বললি ?

পদ্ম। এট্টা কিছু কামকাজ করতি তো নাগবে। বাঁচতি তো হবে।

রাজা। হ্যাঁ বাঁচতি নাগবে—বাঁচতি হবে। মিলে গেচে পদ্ম। হদিশ মিলে গেচে। (উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখ)

পদ্ম। কিসের হদিশ মিলেচে ?

রাজা। (গলায় উত্তেজনা) বাঁচার। বাঁচার হদিশ মিলে গেচে। আমরা দাদার ঠেঁ শহরে চলে যাবো। আমি কলে কাজ করব।

পদ্ম। (অবিশ্বাস্য গলায়) কি বলতেচো ?

রাজা। ঠিক বলতেচি—লিঘ্যাত যাব—কলেই যাব।

পদ্ম। না! না, না, তার চেয়ে তুমি পরের জমিনে ক্ষ্যাত মজুরের কাজ কর সিও অনেক ভালো তবুই পরের গোলামী তুমি কোরনি।

রাজা। ক্ষ্যাতমজুরী করাটা পরের গোলামী লয়? আর সি ছাড়া—

পদ্ম। কিন্তু এই দ্যাশ গেরাম ছেড়ে—

রাজা। কি থাকল তোর আখুন ই দ্যাশ গেরামে? জমিন নি, জিরেৎ নি—চাদ্দিকে ঠগ জোচ্চরের দল। ভিটে মাটিটুকু পয্যন্ত ঠইকে নেচে। কিসের টান তবে দ্যাশের উবরে? কিসের টান তবে গেরামের উবরে? না বউ, চাষীর অভিমান আর আমি করব নি। চাষীর ছেলে সোনাতন মোড়ল তো অগ্রেই কলের কাজ নে মজুর বনেচে—রাজা মোড়লও ইবরে সি পথ ধরবে। আমাদিগেরে বাঁচতি নাগবে। জিনিসপত্তর বাঁধ পদ্ম। আজই সাতটার বাসে দাদার ঠেঁ চলে যাবো।

পদ্ম। আজই?

রাজা। হ্যাঁ, আজই। কাল পাতঃকালে নইলে মহীন ঠাকুর নোকজন নে আসবে আমাদিগেরে উইঠে দিতি—সি হবেন নি। আজই এট্টু বাদে আমাদিগেরে চলে যেতে নাগবে। (একটু থেমে) তুই একটা কাজ করতো, কাঁসার থালা তুখানা আর ঘটিটা এনে দে, বেচে দে আসি—(পদ্ম রাজার মুখের দিকে তাকায়) কিছু ট্যাকাকড়ি পথ খরচা নাগবে তো!

[পদ্ম বিষন্ন হয়ে ঘরে চলে যায়। মঙ্গল দাওয়ায় এসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন রাজা তার অচেনা।]

রাজা। মংলা, ইদিকে আয়। (মঙ্গল দাওয়া থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে) আমার কাচে আয়। (মঙ্গল তবু নড়ে না) প্যাটভরে খেয়েচিস?—তোর জেটাইয়ের কাচে যাবি মংলা?

[এবারে মংগল খুশী হয়ে রাজার কাছে আসে।]

মংগল। যাবো বাবু, যাবো। কবে যাবে?

রাজা। আজই।

মংগল। আজই যাবে! কি মজা! বাবু, বাসগাড়ী কখুন আসবে?

রাজা। এই খানিকবাদে—সাতটার সময়।

মংগল। আর কে যাবে বাবু? মা যাবে নে?

রাজা। সবাই যাবো। আমি, তোমার মা—তুমি।

মংগল। উঃ! আমার কি মজা নাগতেচে—

[সে আর দাঁড়ায় না। আনন্দে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়।]

রাজা। মংগল, শোন। (মংগল ফিরে আসে) আখুন' আর বাইরে যায় নে। ঘরে গে খেলগে যা।

[মংগল গাড়ী চালাবার আওয়াজ করতে করতে ঘরের ভিতর চলে যায়। রান্নাঘরের দিক থেকে পদ্ম বেরিয়ে আসে। তার হাতে দুটি কাঁসার থালা। রাজার হাতে তুলে দেয়। ঘটির জলটা ফেলে দিয়ে সেটাও রাজাকে দেয়।]

দুঃখ করিস না পদ্ম। আবার আমি থালা ঘটি কেনব, আবার আমি— (বাইরে ব্রজ ডাকে "রাজা এইচিস? রাজা") বেরজো এয়েচে। তুই যা ইবরে জিনিসপত্তর গুলান খর খব বোঁচকা-টোচকা করে নিগে যা—

[পদ্ম ঘরের দিকে যায় ব্রজর প্রবেশ।]

ব্রজ। রাজা—

রাজা। আয়, আয় বেরজো।

ব্রজ। মহীন ঠাকুরকে এত করে বললাম—কিছুতেই—

রাজা। বেরজো, আর কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে নে—সব ঠিক হয়ে গেচে।

ব্রজ। কি বলতিচিস, কি ঠিক হয়ে গেচে?

রাজা। বেরজো, আমি থির করে ফেলিচি হিতায় আমি আর থাকবু নি। দাদার ঠেঙ্গে চলে যাবো, কলে কাজ করব।

ব্রজ। রাজা! ইসব তুই কি বলতিচিস?

রাজা। ঠিক বলতিচি। লিঘ্যাত যাবো। আজই যাবো।

ব্রজ। রাজা, তুইও শ্যাষকালে কলের কাজে নাগবি?

রাজা। নাগবো নাতো করব কি? বেটা বউরে না খেদ্দিতে পারলি মানষে বাঁচে? বেরজো—তুই আমারে তো জানিস কোনদিকে কূলকিনারা না পেয়ে আমি ইটাই ঠিক করিচি, ই ছাড়া আমাব আর কোন উপায় নি। যাক ভাই, আমার একটা কাজ তোমারে আখুনি কদ্দিতে হবে। শহরে যেতে কিছু খচ্চাপত্তর নাগবে, এই থালাদুখান আর ঘটিটা বেচে দে আমারে যা পার ট্যাকা এনে দাও। বেশি সময় নি। সাতটার বাসে যেতে নাগবে। নালে কাল পাতঃকালে মহীনঠাকুর নোক নে আসবে আমাদিগেরে উইঠে দিতি, সি হবেনি। তুমি যাও ভাই, এ কাজটা আমার কদ্দ্যাও।

ব্রজ। যাচ্ছি, যাচ্ছি।

রাজা। শুধু এট্টা কতা শহরের কলে কাজ করতি যেতেচি ই কতা আখুন কাউকে বোলো নি। পরে বলবে, দাদার কাচে বেড়াতে গেচি। যাও দাদা আর ডেরী কোর নি।

[ব্রজ কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। পদ্ম ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার ওপর কতগুলো পুরোন কাঁথা, কাপড়, গামছা, হ্যারিক্যান, তোরঙ্গ ইত্যাদি ঘর সংসারের জিনিসপত্র রাখে।]

পদ্ম। এ গুলান তুমি বেঁধে ছেঁদে দাও।

রাজা। (ঐ সব বাঁধা ছাঁদা করতে করতে) শহরে যাচ্চি, কলে কাজ করবার তরে ই কতা যাবার কালে কেউ শুধুলে তারে বলা চলবে নি। সবাইরে বলব দাদার কাচে যাচ্চি, বেড়াতে।

পদ্ম। বেরজো ঠাকুরপোরে ?

রাজা। বেরজোর কতা আলাদা, উকে তো সব বলেই ফেলিচি। থালা ঘটি বেচতে তো উকেই দিলাম, উর কতা আলাদা।

পদ্ম। হ্যাগো। বড় কত্তার ঠেঙ্গে গেলেই কাজটি মিলবে তো ?

রাজা। মিলবে, মিলবে। দাদা বলে গেচে আমি গেলেই কলের কাজে নাইগে দেবে। কলের কাজে—

পদ্ম। (কথা কেরে নিয়ে) কলে খাটলে কতগুলান ট্যাকা পাবে তুমি ?

রাজা। দাদা পায় তিনকুড়ি পনের ট্যাকা। আমারে কিছু কম দিবে।

পদ্ম। ক্যানে তোমারে কম দিবে ক্যানে ?

রাজা। কম দিবে নি ? আমি যে লতুন নোক। অগ্রে কাজ কারবার শিখতে নাগবে, তবে তো মজুরী বাড়বে। দেকিস, ইবরে শহরে গে তোরে ক্যামুন সাজাই। ই নাল পাটের শাড়ী, সবুজ রঙের বেলাউজ।

পদ্ম। যাও, তুমার কেবল ইয়ে (দুজনেই ম্লান হাসে। ব্রজ এসে ঢোকে।)

ব্রজ। রাজা ! (পদ্ম ঘরের মধ্যে চলে যায়।)

রাজা। আয় বেরজো !

ব্রজ। এই নে (টাকা দেয়)

রাজা। থালা ঘটি ?

ব্রজ। উ তুই রেখে দে, ট্যাকা আমি ব্যাবুস্থা করে নে এয়েচি।

রাজা। বেরজো তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু। তোরে—

[ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মংগল বলে]

মংগল। ও বাবু, বোঝাটা বড্ড ভারী। নে যেতে পারছি না।

রাজা। হাই দেকো শয়তানের কম্ম। তোকে নেসতে হবে নে। এট্টু বস বেরজো—মালপত্তর গুলানের ব্যাবুস্থা করে আসি। (মংগলের হাত থেকে বোঁচকাটা নিয়ে আসে) ছেলেটা উর জেট্যাইয়ের কাচে যাবার তরে পা যেন বাইরে রয়েচে।

ব্রজ। তা তো হবেই। বৈদি যে উকে বেজায় ভালবাসত। নিজের তো এট্টা হোল নি। ইবরে মংলারে পেয়ে বাঁচবে। বাঁচবি তোরা সবাই, মরণ হবে আমারই।

রাজা। ই কতা বলতেচিস ক্যানে বেরজো?

ব্রজ। ক্যানে? তুই চললি, যোবরাজ চলল—ইতে কি আমার খুব আনন্দ হবে?

রাজা। বেরজো ইতে কি আমারই খুব আনন্দ হচ্চেন? ই গেরাম—ই চাষবাস···কিন্তু আমার বাঁচার ই-ছাড়া আর যে কোন পথ নি। তবু বলতেচি বেরজো, যিথাই যাই না ক্যানে—যি কোন কাজই করি না ক্যানে, তোর এ ছেনোভালবাসার কতা আমার চেরকাল মনে থাকবো। আমিও তোরে ভুলে যাবো নি—তুইও আমাদিগেরে ভুলে যাস নি ভাই···। (বলতে বলতে গলা ধরে আসে।)

ব্রজ। (বাধা দিয়ে) দে দে, মালপত্তর কি আচে দে দেকি—বেঁধেছেঁদে দিই।

রাজা। কি আর আচেরে দাদা। ই—ইতো দুটো বোঁচকা। ব্যস চুকে গেলেন তুমার মালের হিসেব।

ব্রজ। ইবরে চাগরী করে করবি মালপত্তর।

রাজা। না না, উসব হ্যান ত্যান সাত পাঁচ খরচপত্তর করা চলবে নি।

ব্রজ। সোনাতনদার মতন ফস্‌কল কিনবি না এট্টা? বিড়ি ছেদ্দিয়ে সিরেট ধরবি নে?

রাজা। আরে, না রে না—উধার দে আমি ঘেঁসবো নি।

ব্রজ। দেকিস ক্যানে মাসটাক না যেতেই তুইও তার মতন খাকীর পা প্যান—ফিতে জুতো পড়ে সাহেব বনে যাবি।

রাজা। রাজাসাহেব বল (হাল্কাসুরে হাসে দুজনে)···ও ছোট আর ডেরী করিস নে—ইবরে এট্টু টক্‌টক্ করে নেরে! কটা বাজল বল দিনি দাদা?

ব্রজ। তা তুমার সাতটা বাজতে আর অধিক ডেরী নি রাজা।

রাজা। গ্যাকো দিকি! ও পদ্ম হোল নি তোর? আর ই মেয়েছেলে লিয়ে কুতাও যাওয়া এক ঝকমারী। ঘরে সেঁদুলে বেরুবার নাম চচ্চা নি।

ব্রজ। তা হয়,—তা হয়। মেয়েছেলের অমন এট্টু ডেরী হয়। তুমি তো হুকুম করেই খালাস। উদিগের সাতপাঁচ গোজগাছ করতি টাইন এট্টু নাগে।

রাজা। হায়রে হায়—কত আমার মালপত্তর যে তার তবে হিম্‌সিম্ লেগে গেল। ওরে ও মংলা! সি শয়তানটা আবার কুতায় গেল? হেই মংলা!

মংগল। (ঘরের ভিতর থেকে) এসতেচি—

রাজা। এসতেচি—যেমুন মা তার তেমুন ছা (ব্রজ হেসে 'ওঠে) এট্টা কাজ করতি কত সময় নাগে তোদিগের?

[মংগল বেরিয়ে আসে—তার পরনে নতুন প্যান্ট সার্ট]

ব্রজ। আরে ব্বাস! ইয়ে রাজার বেটা খাঁটি যোবরাজ!

রাজা। যা দেকি, রাস্তায় গে ডাঁডা। বাস গাড়ীর হরেন শুনলি ডাকবি।

[মংগল মুখে গাড়ির হর্ন বাজাতে বাজাতে ছুটে বাইরের দিকে চলে যায়।]

ব্রজ। ইবরে মংলারে সোনাতনদা লিঘ্যাত ইস্কুলে ঢুইকে দেবে।

রাজা। তা এট্টু নেকাপড়া শেখা ভাল। ই ধর আমি যদি নেকাপড়া জানতাম—পারতো—পারতো মহীনঠাকুর জাল দলিল খাঁড়া করতি?

ব্রজ। সি তো খাঁটি কতা। তাই পারে কখুনও।

[দূরে হর্নের আওয়াজ। মংগল ছুটে আসে।]

মংগল। বাস এসতেচে বাবু—বাস এসতেছে। (ছুটে বেরিয়ে যায়।)

রাজা। অ পদ্ম। তোর আখুনও হোল নি? বাস যে বেইরে যায়।—অ পদ্ম···(আরো কাছে হর্নের আওয়াজ। মংগলের প্রবেশ)

মংগল। ঐ হরেন বাজতেচে—অমা এসবে নি?

[পদ্ম ঘর থেকে দাওয়ায় আসে। দোরগোড়ায় প্রণাম করে। মংগল ছুটে বেরিয়ে যায়। পদ্ম তুলসীতলায় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে।]

রাজা। ওরে বাগ্নুরে বাপুরে বাপু! হিতায় গড়,—হোতায় গড়— বাস বেইরে গেলে করিসখন গড় রাতদিন বসে। (পদ্ম রাজার দিকে এবারে এগিয়ে আসে) চল্ চল্ আর ডেরী লয়। এসো বেরজো। (বাইরে যাওয়ার পথে এগোয়।)

ব্রজ। সিথায় যেয়েই এট্টা পত্তর দিবি রাজা।

রাজা। ডুবো-ডুবো। (আবার হনের আওয়াজ) চল, আয় না ছোট।

[প্রায় বাইরের পথে এসেছে—এমন সময় ডাকপিওন কালীকেষ্টর প্রবেশ।]

কালী। রাজা—রাজা!

রাজা। কালীদা—কি সম্বাদ ?

কালী। ইকি তুমরা সব চলেচ কুতায় ?

রাজা। শহরে দাদার ঠেঁ বেড়াতে। বাস কতদূর বেরজো ?

কালী। তাই বাসেই যাবে নাকি ?

রাজা। এ্যাঁ—হ্যাঁ! আয় না রে পদ্ম।

কালী। তুমার যে এট্টা পত্তর ছিল রাজা।

রাজা। পত্তর। আমার ?

কালী। হ্যাঁ। (পোস্টকার্ড বের করে) সকালে দে যেতে পারিনি—এবলা ইপথে যাচ্চিলাম, ভাবলাম দেকে যাই আচ কিনা, তা নে যাও পত্তরখানা।

রাজা। দাও, দাও। (হর্নের আওয়াজ) আঃ গাড়ি বুঝি এয়ে পড়েচেন (কালী চিঠি দেয়) পড় দিকিনি বেরজো। তাড়ার কালে য্যাতো ঝামেলি। (ব্রজকে চিঠি দেয়।)

কালী। দাদার কাচে থাকবে কদ্দিন—ধান তোলবার সময় হোল যে।

রাজা। এ্যাঁ—হ্যাঁ! হ্যাঁ! ফেরবো ফেরবো। পড় বেরজো।

কালী। এসি তবে রাজা।

রাজা। এসো। (কালী চলে যায়। বাসের আওয়াজ নিকটবর্তী হয়) এয়ে পড়েচে—অ পদ্ম! পড় বেরজো কে নিকেচে।

ব্রজ। সোনাতন দা—

রাজা। দাদা! কি নিকেচে পড় পড় পড়—

ব্রজ। (চিঠি পড়তে থাকে) সেনে—সেনে হের রাজা। আশা করি ছিরি ভগমানের কিরপায় কুশলে আচ। এট্টা দুঃ—দুঃ সমবাদ জানাইতেছি যে

[বাসের আওয়াজ আরও নিকটবর্তী। মংগল ছুটে আসে।]

মংগল। বাবুগো শিগ্‌গীর এসো। বাস এয়ে পড়েচে।

[মংগল আবার ছুটে বেরিয়ে যায়]

রাজা। পড় বেরজো…জানাইতেচি যে—

ব্রজ। (আবার চিঠি পড়ে) আজ তিন দিন হইল আমাদের কারখানায়

আটাশজন লোক ছাঁটাই হইয়াছে। আমিও ছাঁটাই-এর মধ্যে পড়িয়াছি—আমার চাকরীটি নাই—(মংগলের প্রবেশ।)

মংগল। বাবুগো শিগ্‌গীর এসো, বাস এয়ে পড়েচে—(মংগলের প্রস্থান)

ব্রজ। (চিঠি পড়ে) ভাবিয়াছিলাম ভাগচাষে বাঁচা যাইবে না, কারখানায় খাটিলে বাঁচিতে পারিব কিন্তু সে ভুল আমার ভাঙ্গিয়া গেল। (বাস এসে থেমে যায়। রাজা নির্বাক।)

ব্রজ। একদিন তুমি জোতদার কেতু লস্করের বিরুদ্ধে মাওলা লড়িতে চাহিয়াছিলে, আমি বাধা দিয়া বলিয়াছিলাম, ঐ হাঙর কুমীর মানুষগুলোর সহিত প্যাটে উপোস থাকিয়া লড়িয়া টিকিতে পারিবে না। কিন্তু আখুন দেখিয়া শুনিয়া লিঘ্যাত বুঝিতেচি—লড়াই করিয়াই আমাদিগের বাঁচিতে হইবে। না হইলে মরিতে হইবে। আর মরিতেই যদি হয় তো লড়াই করিয়াই মরিব। জাতচাষী আমরা—জমির জন্যই মরিব। (বাসের হর্নের আওয়াজ। যাত্রীদের কলরব।) আসিবার কালে তুমার ক্ষ্যাতের ধানের বাহার দেখিয়া আসিয়াছি। ধান কাটারও সময় হইয়া আসিল। তাই আর কাল বিলম্ব না করিয়া আগামীকাল তুমার বৈদিকে লইয়া দেশের বাড়ীতে তুমার কাছে যাইতেছি। ইতি—

[ব্রজ আর পড়তে পারে না। রাজার হাতে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে সরে দাঁড়ায় একপাশে। রাজা শক্ত পাথরের মত নিথর—পদ্মও পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে শক্ত হয়ে। মংগল ছুটে আসে।]

মংগল। বাস এয়ে পড়েচেন বাবু। চল, যাবেনে—যাবেনে ? অ-মা চল—চল না (বাস ছেড়ে চলে যায়) বাস ছেড়ে চলে গেল বাবু। ক্যানে গেলে নে, ক্যানে গেলে নে···ক্যানে—ক্যানে—ক্যানে –

[রাজাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। রাজা জিনিষপত্র ধরা হাতে মংগলের মাথায় মুখ ঘসতে ঘসতে কান্নামাখা গলায় বলে ওঠে]

রাজা। ইবরে আমরা কোন পথে যাবো পদ্ম ? ইবরে আমরা তবে ক্যামুন করে বাঁচবো রে—ইবরে আমরা ক্যামুন করে বাঁচব—

[ছবির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম। রাজার সংলাপাংশের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ অত:পর ॥

[পর্দা সরে যায়। মহীনঠাকুর ব্যতীত অন্যান্য শিল্পীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাল। শিল্পীবৃন্দের সারি থেকে ব্রজ বেরিয়ে এগিয়ে এল একেবারে মঞ্চের

সামনে। পেছনের সারিতে শিল্পীরা তখন অন্ধকারে। শুধুমাত্র ব্রজর মুখে আলো এসে পড়ল। ব্রজ হাতজোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে।]

ব্রজ। ইবরে আমরা কোন পথে যাবো, ক্যামুন করে বাঁচব—বলেন তো বাবুরা? যি জমিতে লাঙল নাইগে পাথরের মত শক্ত মাটি ফাল ফাল করলাম, রোদ-জল-ঝড় গেরাহ্যি না করে সিথায় সোনার সমুদ্দুর ছিষ্টি করলাম, ফসল ফলালাম—সি জমিন আমার লয়! সি ফসল আমার লয়! তবে কার? কার?? কার সি সব? বাবুরা, ই শহরের নোক আপনারা—আপনাদিগের অলেক কাজ—আপনাদিগের লিজেদেরই কত সমিস্যে রয়েচেন, তেবু আজ আপনাদিগের ঠেঁ এয়েচি বাবু এট্টা দাবী নে। আমাদিগের মত পড়ে পড়ে মার খাওয়া গেঁইয়া চাষীগুলানের কতা আপনারা সবাই এট্টু ভাবেন—আর ভেবে গ্যাকেন যে "ন্যাঙল যার জমি তার" ইটাই হওয়া উচিত কিনা। ইটাই আমাদিগের বাঁচবার একমাত্র পথ কিনা। পেন্নাম—পেন্নাম বাবুরা।

[শেষবারের মত পর্দা পড়ে]

র হ স্য না ট ক

পিপাসা

★ ★ ★

নীলোৎপল দে

চ রি ত্র লি পি

....

সুরজিৎ সিনহা, শৈবাল, অবিন্দম, রতন, ঝড়ু, গণেশ, বিমান ঘোষাল, ইনঃ চৌধুরী, মিঃ দেব, মিঃ সজল, মিঃ রয়, মিঃ মণ্টুবাবু, মিঃ ক্ষিতীশ, কেষ্ট, বনানী সিনহা, চন্দনা, সীতা।

প্রথম পর্ব্ব ঃ প্রথম অংশ

[সুরজিত সিনহার ড্রয়িং রুম। সুসজ্জিত। মাঝখান দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। বাঁদিকে বাইরের দরজা। ডানপাশের কোণাকুণি সামনের দিকে সোফাসেট সাজানো। বাঁদিকে সামনাসামনি একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। উপরে ফাইলপত্র ও টেলিফোন। এখন সকাল— রতন ওই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফুলদানি পারিষ্কার করছিল। সীতা সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে। কেষ্ট অদূরে। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কাচের বাসন ভাঙার শব্দ ও সুরজিতের চিৎকার শোনা যায়]

নেপথ্য স্বর। **Get out. I say Get out.** রতন, রতন! এই ও **dam, swine** রতন! (রতন ব্যাকুল হয়ে ওপরে উঠতে থাকে)

সীতা। (বাধা দেয়) যেওনা দাদা, রতন দা!

রতন। ছেড়ে দে, আঃ ছাড়! আমার সাহেব ডাকছেন (দোতালায় যায়)

সীতা। (কেষ্টকে) আর যাবি? ওপর-পড়া হয়ে কাজ করতে আর যাবি? ওঃ! রতনদাকে ডিঙ্গিয়ে উনি গেছেন সাহেবের কাজ করতে! যা না, আর একবার যা! এবার আর থাপ্পড় নয়, লাথি খাবি!

কেষ্ট। লাথি খাই আমি খাব, তোর কি ? তুই চুপ কর !

সীতা। এতদিন তো চুপ করেই ছিলাম কিন্তু আর যে চুপ করে থাকতে পারছি না। বলি তুই কি অন্ধ ? দেখতে পাস না রতনদা ছাড়া সাহেব আর কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেন না ?

কেষ্ট। আমি কি ইচ্ছে করে ঘেঁসতে গিয়েছিলাম ? মেমসাহেব বলেছিলেন বলেই তো !

সীতা। আহা, মেমসাহেব ! মেমসাহেব-আত্মরে—হুঁঃ ! (রতন নেমে আসে)

সীতা। (কাছে গিয়ে) রতন দা ! কি-হ'ল রতন দা ?

রতন। অন্যায় করেছি। তোর কথা না শুনে আমি অন্যায় করেছি।

সীতা। আমি জানতাম। ঐ ডাইনী তোমাকে সাহেবের ঘরে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।

রতন। কত করে বললাম, মেমসাহেব আমায় একবার সাহেবের কাছে যেতে দিন ; একবার—কিন্তু· ·

সীতা। ফুলের মতন দিদিমনিকে খেয়েছে, এবার সাহেবকে—

রতন। (ভয় পেয়ে) সীতা !

সীতা। কাকে ভয় করব রতন দা ? যা সত্যি, তাই বলছি।

রতন। আঃ, তুই একটু চুপ কর্।

সীতা। আর এও আমি বুঝিনা, সাহেবের কাছে না গেলেই কি তোমার চলে না ?

রতন। সে তুই কোনোদিন বুঝবি না সীতা। আঠারো বছর আগে মা যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—

সীতা। জানি জানি। অন্ততঃ পাঁচশো বার শুনেছি যে আমাদের আগের মা দেবী ছিলেন, মারা যাবার সময় সাহেবের সব ভার তোমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা তুমি ভুলে যাও কেন, সে দিন নেই।

রতন। তা সত্যি, আমি ভুলে যাই যে আমি সাহেবের চাকর।

সীতা। তোমাকে পঞ্চাশ দিন বলেছি যে, এ-বাড়ীর চাকরি ছাড়াও তোমার চাকরি মিলবে। ঐ যে গত বছর এক সাহেব তোমাকে বেশি মাইনে দিয়ে বিলেত নিয়ে যেতে চাইল, সেখানে থাকলে কি তোমাকে এই অশান্তি পোয়াতে হ'ত ?

রতন। অশান্তি! অশান্তি নিয়েই তো আমি জন্মেছি রে। এ বাড়ি ছেড়ে গেলেও কি অশান্তি আমায় ছেড়ে যাবে?

সীতা। ওসব তোমার মনের ভুল।

রতন। না রে সীতা, ভুল নয়। কতদিন আমি চেষ্টা করেছি এ-বাড়ি থেকে দূরে চলে যাব, কিন্তু পারিনি, আমি কিছুতেই পারিনি। যা যা, তোরা এসে আবার ভিড় করলি কেন? নিজের নিজের কাজে যা দেখি। (সব চাকর প্রস্থান করে। গণেশ আসে)

গণেশ। রতনদা, সাহেব কেমন আছেন? (রতন মাথা নাড়ে) তাহলে আজও তিনি বেরুবেন না?

রতন। না বেরুলেই তো তোর সুবিধে। (গণেশ মাথা নীচু করে) কিন্তু আজ তুই ছুটি পাবি না এ-কথা বলে রাখছি।

গণেশ। শুধু আজকের দিনটা দাদা।

রতন। রোজ রোজ তোর ছুটির দরকার কেন হয় বলতো?

গণেশ। আছে দাদা। সময় আসুক, সব বলব। শুধু আজকের মত তুমি আমায় ছেড়ে দাও। ছেলেটাকে নিয়ে আজ না গেলেই নয়। হ্যাঁ দাদা, আমি কথা দিয়ে এসেছি।

সীতা। আমারও সাতদিনের ছুটি চাই রতনদা।

রতন। তোরও ছুটি চাই?

সীতা। হ্যাঁ, ছেলেটাকে আমি মায়ের কাছে রেখে আসব।

রতন। কিন্তু, এ সময়···

সীতা। না যদি ছাড়তে পার, আমি অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নেব। (ভেতরে চলে যায়।)

রতন। কি রে, শেষে এই ছেলে ছেলে করে তোদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবে, এ্যাঁ? দুটো নয় দশটা নয়, ঐ একমাত্র সন্তান, কোথায় দুজনে মিলে ছেলেটাকে—

গণেশ। কি করব রতনদা···

রতন। না না, এ ভাল কথা নয়। 'ছেলে ছেলে' করে তোরা দুটোতে যা আরম্ভ করেছিস, শেষে না তোদের ঐ ছেলে—(গণেশ ওপরে তাকায়) চোখের উপর তো দেখলি আমাদের দিদিমনি চলে গেল!

গণেশ। আমি যাই দাদা। মোহন সিংকে বলে গেলাম, দরকার হ'লে ও কাজ চালিয়ে নেবে। সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব। (বাইরে যায়)

[একটা বোঁচকা আর টিনের বাক্স নিয়ে কেষ্ট ঢোকে ভেতর থেকে। রতনের পায়ের ধুলো নেয়, তারপর হাঁটতে আরম্ভ করে।]

রতন। (আশ্চর্য হয়ে) কিরে! তুই আবার চললি কোথায়? এই ছাখো।

কেষ্ট। আমি চাকরি করব না।

রতন। করবি না!

কেষ্ট। না।

রতন। কিন্তু কেন?

কেষ্ট। আমার ইচ্ছে নেই।

রতন। বেশ, তা কোথায় যাবি?

কেষ্ট। যেদিকে দু'চোখ যায়।

রতন। আমি জানতাম না যে আমার বলার জন্য তুই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি।

কেষ্ট। কেন, তোমার বলার জন্য কেন?

রতন। তা নয়ত কি। আমি কি বুঝি না? পঞ্চাশ দিন বলেছি রাত্রে বাঙলো ছেড়ে কোথাও যাবি না। সাহেবের শরীরের এই অবস্থা, কখন দরকার হয় বলা যায় না, আর তুই—

কেষ্ট। আমি কাল রাত্রে তোমার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম।

রতন। সিনেমা শেষ হয়েছে রাত বারোটায়?

কেষ্ট। না, সোয়া এগারোটায়।

রতন। বেশ, তারপর।

কেষ্ট। তারপর, এই কি বলে গিয়ে—(আমতা আমতা করতে থাকে।)

রতন। সুশীলাদের বাড়ি গেলি?

কেষ্ট। যেতেই হ'ল। ওকে তো আর একলা ছেড়ে দিতে পারি না।

রতন। তারপর, সুশীলার মা তোকে না খাইয়ে ছাড়লেন না। না?

কেষ্ট। রাইট!

রতন। তারপর ফেরার বাস্ পাওয়া গেল না?

কেষ্ট। বিলকুল রাইট!

রতন। তোর কি লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই?

কেষ্ট। নো।

রতন। মিসিবাবা মারা গেছেন এখনও একমাস হয়নি আর তুই অন্ততঃ আটবার রাতে গায়েব হয়ে গেছিস।

কেষ্ট। নো!

রতন। নো মানে? তুই মনে করিস আমি হিসেব রাখি না।

কেষ্ট। তোমার হিসেব ভুল।

রতন। ভুল!

কেষ্ট। ইয়েস্! আমি রাত্রে এগারো বার গায়েব হয়ে গেছি।

রতন। হতচ্ছাড়া পাজী নচ্ছার গাধা (টেলিফোন বেজে ওঠে)। নানা আপনাকে নয় অপারেটারবাবু।

রতন। (টেলিফোনে) ঐ কেষ্টটা···রোজ রাতে পালাবে···না অপারেটার বাবু মেমসাহেব এখনও নামেননি।···এ্যাঁ, হেসটিংস থানা থেকে?··· ইন্‌সপেক্টারবাবু।···তা এখানেই পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। (টেলিফোন নামিয়ে রাখে)।

কেষ্ট। আমার মাইনেটা মনি-অর্ডার করে সুশীলার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। আমি চললাম।

রতন। এই শোন। খুব অভিমান হয়েছে, না? আমি বকেছি?

কেষ্ট। না।

রতন। তবে?

কেষ্ট। সাহেব অমন করে—

রতন। পাগল ছেলে। ওরে, ভুলে যাস কেন, উনি আমাদের মনিব।

কেষ্ট। মনিব? তাতে কি?

রতন। জলজ্যান্ত মেয়ে মরে গেল···আমাদেরই মাথার ঠিক নেই, আর উনি তো বাপ।

কেষ্ট। তাই বলে অমন চড়?

রতন। একটা চড় মেরেছেন বলে তুই তাঁকে ছেড়ে চলে যাবি? বল্—তার এমন অসুখ, এমন বিপদ, সে সব কিছু না বুঝে শুধু নিজের স্বার্থ দেখবি? বল্ এতদিন যে তাঁর নুন খেলি তার দাম দিবি না?

কেষ্ট। (খানিক তাকিয়ে) ওই জন্য তোমায় হেড বলি। (প্রণাম করে ভেতরে যায়।)

[বাইরে থেকে ইন্‌সপেক্টার চৌধুরী আসে]

রতন। আসুন স্যার। বসুন। (হাত জোড় করে নমস্কার করে)

চৌধুরী। তোমার মেমসাহেবকে একবার খবর দাও।

রতন। আচ্ছা স্যার !

চৌধুরী। তোমাদের সেক্রেটারীবাবুকে দেখছি না !

রতন। আজ্ঞে, তিনি এখনও এসে পৌছননি। (ওপরে যায়)

[চৌধুরী একটা সিগারেট ধরায়, তারপর একটি পত্রিকা টেনে নেয়। সীতা ছুটে আসে]

সীতা। রতনদা, রতনদা ! (চৌধুরীকে দেখে থমকে দাঁড়ায়) হুজুর আমার ছেলেটাকে বাঁচান হুজুর। ওই মুখপোড়া জোর করে আমার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

চৌধুরী। এ্যাঁ। সে কি, কে ?

সীতা। ছেলের বাপ হুজুর। আমি নিজের চোখে দেখলাম জোর করে আমার পেল্লাদকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ছেলেটা 'মা' 'মা' বলে চেঁচাচ্ছিল হুজুর, কিন্তু আমি কিছু করতে পারলাম না। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন হুজুর। (রতন আসে)

রতন। মেমসাব আপনাকে বসতে বললেন।

সীতা। রতনদা, দোহাই তোমার, তুমি একটা উপায় কর।

রতন। কি হ'ল আবার ?

সীতা। মুখপোড়া আমার পেল্লাদকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা না করলে ও হয়ত ছেলেটাকে গুম করে ফেলবে।

রতন। তোর মাথা। সারাদিন 'ছেলে ছেলে' করে··

সীতা। না রতনদা, আমি—

রতন। আরে ও তো বাপ ?

সীতা। কিন্তু অমন করে ও আমার পেল্লাদকে নিয়ে কোথায় গেল ?

রতন। কোথায় গেল ? কোথায় গেল সে কি আর বলে গেছে। তবে এটা বুঝিস না কেন তোকে ভালবাসে বলেই তোর পেল্লাদের কোনো ক্ষতি কোনদিন ও করতে পারবে না।

সীতা। বুঝি রতনদা, কিন্তু আমার এ পোড়া মন যে ছাই···

রতন। যা, হুজুরের জন্য কফি নিয়ে আয় দেখি। (চোখে জল নিয়ে সীতা ভেতরে যায়) হুঁঃ, যত সব পাগলের দল।

চৌধুরী। আচ্ছা, মিস সুমিতার ঘরের কাজ কে করতো ; তুমি ?

রতন। দিদিমনির ঘরের কাজ আমরা সকলে মিলেই করতাম স্যার।

চৌধুরী। তোমরা সকলেই তাঁকে দিদিমণি বলে ডাকতে?

রতন। হ্যাঁ স্যার। দিদিমনি বলে না ডাকলে উনি রেগে যেতেন।

চৌধুরী। আই সি···

রতন। তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের মতন। সাহেবী আদবকায়দা একদম পছন্দ করতেন না।

চৌধুরী। আচ্ছা তাঁর তো দু'টো পা-ই পঙ্গু ছিল, তাই না?

রতন। হ্যাঁ স্যার!

চৌধুরী। তাহলে তো তিনি নিশ্চয়ই সাঁতার দিতে পারতেন না?

রতন। সাঁতার! ভাল করে তিনি হাঁটতেও পারতেন না।

চৌধুরী। ও···

রতন। কত চিকিৎসা হয়েছে, কিন্তু কিচ্ছু হয়নি।

চৌধুরী। আচ্ছা তোমার আর এক দিদিমনি, কি যেন নাম—ঐ যিনি লণ্ডনে থাকেন—

রতন। চন্দনা দিদিমনি।

চৌধুরী। হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দনা। তাঁকে তুমি দেখেছ?

রতন। হ্যাঁ স্যার। দু'বছর আগে সাহেবের সঙ্গে শেষ আমি যখন বিলেত গেলাম—

চৌধুরী। তুমি কি বিলেত গিয়েছিলে?

রতন। আগে প্রতি বছরই যেতাম। এখন আর আমার যাবার দরকার হয় না।

চৌধুরী। মিস্ চন্দনা এখানে আসছেন কি না বলতে পার?

রতন। চন্দনা দিদিমনি? এখানে? না না স্যার, তিনি এখানে আসবেন কেন?

চৌধুরী। মিষ্টার সিন্‌হার এই অসুখ—

রতন। না না, মাসীমা তাঁকে এখানে পাঠাবেন না, পাঠাতে পারেন না।

চৌধুরী। কিন্তু কেন?

রতন। কেন পাঠাবেন—কার কাছে পাঠাবেন—কোন ভরসায় পাঠাবেন? সুমিতা দিদিমনির মৃত্যুর কথা তিনি কি জানেন না?

চৌধুরী। মিস্ সুমিতার মৃত্যু একটা এ্যাকসিডেন্ট।

রতন। (অস্থিরভাবে তাকায়) কি বললেন ?

চৌধুরী। তার মৃত্যুর জন্যে মিস চন্দনাকে এখানে না পাঠাবার কী যুক্তি থাকতে পারে ?

রতন। (সামান্য চুপ থেকে) আমি জানিনা স্যার।

চৌধুরী। তুমি জানো।

রতন। না না স্যার, আমি কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু না…

চৌধুরী। রতন, আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার কাছে কি একটা লুকোতে চাইছ। (রতন তাকিয়ে থাকে) রতন, সেদিন মিষ্টার সিন্‌হা বেরিয়ে যাবার পর, তোমার মেমসাহেব মিস সুমিতাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন ?

রতন। হ্যাঁ স্যার।

চৌধুরী। তুমি সঙ্গে যাওনি কেন ?

রতন। আজ্ঞে…

চৌধুরী। তুমি সঙ্গে যাওনি কেন ? (রতন মুখ নামিয়ে নেয়) আমি শুনেছি, তুমি তোমার সুমিতা দিদিমনির দেখাশোনা করতে। তোমার মনে কি একবারও একথাটা আসেনি যে একটা পঙ্গু মেয়ে, জীবনে যে কোনোদিন জলে নামেনি, হঠাৎ জলে নামলে তার একটা বিপদ ঘটতে পারে ? হয়ত মৃত্যুও।…(রতন কেঁদে ফেলে।)

[বনানী সিঁড়ির উপর এসে দাঁড়ায়]

বনানী। (গম্ভীর গলায়) ইন্‌সপেক্টার চৌধুরী; রতন আমার আর্দ্দালী, ওর কাজ হচ্ছে আমার হুকুম মেনে চলা।

[ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। রতন বাইরে যায়।]

চৌধুরী। নমস্কার মিসেস সিনহা।

বনানী। বসুন। (নিজে একটি সোফায় বসে।)

চৌধুরী। (বসতে বসতে) অর্থাৎ আপনার হুকুম পায়নি বলেই ও সঙ্গে যায়নি।

বনানী। **Obviously.**

[সীতা ট্রেতে কফি নিয়ে আসে; টিপয়ে রাখে।]

সীতা। আপনার ব্রেকফার্ষ্ট মেমসাব ?

বনানী। এখন নয়। (সীতা ভেতরে যায়)

চৌধুরী। মিসেস সিন্‌হা, সেদিন মিস সুমিতার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আপনি ছাড়া আর কেউ গিয়েছিলেন ?

বনানী। আমি যখন গিয়েছি, তখন আর কারো কি সঙ্গে যাবার প্রয়োজন ছিল ? (কফি এগিয়ে দেয়)

চৌধুরী। ধন্যবাদ। গাড়ী ড্রাইভ করেছিল কে ? আপনি ?

বনানী। সুমিতার সঙ্গে আমি ছাড়া আর কেউ যখন ছিল না, তখন—

চৌধুরী। আই সি…

বনানী। বলুন, আর কি জানতে চান ? (খবরের কাগজটা নেয়)

চৌধুরী। আচ্ছা, সেদিন খবরের কাগজে গঙ্গার বান সম্পর্কে যে নির্দেশ ছিল, তা কি আপনার নজরে পড়েনি ?

বনানী। আর কারুর নজরে যখন সেটা পড়েনি, তখন আমার নজরেই যে পড়বে এটাই বা আশা করছেন কেন ?

চৌধুরী। কিন্তু সেদিন বান আসার এক ঘণ্টা আগে থেকেই পুলিশ মহল থেকে প্রতি ঘাটে যে সতর্ক নির্দেশ প্রচার করা হয়েছিল, তাও কি আপনি শোনেননি ?

বনানী। **No.**

চৌধুরী। অথচ এর আগে কোনোদিন মিস্ সুমিতাকে নিয়ে আপনি গঙ্গায় স্নান করতে যাননি।

বনানী। **No.**

চৌধুরী। তাহলে হঠাৎ সেদিনই বা কি মনে করে গেলেন ?

বনানী। কিছু মনে করে নয়, **Just by the way.**

চৌধুরী। আচ্ছা মিসেস সিন্‌হা এটা কি আপনার কাছে খুব একটা আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে না ?

বনানী। কোনটা ?

চৌধুরী। এই যে এর আগে কোনোদিনই আপনি মিস সুমিতাকে নিয়ে কোথাও যাননি, অথচ সেদিন—

বনানী। (রেগে, কঠিনভাবে) মিষ্টার চৌধুরী, আমার কি মনে হয় না-হয়, **That's entircly my business.** ওটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আপনার কি মনে হয় না-হয় শুধু তাই বলুন।

চৌধুরী। (হাতের কাপটা রেখে) আমার তো মনে হয় আপনারা—বিশেষতঃ আপনি—আপনাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেননি।

বনানী। হুঁ···

চৌধুরী। মানলাম, মিস স্থমিতার মৃত্যু একটা অ্যাকসিডেণ্ট। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না।···

বনানী। কি রকম?

চৌধুরী। সংবাদপত্র, পুলিশের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু বান আসার ঠিক আগের মুহূর্তে যারা চেঁচিয়ে আপনাদের মা-মেয়েকে ওপরে উঠে আসতে বলেছিল, সেই সব মাঝি মাল্লাদের কথা শুনলে কি এ অ্যাক্‌সিডেণ্ট **avoid** করা যেত না?

বনানী। হয়ত যেত। আমি যদি স্থমিতার মা হতাম, তাহ'লে হয়ত এমন দুর্ঘটনা কোনোদিনই ঘটতনা।

চৌধুরী। না না মিসেস সিন্‌হা, আমার প্রশ্ন হচ্ছে···

বনানী। মিষ্টার চৌধুরী। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন শুধু একবার ভাবতে চেষ্টা করুন, আমি স্থমিতা আর চন্দনার মা নই। সৎমা। **Just a step mother.**

[**অরিন্দম আসে বাইরে থেকে**]

অরি। **May I come in?**

বনানী। **Yes.**

অরি। **Morning madam.**

বনানী। এত দেরি হ'ল তোমার?

অরি। একবার এয়ারপোর্ট এ যেতে হয়েছিল।

বনানী। এয়ারপোর্ট! হঠাৎ?

অরি। হঠাৎই যেতে হল। মিস সিনহার আসার কথা আছে যে।

বনানী। কে! কার আসার কথা?

অরি। মিস সিন্‌হা। মিস্ চন্দনা সিন্‌হা।

বনানী। (কিছু ভেবে গম্ভীর গলায়) আমায় জানাওনি কেন?

অরি। কেমন করে জানাবো **madam.** রাত দু'টোয় **urgent cable** পেলাম। আপনি ঠিক সেই সময় **boss** কে নিয়ে ফিরলেন। আমি অপারেটরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

বনানী। (চিৎকার করে) **Hang your operator.** ও সব বাজে অজুহাত আমায় শোনাতে এস না অরিন্দম ! ওরা কোথায় ?

অরি। **Plane late.** ল্যাণ্ড করতে এখনও তু'ঘণ্টার ওপর।

বনানী। (চলে যেতে গিয়ে ফিরে আসে) অরিন্দম, একদিন তুমি চাকরি থেকে রেজিগনেশন চেয়েছিলে, আমি রাজী হইনি। কিন্তু এখন তুমি **Submit** করতে পার, **I shall accept that** (ওপরে চলে যায়)

অরি। হুঁ, বলুন মিঃ চৌধুরী, কখন এলেন ? আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

চৌধুরী। আপনার চিঠি পেয়েই তো এলাম, কিন্তু লাভ কিছু হ'ল না।

অরি। তা আমি জানতাম। আরে মশাই ওঁকে ট্যাকল করতে আমার কর্তা পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে গেলেন, আর আপনি তো হলেন—

চৌধুরী। কালকের শিশু ?

অরি। সে আপনি মানুন আর নাই মানুন, আপনার মত তিনজনকে নাকে দড়ি দিয়ে উনি ঘোরাতে পারেন।

চৌধুরী। শুধু আমাকে কেন, আপনার নাকেও দড়ি পরালেন।

অরি। আমার ?

চৌধুরী। চাকরি থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন কবে ?

অরি। ইস্তফা ! ওঁর কথায় ? হুঁঃ, ওকে আমি ভারী কেয়ার করি।

চৌধুরী। ও, করেন না বুঝি ?

অরি। মিস সুমিতা মারা যাবার পর সত্যিই মনে হয়েছিল, হয়ত আমি আর কাজ করতে পারবো না। কিন্তু আজ যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

চৌধুরী। কিসের আশা ?

অরি। মিস চন্দনা সিন্‌হা আসছেন। মিস সুমিতার শূন্য স্থান উনি এসে পূর্ণ করবেন। **Boss** আবার অফিসে বসবেন, ফাইল সই করবেন, মিটিং এ্যাটেণ্ড করবেন—আবার সব আগের মত হবে।

চৌধুরী। মিস চন্দনাকে না দেখেই এত সব ?

অরি। দেখিনি সত্যি, তবু জানি তিনিই এখন একমাত্র ভরসা। আমার **boss** কে সারিয়ে তুলতে তিনি ছাড়া আর কে আছে···

চৌধুরী। হতেও পারে।

অরি। যাক্, আসল কথায় আসা যাক। **Case**-এর কি করলেন ?

চৌধুরী। বিশেষ কিছুই নয়। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে কিছু নেই। **It's a case of an accident.**

অরি। Accident!

চৌধুরী। মিসেস সিনহার Statement নিয়েও তাই মনে হল।

অরি। কিন্তু আমি বলছি এ-accident নয়।

চৌধুরী। সাক্ষী আনতে পারবেন?

অরি। সাক্ষী!

চৌধুরী। যে প্রমাণ করবে মিস সুমিতার মৃত্যুটা accident নয়।

অরি। প্রমাণ? প্ল্যানচেট্‌ বিশ্বাস করেন?

চৌধুরী। প্ল্যানচেট?

অরি। মিস সুমিতার আত্মার সঙ্গে কথা বললে বিশ্বাস করবেন?

চৌধুরী। আমি বিশ্বাস করবো, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হবে না।

অরি। কেন?

চৌধুরী। কারন কোর্ট প্ল্যানচেট্‌ বিশ্বাস করে না।

[বনানী নেমে আসে]

বনানী। অরিন্দম! গনেশকে গাড়ি বের করতে বল। এক্ষুণি।

অরি। Yes ma'm. (বাইরে যায়)

বনানী। রতন! রতন!! (রতন আসে) সীতাকে ডাকো। (রতন ভেতরে যায়) (বনানী টেলিফোন তুলে নেয়) হ্যালো, হাওড়া এনকোয়ারী দাও, তাড়াতাড়ি। (টেলিফোন নামিয়ে রাখে)

চৌধুরী। আমি তাহলে উঠি মিসেস সিনহা। মিষ্টার সিনহার সঙ্গে দেখা হওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না?

বনানী। না, তিনি অসুস্থ।

চৌধুরী। তাহলে কয়েকদিন পরই না হয় দেখা করব। আমি আশা করি মিস চন্দনাকে কাছে পেয়ে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বনানী। Thanks.

চৌধুরী। Good day. (বনানীর চাপা আক্রোশ প্রকাশ হয়ে পড়ে। চৌধুরী হাসে, প্রস্থান করে। সীতা আসে, টেলিফোন বেজে ওঠে)

বনানী। Howrah enquiry? কোন এক্সপ্রেস ট্রেন এ সময় পাওয়া যাবে?... যে কোনোদিকের কি, বেনারস? কটায়? Platform No...

Thank you. দুটো **first class birth reserve** করা যাবে? **O.k. O.k.** (টেলিফোন নামিয়ে) সীতা, আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও।

সীতা। কোথায় মেমসাহেব?

বনানী। যেখানে আমি যাব।

সীতা। কিন্তু আমার পেল্লাদ এখনও ফিরল না।

বনানী। ও সব আমি বুঝি না। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

সীতা। না মেমসাব, পেল্লাদ না ফেরা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।

বনানী। সীতা। (কটমট করে তাকায়। ঠিক সেই সময় অরিন্দম আসে)

অরি। গাড়ি রেডি ম্যাডাম।

বনানী। (সীতাকে) বেশ, তাহ'লে ছেলে নিয়েই থাকো। তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। (সীতা তাকায়) আমি তোমাকে জবাব দিলাম। এই মুহূর্তে তুমি বাঙলো ছেড়ে চলে যাবে।

সীতা। মেম সাহেব।

বনানী। (ধমকে) **Clear out, will you**? (সীতা চলে যায়) অরিন্দম, এক ঘণ্টার মধ্যে সুরজিতকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

সবি। কোথায় ম্যাডাম?

বনানী। তা জেনে কোনো লাভ নেই। তুমি চন্দনাকে **receive** করবে। আমরা কোথায় গিয়েছি তুমি জানোনা, কবে ফিরব তাও জানোনা। **Is it clear now**?

অরি। (অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে)

বনানী। চন্দনা যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পারে। যেদিন আবার ও লণ্ডনে ফিরে যাবে, সেদিন শুধু খবরের কাগজে একটা ইনসারসন দিও·

অবি। কিন্তু এ আপনি কেন করছেন?

বনানী অরিন্দম!

অরি। আমি বুঝতে পারছি না যে—

বনানী। **Thats not your look out, you just carry out my orders and thats all.** (বিমান আসে)

বনানী। এসো বিমান।

বিমান। মর্নিং অরিন্দম।

অরি। মর্নিং স্যার। (বাইরে যায়)

বিমান। কী ব্যাপার ! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কেন ?

বনানী। বসো বিমান, খুব জরুরী ব্যাপারে তোমার কথাটাই সবার আগে আমার মনে পড়ল।

বিমান। জরুরী ব্যাপার ছাড়া যে জরুরী তলব পড়ে না, সে আমি জানি। সুরজিৎ কেমন আছে ?

বনানী। ভালই, ভালই থাকবে। কিন্তু আমার কী হবে বিমান ?

বিমান। ওঃ বনানী, **please**, আমি সেই সকাল থেকে রুগীদের কথা শুনেছি, নিজে কথা বলার কোন সুযোগ পাইনি।

বনানী। বিমান, চন্দনা আসছে।

বিমান। কে ! চন্দনা ? চন্দনা আসছে ?

বনানী। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ও এসে এ-বাড়িতে দাঁড়াবে।

বিমান। **Really** ? চলো···

বনানী। কোথায় ?

বিমান। প্রথমে কালীঘাটের মন্দিরে, তারপর টেলিগ্রাফ অফিসে।

বনানী। তার মানে ?

বিমান। মানে প্রথমে মায়ের পায়ে, তারপর মিসেস বাসুকে একটা থ্যাঙ্কস দিয়ে আসি। চলো, চলো।

বনানী। কিন্তু এ-আমার অপমান।

বিমান। অপমান !

বনানী। মিসেস বাসু মনে করেছেন যে তাঁর ভগ্নিপতিকে দেখাশোনা করার লোক চন্দনা ছাড়া আর বোধ হয় কেউ নেই।

বিমান। ঠিক তাই।

বনানী। তুমিও তাই মনে কর ?

বিমান। (থতমত খেয়ে) না না, আমি কিছু মনে করি না—

বনানী। শোনো বিমান, সুরজিতকে নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

বিমান। কোথায় ?

বনানী। বেনারসে।

বিমান। কাশীধামে ? ভাল ভাল, শুনেছি পুণ্যাত্মা লোকেরা শেষ জীবনটা ওখানেই কাটাতে ভালবাসেন।

বনানী। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

বিমান। আমি!

বনানী! অসুস্থ সুরজিতের পাশে তোমাকে পেলে আমি ভরসা পাব।

বিমান। কিন্তু আমার পেশেন্টদের কার ভরসায় রেখে যাবো?

বনানী। বিমানও তোমার পেসেন্ট, আর প্রয়োজন হলে অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি ফীজ তোমায় আমি দিতে পারব, (তাকিয়ে) বলো, কত ফীজ তোমার?

বিমান। এ বাড়িতে নয়, সময় করে চেম্বারে লোক পাঠিয়ে দিও, জানিয়ে দেব। (উঠে চলে যেতে থাকে)।

বনানী। তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা, প্লীজ। তোমার উপর আমার সবচেয়ে বেশি অধিকার। হয়ত, হয়তো আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি জানো আমি কি বলতে চাই? (প্রস্থানোদ্যত)

বিমান। বনানী, (বনানী দাঁড়ায়) শোনো। এদিকে এস, (বনানী কাছে আসে) বসে।

বনানী। (বসো) বলো…

বিমান। পালিয়ে তুমি রেহাই পেতে চাইছ?

বনানী। তুমি তো সব জানো বিমান।

বিমান। জানি—কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না যে, মেয়ের সঙ্গে মায়ের এমন ব্যবহার।

বনানী। মেয়ে!

বিমান। সুমিতার মত চন্দনাও তোমারই মেয়ে।

বনানী। ওঃ, নো। বলো কল্যাণীর মেয়ে। সুরজিত-কল্যাণীর মেয়ে।

বিমান। মানলাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করতে পারবে না।

বনানী। প্লীজ, তর্ক জুড়ে ব্যাপারটা আর ঘোলা করবার চেষ্টা করোনা।

বিমান। আমি কোনো ব্যাপারই ঘোলা করবার চেষ্টা করছি না। বরং তুমিই কেমন সব উল্টোপাল্টা কথা বলছ। বারবার শুধু নিজের কথা বলে যাচ্ছ অথচ একবারও সুরজিতের কথাটা ভেবে দেখছ না।

বনানী। ভেবেছি বিমান, ভেবেছি। ষোল বছর আমি সুরজিতের কথাই ভেবেছি। কিন্তু কী লাভ হল? ওকে কি আমি নিজের করতে পেরেছি? কল্যাণীর কথা কি ওকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছি?

বিমান। (অবাক হয়ে তাকায়) এ সব তুমি কী বলছো ?

বনানী। কিন্তু আমি আর কত সহ্য করব বিমান ?

বিমান। (পায়চারী করতে থাকে)

বনানী। কল্যাণীকে যাতে ও ভুলে যায় তার জন্য কি না করেছি। রতন ছাড়া এ-বাড়ির সব ঝি চাকর আমি পালটেছি। বাড়ির রং বদলেছি, নতুন গাড়ি কিনেছি, আর সব চেয়ে বড় কথা হলো আমি সুমিতাকে মা বলতে শিখিয়েছি। অথচ প্রতিদিন সুরজিত গল্পের ছলে সুমিতাকে বুঝিয়েছে যে, আমি ওর সৎমা।

বিমান। কিন্তু এতে তোমার অমর্যাদা কোথায় ?

বনানী। এর চেয়ে বড় অমর্যাদা আমার পক্ষে আর কি হতে পারে ? কল্যাণীর সঙ্গে প্রতিদিন আমায় প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। কিন্তু কেন, কিসের আশায়, কিসের লোভে ?

বিমান। আশায় নয়, কোনো লোভেও না। সুমিতার প্রতি একটা কর্তব্য মনে করে—

বনানী। কর্তব্য ! আমি কি সে কর্তব্য করতে পারতাম না ? আমি কি সুমিতার মা'য়ের স্থান পূর্ণ করতে পারতাম না ?

বিমান। আমার বিশ্বাস তুমি পারতে।

বনানী। তবে কেন আজও কল্যাণী মরেও অমর হয়ে থাকবে ? কেন আমার ন্যায্য অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত হবো ? কেন ? কেন ?

[খানিক সময় কাটে। বিমান বুঝতে পারে না বনানীকে কি সান্ত্বনা দেবে]

বিমান। সুরজিত অসুস্থ, যে কোনো মুহূর্তে ওর বিপদ আসতে পারে। আমি তো মনে করি ষোল বছর আগেই সুরজিতের মৃত্যু হ'ত যদি তুমি তার পাশে এসে না দাঁড়াতে। অথচ সেই তুমি আজ···

বনানী। ওকে আমি দিনরাত বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, সুমিতার মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা মাত্র। অথচ ও এমন সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকায়—

বিমান। বেশ তো, তার সন্দেহ দূর করার সুযোগ তুমি আবার পাচ্ছো। চন্দনা আসছে। সুরজিতকে বুঝিয়ে দাও যে, তার সন্দেহ ভিত্তিহীন।

বনানী। না না···

বিমান। আমার পরামর্শ যদি শোনো, আমি বলব, সুরজিতকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে একমাত্র চন্দনাই আজ তোমায় সাহায্য করতে পারে।

বনানী। না। আমি সুরজিতের স্ত্রী; ওকে সারিয়ে তুলতে কারো সাহায্যের দরকার হবে না আমার।

[সুরজিত নেমে আসে। টলায়মান অবস্থা; বনানী এবং ডাক্তার-এর দিকে একবার তাকায়। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

বনানী। (কাছে এসে) তুমি যাবে না?

সুর। হ্যাঁ, যাব বলেই তো এলাম।

বনানী। এইভাবে?

সুর। ভাবের আর পরিবর্তন হবে না বনানী, আমি কথা দিচ্ছি। কোথায় নিয়ে যাবে, চলো।

বনানী। আচ্ছা, সকাল বেলাতেই কি এ-সব না খেলে নয়। কেন তুমি এত কষ্ট আমায় দিচ্ছ বলতো?

বিমান। **Morning** সুরজিত! **How are you?**

সুর। **Fine doctor.** যতক্ষণ চোখ বুঁজে থাকি,ভাল থাকি; খুব ভাল থাকি!

বিমান। **Please** সুরজিত, মাত্রাটা এবার একটু কমাও।

সুর। কেন? আমি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি?

বনানী। ওর নয়, আমার; আমার ক্ষতি করেছ।

সুর। **'Am really sorry.**

বিমান। সুমিতার অভাব পুরণ হবার নয়, খুব সত্যি কথা, কিন্তু বনানীর কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

সুর। শুনছ বনানী, দেখছ কত বোকা ও, **what a fool he is?** (হাসতে থাকে)।

বিমান। সুরজিত!

সুর। আচ্ছা তুমিই বল বনানী, দীর্ঘ যোল বছর তুমি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছ—

বনানী। না, তুমি আমায় ভালবাসনি, কল্যাণীর মত কোনোদিন তুমি আমায় ভালবাসনি।

সুর। বনানী। কল্যাণীর কথা থাক ··

বনানী। কিন্তু কেন? কল্যাণীর কথা থাকবে কেন? কে কল্যাণী? কেন তার স্মৃতি আজও ছায়া হয়ে এ-বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে?

সুর। বনানী!

বিমান। সুরজিত, আমি একটা **suggestion** দেব, **of course with your kind permission.**

সুর। বলো।

বিমান। আমি তোমাদের **family physician.** তোমাদের ভাল হোক এই আমি চাই।

সুর। জানি। আমাদের ভালই তুমি চিরকাল চিন্তা করেছ। আমার, কল্যাণীর, সুমিতার··

বিমান। সুমিতার মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা। কল্যাণীদেবী থাকলেও যে এমন ঘটত না, তা কেউ বলতে পারে না।

সুর। (কঠিন স্বরে) না, ঘটতো না। আমি বলতে পারি, কল্যাণী থাকলে এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটতো না।

বিমান। **Nonsence.**

সুর। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বিমান।

বিমান। তার মানে ?

সুর। গঙ্গাস্নানে কত পুণ্যি জন্মায় **Doctor** ?

বিমান। গঙ্গাস্নান ?

সুর। তোমার প্রশ্নেব উত্তর তুমি পেয়ে যাবে **Doctor** ; বলো।

বিমান। কি মুস্কিল, সেটা আমি জানবো কেমন করে ?

সুর। তুমি জানো, সব তুমি জানো।

বিমান। সুরজিত !

সুর। **You are that house-physieian** যে সুমিতাকে বুঝিয়েছিল গঙ্গাস্নানে পুণ্যি সঞ্চয় হয়। **You are that spiritual preceptor** যে আমাকে বুঝিয়েছিল, গঙ্গাস্নান করলে সুমিতার পা দুটো সেরে যেতে পারে, **and you are that sympathetic villan.** যে কল্যাণীর স্মৃতি।···

বিমান। **Oh ! that's enough** সুরজিত।

সুর। **Can you deny** ? তুমি অস্বীকার করতে পার যে সুমিতা যেতে চায়নি, আর তুমি জোর করে তাকে গঙ্গাস্নানে পাঠিয়েছিলে ?

বিমান। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সুমিতাকে জোর করেই পাঠিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম সুমিতার মা সঙ্গে থাকবেন।

স্থর। স্থমিতার মা!

বিমান। তোমার পাশেই রয়েছেন, জিজ্ঞেস্ করে দেখতে পার।

স্থর। No, she is not her mother. She can never be a mother. কল্যাণী ছিল মা, you understand me doctor? কল্যাণী ছিল স্থমিতার মা, স্থমিতার নিজের মা।

বনানী। আর আমি সৎমা। বুঝলে বিমান, যে সময় গঙ্গায় বান এসেছিল, আমি স্থমিতাকে ধাক্কা দিয়ে—

স্থর। No ধাক্কা দিয়ে নয় বনানী, ধাক্কা দিয়ে না।

বনানী। তবে।

স্থর। Really you want to know?

বনানী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানতে চাই।

স্থর। সহ্য করতে পারবে?

বনানী। পারব!

স্থর। তুমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে?

বনানী। স্থরজিত।

স্থর। একবার মনে করে দেখ বনানী, ঐ পঙ্গু মেয়েটা জল থেকে উঠে আসার জন্য যখন বার বার 'মা মা' বলে চিৎকার করে তোমার দিকে তার হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন তুমি চুপ করে তার ভেসে যাওয়াটা উপভোগ করছিলে!

বনানী। বলোনা স্থরজিত। Please, তুমি অমনভাবে বলো না।

স্থর। Yes, you are a witch. You are a murderor. You have…

[রতন কখন এসে break fast হাতে করে দাঁড়িয়েছিল। উত্তেজিতভাবে স্থরজিত হাত ঘোরাতেই তার হাত লেগে সমস্ত বাসন ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। স্থরজিত শান্ত হয়। রতন তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাসনগুলো কুড়োতে থাকে]

স্থর। I am sorry. (ওপরে চলে যায়)।

[বেশ খানিকটা সময় কাটে। রতন ভাঙ্গা বাসন তুলে ভেতরে চলে যায়]

বিমান। বনানী, এতবড় মারাত্মক ভুল স্থরজিতের মন থেকে মুছে ফেলতে একমাত্র তুমিই পার। (বনানী বিমানের দিকে তাকায়) হ্যাঁ বনানী, কল্যাণীর সন্তান যে তোমারও সন্তান, সে প্রমাণ তোমাকেই দিতে হবে। চন্দনাকে তুমি গ্রহণ কর। মনে কর বহু বছর পর আজ তোমার একমাত্র সন্তান তোমার কোলে ফিরে আসছে। Wish you success.

[বিমান চলে যায়; বনানী স্থির দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। পর্দা নেমে আসে।]

প্রথম পর্ব্ব : দ্বিতীয়াংশ

[সময় বিকেল। চন্দনা সিঁড়ির দু'ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে। সামনে সারিভাবে দাড়িয়ে রতন, কেষ্ট, ঝড়ু, সীতা ও আরও তিন চারজন বেয়ারা। চন্দনার হাতে একটি খাতা ও পেন্সিল।)

কেষ্ট। নামটা শুনেছি দিদিমনি, কিন্তু মানেটা—

চন্দনা। Association. Association বোঝ না?

কেষ্ট। না, মানে —

চন্দনা। মানে, তোমাদের complain শোনার জন্য। না না শুধু complain কেন, মানে তোমাদের সুখ দুঃখ—না তাই বা হবে কেমন করে। দূর কি করে যে বোঝাই, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।

কেষ্ট। দিদিমনি, ঐ সেক্রেটারীবাবুকে বললে উনি বুঝিয়ে দিতে পারেন না?

চন্দনা। না, উনি পারবেন না। তা ছাড়া ওঁর সাহায্য আমরা নেব কেন? উনি যদি আমাদের মেম্বার হন, তখন দেখা যাবে।

কেষ্ট। সেক্রেটারীবাবুকে মেম্বর হতে বলব দিদিমনি?

চন্দনা। না। শোন, আজ রাত্রে dinner-এর পর এই ঘরে আমাদের একটা meeting হবে।

ঝড়ু। (কেষ্টকে) দাদা! meeting কি?

কেষ্ট। meeting, meeting জানিস না? meeting…আঃ—

অরি। জমায়েৎ।

কেষ্ট। জমায়েৎ। বুঝতে পারিস না কেন?

চন্দনা। সেই meeting-এ আমরা এ বাড়িতে কার কি অসুবিধে হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে discussion করব—মানে আলোচনা করব। এ বাড়িটাকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। কারো কোনো অসুবিধা থাকলে আমরা সেটা দূর করব। মোট কথা এ বাড়িতে কেউ মুখ ভার করে থাকতে পারবে না। সবাই হাসবে। সবাই আনন্দ করবে।

[চন্দনা হাসে। সেই সঙ্গে আর সকলেও হাসে]

চন্দনা। (সীতাকে) কি, তুমি হাসছ না কেন?

কেষ্ট। ওর যে প্রাণে বড় দুঃখ দিদিমণি।

চন্দনা। **You shut up.** যাকে জিজ্ঞেস করব সে শুধু কথা বলবে। বুঝেছ? (সীতাকে) তোমার নাম সীতা? (খাতা দেখে) তুমি এ বাড়িতে দু'বছর তিন মাস সতেরো দিন হ'ল চাকরী করছ। তোমার **husband** আছে। আর একটি ছেলে?

কেষ্ট। ঐ ছেলে নিয়েই তো যতো ঝামেলা।

চন্দনা। **Oh shut up** কেষ্ট। এরপর যদি তুমি কথা বল, আমি তোমায় **suspend** করব।

ঝড়ু। দাদা। সাসপেণ্ড কি?

কেষ্ট। সাসপেণ্ড হ'ল চাকরীতে উন্নতি।

চন্দনা। বল, তুমি কি বলতে চাও? কি অসুবিধে হচ্ছে, বল।

সীতা। ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে যাচ্ছি দিদিমনি।

চন্দনা। কিন্তু আমি তো বললাম, তোমার চাকরি পাকা। **mummy** যদি তাঁর **order** ফেরৎ না নেয়, আমরা বাপীর কাছে যাব। যদি বাপী না শোনে, তখন—

সীতা। সে জন্য নয় দিদিমনি।

চন্দনা। তবে?

সীতা। পেল্লাদটার জন্য ভেবে ভেবে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারছি না।

চন্দনা। প্রহ্লাদ? কাল নিজের বাপীর সঙ্গে যে বাইরে গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি?

কেষ্ট। গণেশ কিন্তু ফিরেছে (চন্দনা কটমট করে তাকায়।)

সীতা। সারা রাত ছেলের খোঁজ জানতে •চাইলাম, কিন্তু কোনো কথা বললে না। আমার ভয় হয় দিদিমনি, ঐ মিন্সে আমার পেল্লাদকে খুন করেছে।

চন্দনা। মিন্সে! কিন্তু তোমার **husband** এর নাম গণেশ।

সীতা। হ্যাঁ।

চন্দনা। তাহলে মিন্সে কার নাম?

অরি। ওটা গণেশের আর এক নাম।

চন্দনা। মানে **Nick name**?

সীতা। দিদিমনি, আপনি দয়া করে আমার পেল্লাদকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে বলুন। তাকে ছেড়ে আমি যে থাকতে পারছি না দিদিমনি।

চন্দনা। মিঃ অরিন্দম, কী করা যায় বলুন তো ?

ঝড়ু। দাদা ! উনি কিন্তু আমাদের মেমবার নন।

কেষ্ট। হ্যাঁ, ঠিক তো। বাঃ, তোর মাথাটা কি সাফ।

চন্দনা। মিঃ অরিন্দম, একটা উপায় বলুন।

রতন। এর উপায় চিন্তা করা বৃথা দিদিমনি !

চন্দনা। কেন ?

রতন। আমি গণেশকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ও প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই মুখ খুলবে না।

চন্দনা। কিন্তু ওকে বলতেই হবে প্রহ্লাদ কোথায় ?

রতন। ও বলবে না। তবে ও বলুক আর নাই বলুক, এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি দিদিমনি, প্রহ্লাদ যেখানেই থাকুক, ভাল আছে। সীতা অযথা ভেবে মরছে।

সীতা। না না দিদিমনি, আমার পেল্লাদের ও কিছু ভাল করবে না। আমি জানি ও কোনোদিন আমার পেল্লাদের ভাল চায় না।

চন্দনা। কিচ্ছু ভেবনা। আমরা গণেশকে তিনদিনের **Notice** দিচ্ছি। এই তিনদিনের মধ্যে গণেশ যদি প্রহ্লাদের খবর আমাদের না দেয়, তখন আমরা **Police help** নিতে বাধ্য হব। কী বল তোমরা ?

কেষ্ট। খুব ভাল কথা।

ঝড়ু। দাদা, পুলিশের সামনেও যদি গণেশ না বলে, তখন কি হবে ?

কেষ্ট। পুলিশ মানে জানিস ?

ঝড়ু। না দাদা !

কেষ্ট। অশান্তি। অতএব অশান্তি করিস না।

চন্দনা। আচ্ছা তোমরা সকলে আমায় দিদিমনি বলে ডাক কেন ?

ঝড়ু। আপনি যে আমাদের দিদির—(কেষ্ট ঝড়ুর মুখে হাত চাপা দিয়ে দেয়)

কেষ্ট। আবার বকছিস ! না দিদিমনি, আসলে আমরা আগের দিদিমনিকে দিদিমনি বলে ডাকতাম কিনা, তাই—

চন্দনা। সুমিতাকে তোমরা দিদিমনি বলে ডাকতে ?

কেষ্ট। হ্যাঁ।

চন্দনা। কিন্তু দিদিমনি মানে তো দিদির মতন ? (সবাই মাথা নাড়ে)

তাহলে ? আমি কি তোমাদের দিদির মত ?

কেষ্ট। হ্যাঁ দিদিমনি।

চন্দনা। **Absurd.** কি যে সব পাগলের মত বল ! আমি যে তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। এ্যাঁ ! (চন্দনা হাসে আর সকলেও হাসে। বনানীর প্রবেশ। সকলের হাসি থেমে যায়)

চন্দনা। বুঝলে **Mummy,** এরা সবাই আমায় দিদিমনি বলে ডাকে। আচ্ছা তুমিই বল, আমি কি এদের দিদিব মত ?

বনানী। কে দিদিমনি বলে ডাকে ?

চন্দনা। **Mummy.**

বনানী। কে দিদিমনি বলে ডেকেছে ?

চন্দনা। কেউ ডাকেনি **mummy,** আসলে স্মিতা এদেব বলেছিল যে—

বনানী। **Sumita was Crazy.**

চন্দনা। **May be mummy,** কিন্তু এবা নিজেব ইচ্ছেয় কেউ ডাকতে চায়নি, **Just by the way**—

বনানী। ও সব **Silly talks** চাকব বাকবদেব সামনে কবা আমি পছন্দ করিনা।

চন্দনা। না, **Mummy,** আমি **silly talks** কেন কবতে যাব—

বনানী। চন্দনা, আব কথা বাবিও না। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি আমার সঙ্গে **Marketing** এ যাবে বলেছিলে—

চন্দনা। যাবো।

বনানী। তাহ'লে তৈরি হয়ে নাও, আমি আধঘণ্টাব মধ্যেই বেবোবো। (অরিন্দমকে) অরিন্দম, তুমি এখানে !

অরি। **Yes madam.**

বনানী। সাহেবের সঙ্গে যাওনি ?

অরি। **No madam.**

বনানী। **Why** ?

অরি। **I have such orders.**

বনানী। তাহলে **Order**টা কি সব সময় চন্দনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ?

অরি। **That's right madam.**

বনানী। ওঃ ! **That's disgusting.** (ওপরে চলে যায়)

চন্দনা। তোমরা mummy-র কথায় কিছু মনে করোনা। mummy-র একটা bad habit হচ্ছে বড্ড তাড়াতাড়ি রেগে যাওয়া। এর জন্য আমাদের একটা কিছু করতে হবে।

ঝন্টু। ধর্ম্মঘট……

কেষ্ট। এই, এরপর যদি অশান্তি করবি তো Suspend করে দেবো।

চন্দনা। (রতনকে) শোন! (রতন ফিরে আসে) আচ্ছা, তোমাকে সুমিতা 'রতনদা' বলে ডাকতো, তাই না?

রতন। না না, আমি রতন। আমি এ বাড়ির চাকর ছাড়া আর কিছুই নই।

(রতন ভেতরে যায়)

চন্দনা। আচ্ছা, মিঃ অরিন্দম এদের উন্নতির জন্য আপনি আজ পর্যন্ত কিছুই করেননি?

অরি। আজ্ঞে করেছি।

চন্দনা। কী করেছেন?

অরি। আজ্ঞে ঐ—

চন্দনা। কিচ্ছু করেন নি!

অরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দনা। আমি এসেছি কাল বেলা একটায় আর এখন বিকেল পাঁচটা এই ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—

অরি। আঠাশ।

চন্দনা। এ্যাঁ।

অরি। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা আঠাশ ঘণ্টা হবে।

চন্দনা। বেশ, আঠাশ ঘণ্টাই। এই আঠাশ ঘণ্টার মধ্যে একটা লোকের মুখে হাসি দেখলাম না। সমস্ত কাজগুলো যেন কি রকম indisciplined·

অরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দনা। তারপর বাপীকে যদিও বা Right way তে আনা গেল, mummy যেন Promise করেছে, কিচ্ছুতেই হাসবে না।

অরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দনা। আচ্ছা তখন থেকে আপনি 'আজ্ঞে হ্যাঁ', 'আজ্ঞে হ্যাঁ' করে যাচ্ছেন, আপনার কাজ কি dummy হয়ে সব দেখা?

অরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দনা। তার মানে? সকাল সন্ধ্যে শুধু file আর meetingএর মধ্যে ডুবে থাকবেন, অন্য কোনোদিকে নজর দেবেন না।

অরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দনা। আপনি—আপনি একটা—সুমিতা ঠিকই লিখেছিল, আপনি একটা চিনির—(ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠে) কি খুব রাগ হচ্ছে তো?

অরি। আজ্ঞে না!

চন্দনা। What! এতবড় গাল দিলাম।

অরি। আপনিতো গাল দেননি। চিনির বলেছেন।

চন্দনা। চিনির কি জানেন?—বলদ…(আবার হাসে) কি এবার রাগ হচ্ছে?

অরি। আজ্ঞে না।

চন্দনা। You are a fool.

অরি। আজ্ঞে।

[চন্দনা ক্ষেপে যায়। কি করবে ভেবে পায় না তারপর ashtray তুলে নেয়। ঠিক সেই সময় শৈবাল আসে। চন্দনাকে দেখে শৈবাল চমকে ওঠে। চন্দনাও তাকিয়ে থাকে।)

অরি। Good evening, Sir.

শৈবাল। বনানী! 'বনানী! ওরে ও বুনো…

বনানী। (প্রবেশ করে) ছোড়দা!

শৈবাল। বিদেয় কর। আগে বিদেয় কর।

বনানী। কাকে?

শৈবাল। তোদের এই P. A. টাকে।

অরি। কেন স্যার আমি কি করেছি?

শৈবাল। চুপ? এটা কি? (একটা Telegram বের করে)

অরি। Telegram Sir.

শৈবাল। এ নামটা কার?

অরি। আমার স্যার!

শৈবাল। And still you want to know তুমি কি করেছ?

অরি। কিন্তু Sir—

শৈবাল। কোনো কথা নয়। (বনানীকে) এক্ষুনি বিদেয় কর।

বনানী। কী ব্যাপার ছোড়দা ?

শৈবাল। ব্যাপার আবার কি রে ? এই ত্মাখ। লিখেছে : **Sumita expired.**

অবি। কিন্তু Sir আপনি ভুল করছেন—

শৈবাল। Stop. লেংড়ী আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর তুমি বলবে (সঙ্গে সঙ্গে চন্দনা এক লাফে শৈবালের কাছে আসে)।

বনানী। ও সুমিতা নয়, ছোড়দা, ও চন্দনা। তুই আমার ঘরে আয়। (বনানীর প্রস্থান)

অরি। Yes sir, উনি মিস চন্দনা সিন্‌হা। গতকাল লণ্ডন থেকে এসেছেন। মিস সুমিতার সঙ্গে চেহারার কিন্তু খুব মিল। তাই না Sir ?

শৈবাল। এই তুই কেন এসেছিস ? সেই সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে— (অরিন্দমকে) বাংলা বোঝে ?

চন্দনা। বুঝি গো পাগলা মামা।

শৈবাল। কি বললি, পাগলা মামা ?

চন্দনা। কেমন ঠিক ধরেছি কিনা ?

শৈবাল। খবরদার, ঐ নামে আমায় ডাকবি না।

চন্দনা। বারে, সুমি ডাকতে পারে, আর আমি···

শৈবাল। না না, লেংড়ী ডাকতো বলেই, আর কেউ ঐ নামে আমায় ডাকবে না।

চন্দনা। আমিও না ?

শৈবাল। না না, কেউ না !

চন্দনা। (আব্দারী স্বরে) পাগলা মামা ! (শৈবালের হাত ধরে)

শৈবাল। অরিন্দম !

অরি। Sir !

শৈবাল। ওকে বলে দাও, চেহারার মিল থাকলেও ও আমার লেংড়ী নয়, ও আমার লেংড়ী হতে পারে না।

চন্দনা। কেন হ'তে পারিনা ! আমি সুমির মত হাসতে জানি না ? কথা বলতে জানি না ? আমি সুমির মত গান গাইতেও—(হেসে) শুনবে পাগলা মামা, তোমার সেই প্রিয় গান, যেটা সুমি গাইতো। (সুরে) 'আমি গহন স্বপন'···

শৈবাল। (দু'হাতে চন্দনার মুখখানি ধরে) এই শোন্! সত্যি করে বল্ তুই আমার লেংড়ী নয়?

চন্দনা। উহুঁ। তোমাব যদি ইচ্ছে হয় লেংডী বলে ডেকো, আসলে কিন্তু আমি তোমার বিলিতি পায়রা।

শৈবাল। বিলিতি পায়রা!

চন্দনা। সাত সমুদ্র তেরো নদীব পার থেকে আমি তোমার জন্য বহন করে এনেছি নতুন আশা, নতুন জীবন! (শৈবাল চুপ করে শুনতে থাকে)

চন্দনা। জানো পাগলা মামা, সুমির মুখে তোমার কথা এত শুনেছি যে তুমি ঘরে ঢোকা মাত্র তোমায় চিনতে পেবেছি। প্রতি চিঠিতে সুমি তোমাব কথা লিখতো। একবার তুমি যে ওব হয়ে mummyর সঙ্গে ঝগডা করেছিলে তাও লিখেছিল।

শৈবাল। মিথ্যে কথা লিখেছিল।

চন্দনা। পাগলা মামা!

শৈবাল। মিথ্যে মিথ্যে। সব কিছু মিথ্যে লিখেছিল' (ওপবে চলে যায়। চন্দনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে)

অরি। মিস সুমিতাকে উনি খুব ভালবাসতেন। তাই আঘাতটাও বেশি পেয়েছেন! (টেলিফোন বাজে অরিন্দম ধরে) অবিন্দম বলছি · হ্যাঁ স্যাব, আছেন। (**Telephone** আড়াল কবে) মিস সিন্‌হা, **boss** কথা বলবেন।

চন্দনা। (টেলিফোন ধরে) হ্যালো বাপী। কি হ'ল তোমার? এত দেরি হচ্ছে কেন?......আমি?..... পাগলা মামা এসেছে!......এই একটু আগে!

চন্দনা। আমি পাগলা মামাকে সঙ্গে নিয়ে—মানে **mummy marketing** এ যাবে বলেছিল......এ্যাঁ যাব না?......কেন?.. ..কিন্তু—**mummy** কে যে কথা দিয়েছি! বেশ......তুমি বলছ আমি যাচ্ছি, কিন্তু **mnmmy**র উপর খুব অবিচার করা হ'ল!..... হ্যাঁ কথা বল! (অরিন্দমের হাতে টেলিফোন দিয়ে পালায়)

অরি। **Yes Sir,**......হ্যাঁ **Sir**......আমি মিস সিনহার সঙ্গে সঙ্গেই আছি......আপনি যখন আমার উপর ভার দিয়েছেন তখন..... না **Sir** আপনি চিন্তিত হবেন না!......**Yes Sir**......**Thank you Sir**...... আমি মিস চন্দনাকে নিয়ে পনেরো মিনিটেই পৌছে যাব। (টেলিফোন নামিয়ে রাখে। রতন আসে)

রতন। ও সেক্রেটারীবাবু ; সর্বনাশ হয়েছে।

অরি। কি হয়েছে ?

রতন। সীতা পুলিশে খবর দিয়ে এসেছে।

অরি। পুলিশ !

রতন। থানা থেকে একটা সেপাই এসেছে গনেশের খোঁজ করছে। বলছে থানায় যেতে হবে !

অরি। (টেলিফোন তুলে) হেসটিংস থানার মি: চৌধুরীকে **line** টা দাও !

রতন। গনেশটারও বুদ্ধির বলিহারী যাই। মানলাম ছেলেটাকে বয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচাতে চায়, কিন্তু সীতা তো এটা বোঝে না। বলে দিলেই তো হয় ছেলেটাকে কোথায় রেখেছে ! নাও, এবার যখন কোমরে দড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে যাবে তখন মজাটা টের পাবে ! (টেলিফোন বেজে ওঠে)

অরি। (টেলিফোন ধরে) মিঃ চৌধুরী ? অরিন্দম বলছি……আরে কি ব্যাপার মশাই, আপনার থানা এমন ক্ষেপে উঠলো কেন ?……হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ত করেছে কিন্তু **Complain** এর কি কোন দাম আছে ?· · ·**I see** আরে না না মশাই, সামান্য ব্যাপার…… তাহলে…… গনেশকে থানায় যেতেই হবে ? ……আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি নিজে গনেশকে নিয়ে থানায় হাজির হয়ে যাবো।……হ্যাঁ হ্যাঁ **Sure**.……কিন্তু আপনার সেপাই দিয়ে ওকে আর টেনে নিয়ে যাবেন না। আফটার অল সাহেবের ড্রাইভার—বুঝতেই তো পারছেন।·· **Thank you Sir**……না না মশাই সীতা একটা পাগল !……ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়।·· ···হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বাস না হয়, সময় করে একবার নিজে এসেই দেখে যান না !···**Oh sure, you are always welcome** এ্যাঁ **Mrs** সিন্‌হা……ওঁর পছন্দ অপছন্দে কী এসে যায় !···**O. K** (টেলিফোন নামিয়ে রাখে। রতনকে) থানা থেকে যে সেপাইটা এসেছে, বল ইন্‌সপেক্টার চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে। (চন্দনা আসে সেজেগুজে

রতন। আচ্ছা।

চন্দনা। রতনদা আমি বাপীর সঙ্গে **marketing** এ যাচ্ছি। **mummy** কে বলে গেলাম না। কেমন যেন খারাপ লাগল। এদিকে পাগলা মামাও দেখলাম **mummy**র সঙ্গে গল্প করছে। কত ইশারা করলাম কিন্তু কিছুতেই আমার দিকে তাকাল না। তুমি একটা কাজ করে

দেবে? Please এই চিঠিটা পাগলা মামার হাতে চুপি চুপি দিয়ে দেবে। mummy যেন দেখতে না পায়।

রতন। ঠিক আছে মিসি বাবা! আমি দিয়ে দেবো।

চন্দনা। (রতনের হাতে চিঠি দেয়) মিসি বাবা নয়, দিদিমনি।

(চন্দনা ছুটে বেরিয়ে যায়। অরিন্দমও পেছনে পেছনে যায়। রতন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই কথা বলতে বলতে শৈবাল ও বনানী আসে)

বনানী। আমি এখন বেরোবো। সেই সঙ্গে Hospital এ গিয়ে বৌদিকেও দেখে আসব। রতন, চন্দনাকে ডাকো।

রতন। আজ্ঞে মিসি বাবা যে বেরিয়ে গেলেন মেমসাব!

বনানী। বেরিয়ে গেল মানে?

রতন। আজ্ঞে আমায় তিনি বললেন, সাহেবের সঙ্গে তিনি মার্কেটিংএ যাচ্ছেন!

(বনানী রাগে ফুলতে থাকে)

রতন। নমস্কার মামাবাবু!

শৈবাল। তারপব বতন মাষ্টার, কেমন আছ?

রতন। ভাল আছি স্যার' (চিঠিটা শৈবালের হাতে দিয়ে ছুটে ভেতরে পালায়। শৈবাল চিঠিটা খুলে পড়ে।)

শৈবাল। বুঝলি বুনো, তোর সতীনের মেয়ে দু'টো কিন্তু ভাল। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এত শিগগির ঐ বিলিতি পায়রা আমার লেংড়ীর স্থান দখল করবে। কি রে কী হল?

বনানী। না, কিচ্ছু না!

শৈবাল। আরে তুইও পাগল হয়েছিস! তোর ঐ সতীনের মেয়েগুলো তো? বাজে বাজে! ঐ লেংড়ীর তবু একটু বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল, কিন্তু ঐ বিলিতি পায়রাটা তো এক নম্বরের ফক্কড। এই দেখনা, আমায় লিখেছে Victoria memorial এর South gate এর সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার যেন আর অন্য কোনো কাজকর্ম নেই, আমি এখন যাই—

বনানী। অসহ্য! এত লুকোচুরি আমি সহ্য করতে পারছি না।

শৈবাল। আমিও পারছি না, কী দরকার ছিল লুকিয়ে চিঠি দেবার! সামনা সামনি বললে কি ওর সঙ্গে আমি যেতাম না?

বনানী। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করি।

শৈবাল। না না অমন কাজ করতে যাস না। by chance আত্মহত্যা করতে গিয়ে যদি fail করিস, তাহলে আবার ঐ পুলিশই তোকে হত্যা করে ছাড়বে।

বনানী। এ অপমান আমি সহ্য করব না।

শৈবাল। নিশ্চয় না।

বনানী। সুরজিত যদি মনে করে যে আমায় ও আঘাতের পর আঘাত করে যাবে, আর চুপ করে তা আমি সয়ে যাব, তা'হলে ও ভুল করবে।

শৈবাল। আলবৎ! শুধু তাই নয়—তাহলে বুঝতে হবে যে এতদিনেও সুরজিতদা তোকে চিনতে পারেনি।

বনানী। তুই ভাবতে পারিস, কাল থেকে এ বাড়িতে যেন একটা আসামীর মত—উঃ, এই মেয়ে বাপেতে মিলে—

শৈবাল। না না বুনো, মেয়েটার কথা বাদ দে। ওর কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। তবে সুরজিতদা—হ্যাঁ সুরজিতদাকে একটা শাস্তি দিতেই হবে। **Heavy punishment.** আচ্ছা বুনো, একটা কাজ করলে হয়না। সুরজিতদাকে তুই যদি **divorce** করিস তাহ'লে (বনানী তাকায়) তোর অভাব হবে না, কিন্তু সুরজিতদা কিছুতেই আর একটা বউ···

বনানী। না। অত সহজে আমি হার মানবো না।

শৈবাল। জানি।

বনানী। ছোড়দা, আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি?

শৈবাল। পারব না মানে? তোর কাজ আমি করতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। বল্।

বনানী। সুরজিতকে এ বাড়ি থেকে টেনে বার করে নিয়ে যেতে পারবি?

শৈবাল। না।

বনানী। সারাদিন ওরা দুজনে মিলে আমার দিকে অমন কুৎসিৎভাবে তাকিয়ে থাকবে, সে আমি সহ্য করব না। সুরজিতকে এখান থেকে তুই—

শৈবাল। অসম্ভব—অসম্ভব। সুরজিতদার গায়ে দ্বিগুন জোর। ইচ্ছে করলে, ও আমায় এক ধাক্কায় রাস্তায় বার করে দিতে পারে—কিন্তু আমি—

বনানী। তোর এই **Clown**-এর মত হাবভাব আমার ভাল লাগছে না। আমার যদি কোন উপকার তুই করতে না পারিস তাহলে এখানে বসে আর সময় নষ্ট করিস না।

শৈবাল। দেখ বুনো আমিই সুরজিতদাকে বারণ করেছিলাম, তোকে যেন বিয়ে না করে। জানতাম যে ভাবেই হোক সুরজিতদার জীবন একভাবে কেটে যাবেই কিন্তু তোর কষ্টের শেষ থাকবে না।

বনানী। ছোড়দা!

শৈবাল। সেদিন আমার কথা যদি সুরজিতদা শুনতো, ভাব দেখ তোর কতখানি উপকার হতো।

বনানী। ছোড়দা! (শৈবাল ফিরে তাকায়)

শৈবাল। কিছু বলবি? (বনানী এগিয়ে আসে)

বনানী। আমায় তুই দু'ঘা মার ছোড়দা, কিন্তু আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস না।

শৈবাল। কি মুস্কিল। আমি আবার কখন—

বনানী। আমায় সকলে ভুল বুঝছে ছোড়দা। তোর পায়ে ধরছি, তুই আমায় ভুল বুঝিস না।

শৈবাল। এই রে, তুই আবার কাঁদতে আরম্ভ করলি যে···(বিমান আসে)

বিমান। **May I come in?**

শৈবাল। খুব সময়মত এসেছ বিমান দা। তোমার ডাক্তারী ব্যাগ খুলে একটা ওষুধ বের কর, আরে; তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? শীগগীর একটা ব্যবস্থা কর। বুনো কাঁদছে!

বিমান। কাঁদছে! সেকি? আমি ভেবেছিলাম হাসছে।

শৈবাল। তার মানে? তুমি বলতে চাও যে বুনো কাঁদলেও মুখটা হাসি-হাসি দেখায়?

বনানী। ছোড়দা!

শৈবাল। না বাবা, তোর মতিগতি আমার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। প্রথমে তুই সুরজিৎদার ঘাড় ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে বললি, তারপর হঠাৎ নিজেই কাঁদতে বসলি। তোর এত পরিবর্তন, না আমি তেমন ভরসা পাচ্ছি না। তার চেয়ে আমি কোন হোটেলে গিয়ে—

বনানী। ছোড়দা, বৌদি যতদিন না সুস্থ হচ্ছে, তুই আমার বাড়িতেই থাকবি। তুমি বসো বিমান। (ভেতরে যায়)

শৈবাল। নিশ্চয়ই থাকব। বুঝলে বিমানদা, এইটেই হ'ল বুনোর আসল রূপ।

আমি তো ছোট থেকেই জানি, ও যা বলবে, ও তা করবেই। ও যা চাইবে, ও তা নেবেই।

বিমান। অতএব বসো।

শৈবাল। (বসতে বসতে) না বিমানদা, বসবার কি আর আমার উপায় আছে।

বিমান। কেন, তাড়া কিসের? ইন্দ্রাণী কেমন আছে?

শৈবাল। ইন্দ্রাণী? ইন্দ্রানী ভালই আছে, কেবল আমারই কষ্টের শেষ নেই।

বিমান। তোমার কষ্ট?

শৈবাল। আর বল কেন দাদা। এবার ধরা পড়ে গেলাম!

বিমান। কেন কি হ'ল?

শৈবাল। বিয়ের বারোটা বছর কলকাতায় কেটে গেল, ভাবলাম যাক বাবা বাঁচা গেল। কিন্তু এই একবছর জব্বলপুরে যেতে না যেতেই এমন জব্বর ফেঁসে গেলাম যে, সে তোমায় কি আর বলবো·

বিমান। আহা, বলই না।

শৈবাল। কথা নেই, বার্ত্তা নেই হঠাৎ শুনি আর একটি নতুন মুখ··

বিমান। তার মানে?

শৈবাল। হ্যাঁ বিমানদা! শুনে আমার যে কি মন খারাপ হল সে তোমায় কি বলব! ইন্দ্রাণীর কিন্তু আনন্দের সীমা নেই।

বিমান। **Really**?

শৈবাল। বিশ্বাস না হয় একবার সুখলাল কারনানীতে গিয়ে দেখে আসতে পার। তেতাল্লিশ জোড়া মোজা কেনা হয়েছে! চারজোড়া সোয়েটার বোনা হয়েছে! একত্রিশ জোড়া জুতোর অর্ডার দেওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে এই শৈবাল গুপ্তও **murderd**!

বিমান। (হেসে) ভয় পাচ্ছ কেন, **You will be a lucky father.**

শৈবাল। **Lucky father**? দরকার নেই দাদা। এত কষ্ট করার কি দরকার?

বিমান। কেন, কষ্ট কিসের?

শৈবাল। মাথা ঘুরছে বলে শুয়ে থাকছে, আর তুমি বলছ কষ্ট কিসের?

বিমান। তা নতুন মা হবার নেশায়, ওটুকু কষ্ট ওরা হাসিমুখেই স্বীকার করে নেয়।

শৈবাল। কত করে বোঝালাম যে, এই মাসে, ইয়ে সাইন্স খুব **advanced.**

বিমান। **You are a fool** শৈবাল।

শৈবাল। **Exactly.** এই একই কথা ইন্দ্রাণীও আমায় বলেছে।

বিমান। শৈবাল, একদিন তোমাদের সন্তানই তোমাদের কাছে সব হয়ে থাকবে। ওকে ছেড়ে একটা মুহূর্তও তোমাদের কাটতে চাইবে না দেখো।

শৈবাল। **Bravo!** তুমিও যে পাকা গেরস্তর মত কথা বলছ বিমানদা।

বিমান। না শৈবাল, তবু আমি বুঝি, অনুভব করি, আজ আমার একটা সন্তান থাকলে হয়ত আমার জীবনের মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে যেত। হয়ত এই একাকীত্ব—(বনানী ঢোকে। শৈবাল বেরিয়ে যেতে যেতে)

শৈবাল। (বনানীকে) পালাই রে বুনো! ওদিকে তোর বৌদি হয়ত আবার—মনে থাকবে। তোর বাড়িতে যে এসে আমায় থাকতে হবে সেটা আমার মনে থাকবে! (ছুটে বেরিয়ে যায়)

বিমান। **What an ideal couple.**

বনানী। আমায় একটু বিষ দিতে পার বিমান?

বিমান। বিষ!

বনানী। হ্যাঁ, বিষ। আমি আর তিল তিল করে এই মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। সুরজিত তার এক মেয়ে হারিয়েছিল, আর এক মেয়ে এসে তার শূন্যস্থান ভরে দিয়েছে। সুরজিত বেঁচেছে, বেঁচে উঠেছে তার মেয়ে আর সেইসঙ্গে তার কল্যাণী। এখন আমার বাঁচা মরায় সুরজিতের কিছু যাবে আসবে না। আমি যে তৃতীয় ব্যক্তি! দেবে বিমান, আমায় একটু বিষ এনে দেবে?

বিমান। আচ্ছা বনানী, একই মায়ের পেটের ভাইবোন হয়ে তোমার আর শৈবালের মধ্যে এত তফাৎ কেন? কেন তুমি বোঝনা, এই জগৎটা হচ্ছে একটা আয়নার মত—যেমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে ঠিক তেমনভাবে সব কিছুই দেখতে পাবে।

বনানী। আমি এত চেষ্টা করেছি বিমান, কিন্তু কিছুতেই যে আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না।

বিমান। না যদি পেরে থাক, দোষটা তোমারই। সুরজিতের সংসারকে তুমি যদি বাঁচিয়ে রাখতে না পার, সরে দাঁড়াও। ওদের বাপ-মেয়েকে শান্তিতে থাকতে দাও। **Let them leave in peace.**

বনানী। হ্যাঁ বিমান, আমি সরেই দাঁড়াবো। আমি হেরে গেছি। সুরজিতের কাছ থেকে আমি সরেই দাঁড়াবো। বিমান, একদিন না তুমি আমায় তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে বলেছিলে?

বিমান। বনানী!

বনানী। বলেছিলে, আমায় পাশে পেলে তুমি—

বিমান। ওসব কথা থাক্ বনানী।

বনানী। আজ আমি সত্যি তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে চাই বিমান। বল, তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে না?

বিমান। তুমি ভুলে যাচ্ছ বনানী, সুরজিত আমার বন্ধু।

বনানী। তোমার বন্ধু, কিন্তু আমার কে? কি পেয়েছি আমি ওর কাছ থেকে বল? এই ষোল বছর ধরে আঘাতের পর আঘাত ছাড়া আর আমি কী পেয়েছি?

বিমান। কিন্তু আমি জানি সুরজিতকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না।

বনানী। পারব পারব, পারব···

বিমান। তুমি পারবে না বনানী, ভীষণ কষ্ট হবে তোমার।

বনানী। না, কোনো কষ্টই হবে না। আর সত্যি যদি কোনোদিন তেমন কষ্ট হয়, আমি আত্মহত্যা করব, কিন্তু আমি কোনোদিন সে কষ্ট প্রকাশ করব না!

বিমান। বনানী!

বনানী। বিশ্বাস কর বিমান, আমি আর কিছুই চাই না, শুধু বাঁচতে চাই আমি শুধু বাঁচতে চাই·

[বনানী চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিমান বনানীর মাথায় হাত রাখে। পরদা নেমে আসে]

দ্বিতীয় পর্ব্ব : প্রথমাংশ

[সময় সকাল। কেষ্ট আপন মনে ঘর পরিষ্কার করছিল। একসময় অ'ত সন্তর্পণে টেলিফোন তুলে নেয়।]

কেষ্ট। (টেলিফোনে) নমস্কার অপারেটার বাবু। আজ্ঞে হ্যাঁ, কেষ্ট বলছি··· আপনার সব খবর ভাল তো?······কোথায় আর থাকবো দাদা? এখানেই ছিলাম। ···তবে একদিন তো মেমসাহেব বের হননি, তাই কি বলে গিয়ে······ভয়? পাগল! ভয় করব কাকে? দিদিমণি বলে দিয়েছেন,

ভয় কাউকে পেতে হবে না। এখন আমাদের Union হয়েছে !·········
হ্যাঁ ! আচ্ছা, অপারেটার বাবু,·একবার ঐ নাম্বারটা যদি আপনাকে লাগিয়ে দিতে বলি, তাহলে আপনি কি রাগ করবেন ? করবেন না তো ? তাহলে একবার লাগিয়ে দিন ! গত জন্মে আপনি নিশ্চয়ই আমার········· লাগিয়ে দিয়েছেন· ·হ্যালো···সুশীলা আছে ?···আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের ওখানে যে রাঁধুনীর কাজ করে···আমি ?······আমি বলছি তার দাদা। না না, নিজের হতে যাব কেন······গ্রাম সুবাদে···দরকার ?···দরকার আছে একটা···না না সেকথা আপনাকে বলতে যাব কেন, আপনি কি সুশীলার বাবা ? (ভয় পেয়ে) আঃ, অত চেঁচাচ্ছেন কেন ?···বললাম তো আমার একটু—কি, আমি শয়তান, পাজী ? আপনি একটা ড্যাম ফুল্ ননসেন্স্ !

[কেষ্ট ঠকাস করে telephone রেখে দেয় ! মুখ ঘুরিয়ে দেখে রতন ও Inspector Choudhuri দাঁড়িয়ে]

রতন। বসুন Sir. (কেষ্টর কাছে যায়) কতদিন তোকে বারণ করতে হবে যে, টেলিফোনে তুই হাত দিবি না।

কেষ্ট। হাত তো দিইনি দাদা ! এই কাপড় দিয়ে ধরেছিলাম।

রতন। মেমসাহেব যদি টের পান, তোর টেলিফোন করা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবেন।

কেষ্ট। তা মেমসাহেব আর টের পাবেন কোত্থেকে ? তিনি তো এখন···

রতন। বুঝতে পারছি, তোর চাকরি এখানে আর বেশিদিন টিকবে না !

কেষ্ট। আমার চাকরী ! 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' 'আমাদের দাবী, মানতে হবে'। ভুলে যেওনা দাদা, আমি Union-এর member। যা খুশি তাই করতে পারি।

রতন। আর বাজে বকতে হবে না। ভাগ এখান থেকে। আর হ্যাঁ শোন, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসেছিল ?

কেষ্ট। কোন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ?

রতন। আঃ, মিসিবাবার ঘরের ঠাণ্ডা মেশিনটা ঠিক করে দেবার জন্য—

কেষ্ট। ও, হ্যাঁ এসেছিল। আমি হাকিয়ে দিয়েছি।

রতন। এ্যাঁ !

কেষ্ট। হ্যাঁ। বলে দিয়েছি, দরকার হবে না।

রতন। দ্যাখ কেষ্ট, এই সকালবেলাতেই মেজাজ খারাপ করাসনি।

কেষ্ট। আরে তুমি বিশ্বাস কর দাদা, দিদিমনির ঘরের ঠাণ্ডা মেশিন একদম ঠিক আছে। যাকে বলে একেবারে **first class.**

রতন। তুই জানলি কেমন করে?

কেষ্ট। বাঃ, রোজ দু'বেলা তাঁর ঘর পরিষ্কার করছি না?

রতন। কেষ্ট! তুই মিসিবাবার ঘরের ঠাণ্ডা মেশিন চালাস?

কেষ্ট। না দাদা!

রতন। না দাদা?

কেষ্ট। না দাদা, ও মেশিন তো আপনিই চলে, শুধু একটা বোতাম টিপলেই হল।

রতন। হ্যাঁ রে কেষ্ট, তোর ভয়-ডর বলে কিছু নেই রে?

কেষ্ট। ভয় আবার কাকে দাদা? এ বাড়িতে এখন আমরা সবাই সমান।

চৌধুরী। ওহে রতন, তোমাদের সেক্রেটারী সাহেব তো এখনও ফিরলেন না, আমি আর কতক্ষণ··?

রতন। আর খানিক বসুন Sir, এক্ষুনি এসে পড়বেন। কেষ্ট, চট করে একটু কফির ব্যবস্থা কর।

চৌধুরী। কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ এই সাত-সকালে আমায় আসতে বললেন·· তুমি কিছু জান?

কেষ্ট। আমি জানি Sir, গণেশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আপনার কাছে রয়েছে বলেই, দিদিমনির হুকুম হয়েছে আপনার সঙ্গে মতলব করে—খুড়ি পরীক্ষা করে গণেশকে কিভাবে বাঁচানো যায়, তার একটা চেষ্টা করা।

চৌধুরী। কি হে রতন, ও কি বলছে?

রতন। ওর কথা ছেড়ে দিন Sir, ও একটা আস্ত পাগল।

কেষ্ট। কি, আমি পাগল? জিজ্ঞেস করো, গণেশের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে কি না?

রতন। আচ্ছা আচ্ছা আছে, তুই যা দেখি এখান থেকে।

কেষ্ট। তবে পাগল বললে কেন? দেখ রতনদা, আমি মুখ দেখে বলে দিতে পারি সব। সেই সেবার ফৈজাবাদ না কোত্থেকে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরয়ানা নিয়ে এল, ঐ যে গণেশ সীতাকে এখানে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল—

রতন। আঃ সময় নষ্ট করছিস কেন? কফি আনবি, না আনবি না?

কেষ্ট। কথা নেই, বার্তা নেই, পাগল বলে আমায় Insult করে দিলে। ঠিক আছে, আজ মিসিবাবাকে বলে তোমায় Suspend করছি। (ভেতরে যায়)

চৌধুরী। ব্যাপার কি বলতো? গণেশ সীতাকে ভাগিয়ে নিয়ে এল মানে?

রতন। ও সব পুরনো কথা ছেড়ে দিন Sir.

চৌধুরী। না না ছেড়ে দিলে চলবে না। সীতা থানায় গিয়ে গণেশের নামে একটা Complain করে এসেছে। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণেশ কি সত্যি সীতাকে ফৈজাবাদ থেকে এখানে চুরি করে নিয়ে এসেছে?

রতন। হ্যাঁ স্যার, মানে ব্যাপারটা হ'ল—

চৌধুরী। সীতার বাবা নালিশ করলেন?

রতন। বাবা নয় Sir, মামা। সীতা নাবালিকা ছিল এই বলে···

চৌধুরী। বাঁচলো কি করে?

রতন। তা জানি না Sir, বছর দুই আগে গনেশ যখন সাহেবের কাছে চাকরি করতে এল, তখন একবার ফৈজাবাদ থেকে পুলিশ হুলিয়া নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে ঘনশ্যাম বলে কাউকে পাওয়া গেল না। যাকে পাওয়া গেল সে হ'ল গণেশ।

চৌধুরী। ওরে বাবা, গণেশ ওরফে ঘনশ্যাম। **Dangerous man.**

রতন। না Sir, গনেশ কিন্তু অযথা পালিয়ে বেড়াচ্ছে, হিসেব করে দেখা গেছে, যে সময় গনেশ সীতাকে নিয়ে পালিয়েছিল, সে সময় কিন্তু সীতার আঠারো বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (অরিন্দম আসে)

অরি। **Good morning Mr. Choudhuri.** আমার দেরি হয়ে গেল, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। রতন, একবার গনেশ কে ডাকো।

রতন। গনেশ?

অরি। হ্যাঁ, এইমাত্র আমার সঙ্গে ফিরেছে। (রতন বাইরে যায়)

চৌধুরী। তা শুনলাম, বাড়িটাকে তো জমজমাট করে রেখেছেন। আপনার **madam** কি বলেন?

অরি। **Madam** তো নেই! **Dr. Ghosal** এর **Nursing home** এ।

চৌধুরী। কি হয়েছে?

অরি। (ওপরের দিকে তাকিয়ে) তিনিই জানেন। যাক, যে জন্য আপনাকে কষ্ট করে এখানে আসতে বললাম, তা বলে নি।

চৌধুরী। আন্দাজ আমি খানিকটা করেছি।

অরি। ঐ যে গত বুধবার আপনাকে বললাম, ব্যাস, গনেশ গিয়ে ধরেছে, সে কিছুতেই থানায়ও যাবে না; আর প্রহ্লাদ কোথায় আছে তাও বলবে না। এখন মিস্ চন্দনা গনেশকে একটু ভয় পাওয়াতে চান···

চৌধুরী। আর সেই অপ্রিয় কাজটা আমাকেই করতে হবে?

অরি। আপনার সঙ্গে আমার যে একটা পরিচয় আছে, সে কথাও তিনি জেনে গেছেন।

চৌধুরী। আচ্ছা মিঃ অরিন্দম, আপনারা···মানে এই বড়লোকেরা ··আমাদের কী পেয়েছেন বলুন তো?

অরি। কেন?

চৌধুরী। আইন মানবেন না।

অরি। আইন? আইনে আটকাচ্ছে কোথায়?

চৌধুরী। যদি গণেশ আমায় জিজ্ঞেস করে বসে, **Who the hell you are.** আমি তার কি উত্তর দেব বলতে পারেন?

অরি। অন্যায় হয়ে গেছে মিঃ চৌধুরী। মানে মেয়েদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও যেন একটা নিরেট হয়ে গেছি।

চৌধুরী। (হেসে ফেলে) আগে কিন্তু ছিলেন না। (রতন, সীতা, গণেশের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।)

সীতা। আমি কোন কথা শুনতে চাইনা, বল আমার পেল্লাদ কোথায়?

(সীতার হাত ধরে রতন আসে, পেছনে গনেশ সীতার হাতে একটা 'দা'।)

সীতা। তোকে আমি আজ খুন করে ফেলব।

রতন। এই! বড় সাহস হয়েছে দেখছি।

সীতা। আমায় ছেড়ে দাও রতনদা। আজ আমি ওটাকে খুন করবই। আমার পেল্লাদকে ও ফেরৎ না দিলে—

রতন। (ধমকে) এই। বেশি বাড়াবাড়ি যদি করিস, চুলের মুঠি ধরে মাথা দেয়ালে ঠুকে দেব।

অরি। সীতা, হাতের দা ফেলে দাও। ফেলে দাও বলছি।

সীতা। না। আজ ওকে আমি কেটে দু'টুকরো করে ছাড়ব (ঠিক সেই সময় কেষ্ট Coffee-র tray নিয়ে আসে। রতন ঝাঁকানী দিয়ে দা ফেলে দেয়)

রতন। ওঃ, কেটে দু'টুকরো করবে; তারপর যখন ফাঁসীতে ঝুলবি ?

সীতা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঝুলব ! ফাঁসীতে আমি ঝুলবো। কিন্তু তার আগে আমার মনের সাধ মিটিয়ে নোব। আমায় ছেড়ে দাও রতনদা। তোমার পায়ে ধরছি তুমি একবার আমায় ছেড়ে দাও। (কেঁদে ফেলে)।

অরি। গনেশ, এই শেষবারের মত আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি। যদি তুমি আগের মত চুপ করে থাক, তাহলে কিন্তু—দেখছ এই ইনস্‌পেক্টর সাহেবকে ? সাবধান, হাতকড়া পড়ে যাবে। প্রহ্লাদ কোথায় ?

কেষ্ট। কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস বলে দে না।

রতন। আমি বুঝতে পারিনা, এতে তোর ক্ষতিটা কোথায় ? ছাখ গনেশ, পেল্লাদের উপর তোর যতখানি অধিকার, সীতারও ঠিক ততখানি অধিকার। সীতারও জানবার অধিকার আছে, ওর ছেলে কোথায়, কেমন আছে ?

গনেশ। ভাল আছে, খুব ভাল আছে।

কেষ্ট। এবার পট্ করে বলে দে কোথায় আছে ?

গনেশ। না, আমি বলব না।

কেষ্ট। তবেই তো অশান্তি বাড়ালি।

রতন। কিন্তু কেন, কেন বলবি না ?

গনেশ। কেন বলব ? শুনে তোমরা কি করবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো আমার পেল্লাদ ভাল আছে, খুব ভাল আছে। আমি যা করেছি তার চেয়ে ভাল তোমরা ওর কেউ করতে পারতে না।

সীতা। মিথ্যে কথা বলছে হুজুর, ও মিথ্যে কথা বলছে। ওকে জিজ্ঞেস করুন হুজুর, এই সেদিন যে ও অমন কশাইর মত আমার ছেলেকে মারলে সেটা কি খুব ভাল কাজ ?

গনেশ। আমি মেরেছিলাম হুজুর, কারণ—

সীতা। কারণ আমার পেল্লাদ দু'টো জিলিপি কিনে খেয়েছিল—

গনেশ। না হুজুর। জিলিপি কিনে খেলে আমি কিছু বলতাম না। কিন্তু পেল্লাদ আরেকজনের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে জিলিপি কিনেছিল।

সীতা। ঐটুকু ছেলে, পয়সা যদি চেয়েই থাকে তাহলে অন্যায় কি করেছে ?

ও কোনোদিন আঁধার করে ডেকে আমার পেল্লাদকে একটা পয়সা দিয়েছে। সেদিন যে আমার ছেলে দু'টো লেমেনজুস খেতে চেয়েছিল, তাও কি এনে দিয়েছিল ?

গনেশ। দিইনি হুজুর, দিতে পারিনি। অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও আমি আমার পেল্লাদকে কিছু দিতে পারিনি। কিন্তু তবু বলছি আমি তার বাপ—

সীতা। বাপ ? তোর লজ্জা করে না। তুই বাপ নোস ; তুই শত্রু, শত্রু। আমার পেল্লাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

গনেশ। শত্রু আমি না তুই ! তুই আমার ছেলেকে চোর তৈরি করেছিস।

সীতা। এই সাবধান বলে দিচ্ছি।

অরি। মিঃ চৌধুরী, **Please** দয়া করে **Problem**টা **solve** করে দিন। আপনি বিশ্বাস করুন, আজকের মধ্যে **final report submit** না করলে হয়ত **suspend** হয়ে যাবে।

চৌধুরী। (উঠে দাঁড়ায়) ঘনশ্যাম। (গনেশ চমকে ওঠে) ঘনশ্যাম তুমি চোর। একদিন তুমি চুরি করে একটি মেয়েকে গাঁ থেকে নিয়ে পালিয়েছিলে।

গনেশ। হ্যাঁ Sir।

চৌধুরী। তুমি নাম বদলে এখানে চাকরি ক'রছ ?

গনেশ। হ্যাঁ Sir।

চৌধুরী। চোরের কথা কেউ বিশ্বাস করে না আমরাও করব না !

গনেশ। আমায় হাজতে বন্ধ করে দিন Sir।

চৌধুরী। দরকার হ'লে তা আমি করব। সীতার নালিশ প্রমাণ হলেই তুমি হাজতে বন্ধ হবে। কিন্তু একটা কথা তোমায় আমি জানিয়ে রাখি, তুমি সীতার ছেলেকে কার কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছ সে খবর আমি রাখি।

গনেশ। কি বললেন ? আমি আমার পেল্লাদকে—

চৌধুরী। পয়সার লোভে তুমি একজনকে কথা দিয়েছ, সীতার প্রহ্লাদকে তুমি তার কাছে বিক্রী করবে।

গনেশ। মিথ্যে কথা ! যে বলেছে সে মিথ্যে বলেছে—হুজুর আমি বাপ !

চৌধুরী। তুমি চোর ! তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি বাপ নও ! জিজ্ঞেস কর সীতাকে, জিজ্ঞেস কর এদের সকলকে ! তুমি সীতাকে বিয়ে করনি।

আমরা সকলে বলতে পারি তুমি প্রহ্লাদের বাপ নও, তার বাপ হ'তে পার না। তার কোন উপকার তুমি করতে পার না!

গনেশ। তাহলে যান গিয়ে দেখে আস্থন, বড়িষার রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমি কাকে ভর্ত্তি করে এসেছি। কার জন্যে আমি ঠাকুরের পায়ে আমার জীবনের সমস্ত উপার্জন দিয়ে বলে এসেছি, ঠাকুর আমার সব রইল, ওকে তুমি দেখো। (খানিকটা সময় কাটে)

চৌধুরী। মিঃ অরিন্দম! আমি চললাম।

অরি। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি! (অরিন্দম ও চৌধুরীর প্রস্থান)

গনেশ। সীতা! আমি চোর! একদিন তোকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম। মিথ্যে কথা বলে তোকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস কর, তোর পেল্লাদকে আমি ঠকাইনি! তোর কাছে আমি যাই হই না কেন, তোর পেল্লাদের কাছে আমি খাঁটি! (বাইরে চলে যায়)

রতন। কি রে একেবারে মাটির পুতুল হয়ে গেলি যে? যা, এতক্ষণ ছেলে ছেলে করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলি, যা এবার গিয়ে তোর পেল্লাদকে নিয়ে আয়।

সীতা। না রতনদা, ঐ ছেলে ছেলে করে সত্যি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম যে ঐ পেল্লাদটার শরীরে ঐ মিন্সেটার রক্তই তো বইছে!

রতন। যাক্, তবু এতদিনে তোর যে মাথায় এ কথাটা ঢুকল!

সীতা। তোমরা আশীর্বাদ কর রতনদা, এরপর ঐ মিন্সে যখন আমার পেল্লাদকে মারবে, তখন আমি যেন সহ্য করতে পারি। (প্রস্থান)

কেষ্ট। মোরগ লড়াইটা কিন্তু বেড়ে জমেছিল দাদা। আর একটু হলে আরও জমতো, কি বল?

রতন। এগুলো তুলে নিয়ে এখান থেকে যা দেখি, সারাদিন শুধু বক্‌বক্ আর বক্‌বক্! মেমসাহেব তো নেই, তোরও পোয়া বারো।

কেষ্ট। বারো কি দাদা, তেরো। আজ রাত ৯টায় 'তুহী মেরী জিন্দগী' আর সঙ্গে থাকবে 'তুহী মেরী পেয়ারী'—স্থশীলা! দিদিমনির কাছ থেকে ছুটি পেয়ে গেছি।

[Coffee-র tray তুলে নিয়ে ভেতরে পালায়। ওদিকে বাইরে প্রচণ্ড হাসির শব্দ! একটু পরে স্থরজিত, শৈবাল, চন্দনা ও অরিন্দম প্রবেশ করে! রতন একটু আড়ালে দাঁড়ায়।]

সুরজিত। Oh my God, আমি আর হাসতে পারছি না! আমার পেট ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে।

শৈবাল। তবু ভাগ্যিস তুই এখানকার মশা দেখিসনি, তাহলে তো faint হয়ে পড়তিস।

চন্দনা। আহা, ভয়ে আমার বলে বক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে, আর তোমাদের হাসিই থামতে চায় না!

সুর। Oh Please চন্দনা। তুই একটু চুপ কর।

চন্দনা। আচ্ছা তুমিই বল রতনদা; রাস্তায় এই এত বড বড় ইঁদুর ঘোরাফেরা করলে ভয় করবে না! তাও আবার size কি? এই!

শৈবাল। তাও তো তুই বড়বাজারী ইঁদুর দেখিসইনি। রতন মাষ্টারকে জিজ্ঞেস কর না, এই size আর এই কুঁদো। মানে ছোটখাট গোসাপের বাচ্চা।

চন্দনা। বাপী, পাগলা মামা আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে।

শৈবাল। ভয় কি রে? সত্যি বলছি, সব সময় ঘোরাফেরা করে, রাস্তার লোকদের care-ই করে না।

চন্দনা। বাপী!

শৈবাল। চারটে মুড়ি নিয়ে ওদের সামনে যা, দেখবি হাত থেকে মুডি পর্যন্ত খেয়ে গেছে।

সুর। চুপ কর শৈবাল, নয়ত সত্যি ও faint হয়ে পড়বে।

শৈবাল। কি রে সত্যি কি তুই faint হয়ে পডবি? তা ভালই হবে। দুই মামা ভাগ্নীতে মিলে faint হয়ে পড়ে থাকবো, তাহলে বাইরের আর কোনো চিন্তা মাথায় ভিড় করবে না! কি বলিস?

সুর। তোমাকে তো ইন্দ্রাণী ছাডা আর কেউ faint করতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

শৈবাল। না সুরজিতদা, ইন্দ্রাণী তবু বুঝে সুঝে মানে রয়ে সয়ে কোপ মারে কিন্তু লেংড়ী তো ভাবতে সময় দেয় না, মানে without notice.

সুর। কি রকম?

শৈবাল। জিজ্ঞেস কর। কাল হঠাৎ Trircaতে বসে বলে বসলো—আর আমি ঠিক সেই সময় একটা হাড় চিবুচ্ছি, বিষম খেয়ে মরেছিলাম আর কি।

চন্দনা। আহা, পাগলা মামা যেন কি, আমি এমন কি বলেছিলাম ?

শৈবাল। তার মানে ?

চন্দনা। তুমি বলনা আমি কি বলেছিলাম ? বল ! বুঝলে বাপী, আমি বলেছিলাম যে আমাদের Union এর জন্য পাগলা মামাকে..দশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে। (শৈবাল কেশে ফেলে) দেখছো বাপী, কেন দশ হাজার টাকা পাগলা মামা দিতে পারে না ?

শৈবাল। পারি। আমায় তুই খুন কর, তারপর Insurance কোম্পানী থেকে—

চন্দনা। থাক্, আমার চাই না !

সুর। আহা, চটছিস কেন, দশ হাজার টাকা নিয়ে তুই করবি কি আগে বলবি তো ?

শৈবাল। ওর ওই Union এর জন্য School খুলবে।

চন্দনা। নিশ্চয়ই ! পাগলা মামার দশ হাজার, আমার ভাল মায়ের পঁচিশ হাজার আর বাপীর পঁচিশ হাজার। [এইবার সুরজিত থ' হয়ে যায়। শৈবাল হো হো করে হেসে ওঠে।]

চন্দনা। হাসো ! খুব হাসো ! কিন্তু যেদিন আমার School এর opening ceremony-তে invitation card পাবে সেদিন আমিও হাসবো।

(প্রস্থানোদ্যত)

শৈবাল। এই শোন !

চন্দনা। দাঁড়াও আসছি। (ওপরে যায়)

শৈবাল। সত্যি সুরজিতদা, তোমার মেয়ে-ভাগ্য আছে।

সুর। ও তোমার লেংড়ী।

শৈবাল। না না সুরজিতদা, ঐ লেংড়ীর কথা আমার কাছে আর ব'ল না। লেংড়ীর কথা আমি ভুলে যেতে চাই।

সুর। আমার চন্দনা মা এসে আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে শৈবাল। আমি আর পেছনে তাকাবো না।

শৈবাল। বুঝিনা বুনোর মনটা কি দিয়ে তৈরী। (টেলিফোন বেজে ওঠে)

অরি। (টেলিফোনে) অরিন্দম বলছি ··হ্যাঁ, আছেন···কোথা থেকে· I see. (টেলিফোন আড়াল করে) Mr. Gupta আপনার call.

শৈবাল। আমার !

অরি। সুখলাল কারনানী Hospital থেকে Dr. Bagchi !

শৈবাল। (টেলিফোনে) Dr. Bagchi…বলুন কি ব্যাপার, হঠাৎ আমাকে আবার কি দরকার পড়লো ?……এক্ষুণি যাবো ?……কিন্তু ব্যাপারটা কি ?……এঁ্যা !…আঃ এর মধ্যে আবার আমার মত নেবার কি আছে ?… **Sure ! Indrani's life is much more valuable** …আমি যাচ্ছি ! (টেলিফোন নামিয়ে) আমি বুঝি না সুরজিতদা, ডাক্তারদের বুদ্ধিসুদ্ধি কি দিনদিন লোপ পাচ্ছে ?

সুর। কেন, কি হ'ল ?

শৈবাল। আমায় বলছে Hospital-এ গিয়ে একটা card-এ সই দিয়ে আসতে হবে—মা এবং সন্তানের মধ্যে কার জীবন আমি চাই !

সুর। কি বলছ তুমি শৈবাল ?

শৈবাল। এটুকু বোঝে না, সন্তান নিয়ে আমি কি করব ? ইন্দ্রাণী ছাড়া ঐ শত্রুর আমার কাছে কতটুকু দাম !

সুর। শৈবাল !

শৈবাল। আমি আসছি সুরজিতদা, ঐ শত্রুর কবল থেকে আমার ইন্দ্রাণীকে মুক্ত করে আমি আসছি !

সুর। মনে থাকে যেন শৈবাল, আজ সন্ধ্যের function তুমি না আসা পর্যন্ত কিন্তু তোমার লেংড়ী—

শৈবাল। থাকবে সুরজিত দা, লেংড়ীর কথা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে !
(বাইরে যায়। টেলিফোন বাজে)

অরি। (টেলিফোনে) অরিন্দম বলছি……Dr. Ghosal…হ্যাঁ আছেন। আপনি একবার ধরুন Sir. (চন্দনা আসে)

চন্দনা। বুঝলে পাগলা মামা, তোমার ছেলে হলে আমাদের স্কুলে · একি ! পাগলা মামা চলে গেল ?

সুর। হ্যাঁ, Hospital-এ গেল ! ইন্দ্রাণীর delivery-র সময় ওকে কাছে থাকতে হবে !

চন্দনা। ভয়ের কিছু নেই তো ?

সুর। না না ভয়ের কি ?

অরি। Sir, আপনার সঙ্গে Dr. Ghosal কথা বলতে চান।

সুর। কে ?

অবি। Dr. Ghosal Sir.

সুর। বলে দাও, ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই!

চন্দনা। বাপী!

সুর। **I don't like to talk to that Scoundul.**

চন্দনা। ডাক্তার কাকুর উপর তুমি অবিচার করছ!

সুব। ওকে তুই চিনিস না! তুই জানিস না, কত বড় ক্ষতি ও আমার করেছে!

চন্দনা। না বাপী, ডাক্তার কাকু তোমায় কত ভালবাসেন তা তুমি বুঝতে যদি আমার ভাল মাকে লেখা তার চিঠি তুমি পড়তে!

সুর। He is a Cheat.

চন্দনা। তিনি ওভাবে না লিখলে হয়ত আমার আসাই হ'ত না! মিঃ অরিন্দমের চিঠি আর ডাক্তার কাকুর চিঠি পড়ে আমি আর থাকতে পাবলাম না!

সুর। অরিন্দমও তোকে চিঠি লিখেছিল?

চন্দনা। হ্যাঁ বাপী! মিঃ অরিন্দম তাঁর চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেমন করে আমি এসে তোমাকে, তোমার businessকে বাঁচাতে পারি! তোমার চেয়েও তোমার business-এর প্রতি ওঁর বোধ হয় বেশি টান!

সুর। অরিন্দম!

অরি। না Sir. আমি কিন্তু সে ভাবে—

সুর। তুমি চন্দনাকে চিঠি লিখেছিলে?

অরি। হ্যাঁ Sir. (সুরজিত তাকিয়ে থাকে অরিন্দমের দিকে) এখানে এত কাজ Pending পড়েছিল যে—এ ছাড়া আমি আর কোন উপায় দেখলাম না Sir! মিস্ চন্দনাকে এখানে আসতে লিখে আমি কি অন্যায় করেছি Sir!

সুর। অন্যায়! No my child. তুমি অন্যায় করতে পারো এ আমি কখনও কল্পনার মধ্যেই আনতে পারি না! জানিস চন্দনা—এই অবিশ্বাসের যুগে ওকেই আমি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করেছি! **He is more than a son to me.** আমার ছেলে থাকলে এর চেয়ে বেশি কিছু করতো না! তাই আমার মনে একটা **Proposal** এসেছে!

চন্দনা। কি **Proposal** বাপী?

সুর। সময় আসুক বলব! আমার মনে হয় আমার Proposal শুনলে তোরা খুশী হবি!

চন্দনা। কবে বলবে বাপী?

সুর। হয়ত আজই! (হাসতে হাসতে ওপরে চলে যায়)

[অরিন্দম ও চন্দনা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে।]

দ্বিতীয় পর্ব্ব : দ্বিতীয়াংশ

(সময় সন্ধ্যা। উৎসব মুখরিত বাড়ি। অতিথিদের সমাবেশে ঘরটি জমজমাট। গল্পগুজবের অভাব নেই। থেকে থেকে হাসির ফোয়ারা উঠছিল। অরিন্দম ও চৌধুরী ডানদিকের কোণে অর্গানের পাশে দাঁড়িয়ে। একটি হাল্কা ইংরেজি সুর বাজছিল। বেয়ারারা drinks serve করছে।)

সজল। (অরিন্দমকে) কি হল! মিষ্টার সিনহার কোন খবর পাওয়া গেল?

দেবা। কোথায় গেছেন উনি?

অরি। সুখলাল হসপিটালে একটা urgent case. এক্ষুণি এসে পড়বেন।

সজল। কিন্তু এদিকে যে রাত বেড়ে চলছে।

দেবা। আমার আবার মিসেস রয়ের সঙ্গে একটা important appointment রয়েছে।

অরি। রতন, মিস সিনহাকে খবর দাও যে, function আরম্ভ করতে আর দেরী করা উচিৎ হবে না। (রতন মাথা নেড়ে দোতালায় যায়)

সজল। That's correct. মিষ্টার সিনহা না হয় নাই রইলেন, আমরা তো আর তাঁর সঙ্গে introduced হতে আসিনি।

দেবা। বরং মিষ্টার সিনহা থাকলেই একটু—(দুজনেই হাসে)

চৌধুরী। মিঃ গুপ্ত আপনার madam এর আপন দাদা?

অরি। হ্যাঁ!

চৌধুরী। Funny.

অরি। ভাবাই যায়না, কি বলেন!

চৌধুরী। (হাসে)

অরি। হাসলেন কেন?

চৌধুরী। আপনার madam এর উপর আপনার খুব রাগ।

অরি। রাগ। হু। (রতন নেমে আসে)।

রতন। সেক্রেটারীবাবু মিসিবাবা বললেন সাহেব না আসা পর্য্যন্ত তিনি আসতে পারছেন না। আপনাকে আর একবার হাসপাতালে টেলিফোন করতে বললেন। (অরিন্দম Telephone তুলে নেয়)

সজল। নিন, আবার **Telephone.**

দেবা। তার মানে আরও অপেক্ষা—?

আশীষ। অগত্যা!

দেবা। কিন্তু এদিকে যে মিসেস রয়—

সজল। আর এদিকে যে মিস সিনহা—(সকলেই হাসে)

রয়। **I say P. C.** বড্ড dull লাগছে, একটা উপায় কর।

সজল। আমি আর কি করব বলুন, আমি গাইতেও জানিনা, বাজাতেও জানিনা।

আশীষ। তবে নাচতে জানেন। (সকলে হাসে)

অরি। **(Telephone** রেখে) **Ladies and Gentlemen,** আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে—

সজল। আবার দুঃখ—!

দেবা। না না, আজ আবার দুঃখ কেন?

সজল। আজ শুধু **drink and be marry.**

অরি। **Mr Sinha** র আসতে একটু দেরী হবে তাই বলে দিলেন।

রয়। **Never mind, we can start our function.**

সজল। অসুবিধেরও কিছু নেই। আমাদের মধ্যে দেববাবু যখন উপস্থিত তখন—

দেবা। আমি? পাগল।

সজল। কেন?

দেবা। **Paris** ছাড়ার পর গানও ছেড়ে দিয়েছি।

সজল। সে কি! আমি যে শুনেছিলাম আপনার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে Parisএর লোকেরা থ' হয়ে গিয়েছিল।

দেবা। এখানে হবে না। কারণ এখানে আমার গান কেউ বুঝবে না।

ক্ষিতীশ। আমি বলি কি সময় নষ্ট না করে আমরা মণ্টুবাবু ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্রী ছায়াদেবীকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই মনোরম সন্ধ্যাটিকে একটি মধুর সুরে মাতিয়ে তোলেন।

রয় । I second it. (সকলে 'hear, hear' বলে হাততালি দেয়)

মণ্টু। সে কি, আমি যে এর জন্য মোটেই প্রস্তুত নই।

সজল। আপনি নাই বা থাকলেন, কিন্তু আমরা তো প্রস্তুত।

সকলে। না না ওসব আমরা শুনব না। আপনাকে গাইতেই হবে।

(মণ্টুবাবু ও ছায়াদেবী অর্গানের সামনে বসলেন। তাঁকে ঘিরে সবাই গান শুনতে থাকে। মঞ্চের সামনে ডানদিকে চৌধুরী ও অরিন্দম নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে)

চৌধুরী। কি ব্যাপার মিঃ অরিন্দম। কোন খারাপ খবর আছে বুঝি?

অরি। মিসেস গুপ্ত মারা গেছেন। সন্তান জন্মাবার খানিকক্ষণের মধ্যেই—

চৌধুরী। I see.

অরি। এখন ভয় হচ্ছে কথাটা মিস চন্দনার কানে যাওয়া মানেই তো—

(গান শোনা যায়। গানের শেষে সকলে হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো।)

সজল। কেমন লাগলো মিঃ দেব।

দেব। ভালই তবে—

সজল। তবে Parisএর লোকেরা এ গান বুঝতো না। (সুরজিৎ আসে)

রয়। Halo Mr Sinha we are all anxiously waiting for you.

সুর। I am Sorry! অরিন্দম।

অরি। Sir.

সুর। চন্দনাকে জানাওনি তো?

অরি। No Sir, তাঁকে এখনও বলা হয়নি।

সুর। Good

[সিঁড়ির উপর দেখা যায় চন্দনাকে। নব পরিণীতা বঁধূর বেশ। অতিথিরা সবাই নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সুরজিত 'এক পা এক পা' করে এসে সিড়ির মুখটায় দাঁড়ায়। চন্দনা এসে সুরজিতের সামনে দাঁড়ায়। সুরজিত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। দুহাতে চন্দনাকে ধরে ডাকে 'কল্যাণী'। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনা হেঁসে ঘোমটা সরিয়ে দেয়]

চন্দনা। ও বাপী, বাপী, বাপী। তুমি শেষে ভুল করলে? (চন্দনা হাসতে থাকে, বনানীর গলার আওয়াজে সে হাসি থেমে যায়)

বনানী। চন্দনা। এ সাজে কে তোমায় সাজতে বলেছে?

চন্দনা। Mummy.

বনানী। আমি জবাব চাই। কার অনুমতি নিয়ে তুমি এ শাড়ী পরেছ?

চন্দনা। কারুর নয় mummy. It was just a joke'

বনানী। A joke. কিন্তু কেন? তোমাদের এ রসিকতা আমার সঙ্গে কেন? বল! কেন? কেন? কেন?

(বনানী পাগলের মত চন্দনার গালে চড় মারতে থাকে। চন্দনা 'বাপী' বলে সুরজিতের বুকে লুটিয়ে পড়ে। সুরজিত ধমকে ওঠে)

সুর। বনানী।

বনানী। ছেড়ে দাও ওকে। **I say leave her.** ওকে ছেড়ে দাও।

সুর। **I say, get out.**

বনানী। **No, I shall not.** এ বাড়ী আমার, এখানকার সব কিছু আমার।

সুর। না, এখানকার কিছুই তোমার নয়। সে অধিকার তুমি হারিয়েছ।

অরিন্দম। **Get her out.**

বনানী। **What do you mean?**

সুর। **I mean you get out.** তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই, তুমি **court**এ যেতে পার।

বনানী। সুরজিত।

সুর। (চেঁচিয়ে) অরিন্দম। (অরিন্দম বনানীর কাছে আসে)

বনানী। সুরজিত। এভাবে তুমি আমায় অপমান করতে পারলে সুরজিত।
(বনানী ওপরে চলে যায়)

সুর। **I don't like to see her face here anymore Arindam.**

চন্দনা। বাপী, আমায় তুমি এক্ষুনি আমার ভাল মা'র কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে আর থাকবো না।

সুর। চন্দনা, **please take it easy my darling.** তুই না থাকলে আমি বাঁচবো কাকে নিয়ে বলতে পারিস? (চন্দনা কেঁদে ফেলে)

সুর। (অতিথিদের প্রতি) **My honourable guests,** আপনাদের কাছে আমরা মা'য়ে ছেলেতে মিলে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। **we are extremly sorry.**

রয়। **Mr. Sinha. Let's start the function.**

সুর। **Oh sure.** চন্দনা! এঁরা সকলে তোমার গান শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।

চন্দনা। **Excuse me** বাপী।

রয়। **Come on Chandana.**

চন্দনা। Please, আমি পারছি না।

সুর। রয়, please don't mind. চন্দনা এতটা আশা করতে পারেনি।

রয়। I can also feel that Mr. Sinha. তাহলে আজ আর আমরা সময় নষ্ট করব না। (অতিথিদের) Gentlemen we have been deprived of, what we call, of a charming Rabindra Sangeet by miss Sinha. But then in near future we can expect something more, a new thrill in this house. Something very very interesting. আমরা সবাই মিস সিনহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার কামনা নিয়ে আজকের মত এই বলে বিদায় নেব, যে ভবিষ্যতে মিষ্টার সিনহার proposal যেদিন ফলপ্রসু হবে সেদিনটিতে আমরা বাদ না পড়ি। Good night everyone.

(সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে)

দেবা। চলুন মিঃ মুখার্জী। আজকের weather forecast হচ্ছে, বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। (একে একে সকলেই বিদায় নেন)

চৌধুরী। মিস চন্দনার উপর নজর রাখবেন।

অরি। নিশ্চিন্ত থাকুন। আর কোন accident আমি হতে দেব না।

চৌধুরী। Good night.

অরি। Good night Sir. (চৌধুরী চলে যায়)

সুর। অরিন্দম!

অরি। Sir.

সুর। I like to fly down to Bombay right now. তিনখানা seat reserve করবে।

অরি। I shall get it done sir. (বাইরে যায়। সুরজিত চন্দনার কাছে আসে)

সুর। ভুলে যাস না মা, আমি এখনও বেঁচে আছি।

চন্দনা। কিন্তু কেন mummy সকলের সামনে আমাকে অপমান করলে, কি করেছি আমি? (বিমান আসে)

বিমান। সুরজিত। বনানী কোথায়? (সুরজিত উত্তর দেয় না) Please সুরজিত, বনানী যদি এসে থাকে, ওকে একবার ডেকে পাঠাও।

সুর। Guest room-এ গিয়ে অপেক্ষা কর।

বিমান। সুরজিত, এর আগে তুমি বহুবার আমায় অপমান করেছ, ভবিষ্যতে আরও বহু সুযোগ হয়ত পাবে। কিন্তু আজ আমায় রেহাই দাও। Please বনানীকে একবার ডাকো, ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সুর। প্রয়োজন ওকে তোমার চিরকালই ছিল Doctor, তবে এত লুকোচুরি কেন? কি চাও তোমরা আমার কাছে? কত টাকা চাও?

বিমান। সুরজিত।

সুর। আমার **last faithing**-টুকু তোমায় দেব, **but for heaven's sake drag her out of this house.**

বিমান। সুরজিত বনানীর জীবন আজ বিপন্ন। যে কোন মুহূর্তে ও আত্ম-হত্যা করতে পারে।

সুর। আত্মহত্যা!

বিমান। আমার **Chamber** থেকে একটা বিষাক্ত ওষুধ তুলে নিয়ে এসেছে। তার এক ফোঁটা পেটে যাওয়া মানে—

চন্দনা। কাকু।

বিমান। **She can kill herself any moment.**

(চন্দনা ওপরে যাবার জন্য পা বাড়ালো)

সুর। চন্দনা, তুমি যেও না।

চন্দনা। কিন্তু বাপী, **mummy** যদি সত্যি—

সুর। **Let that witch go to hell.**

চন্দনা। বাপী।

সুর। আত্মহত্যা যদি বনানী করে, তবু বুঝবো খানিকটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করে গেল।

বিমান। না সুরজিত না, তুমি এখনও একটা ভুল ধারণা—**anyway**, সে সব কথা তুলে আজ কোন লাভ নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখ সুরজিত, বনানী অসুস্থ। এ অবস্থায় অনেকে পাগল হয়ে যায়।

সুর। তার জন্য তুমি রয়েছ, তোমার **chamber** রয়েছে।

বিমান। ভুল করছ সুরজিত আমি ডাক্তার, তুমি স্বামী। (অরিন্দম আসে)

অরি। **Sorry Sir**, কাল সকালের আগে কোন **plane chartered** পর্যন্ত করা গেল না।

সুর। **Driver**কে গাড়ী বার করতে বল, আর অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা কর। এ বাড়ী থেকে দূরে, অনেক দূরে।

চন্দনা। মিঃ অরিন্দম, আপনি আমার সঙ্গে একবার ওপরে আসবেন।

স্বর। না না তুই ওপরে যাস না চন্দনা।

চন্দনা। কিন্তু এই পোষাকে—

স্বর। যেমন আছে থাক, তবু তুই ওপরে যাস না। **you don't know that snake.**

চন্দনা। তাহলেও আমার **Vanity bag**-টা চাই।

অরি। আমি এনে দিচ্ছি। (অরিন্দম ওপরে যায়)

বিমান। স্বরজিত এ তুমি কি করছ ?

স্বর। তোমার দুঃখ হচ্ছে ?

বিমান। হ্যাঁ স্বরজিত। বনানীর জন্য সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে। ভাবছি কি দেখে তোমার মত এমন একজনের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়ালো ?

স্বর। নিশ্চয়ই সেটা তোমার অজানা নয় ?

বিমান। তোমার সম্পত্তির ওপর লোভ ? তাহলে আজ নয়, ষোল বছর আগেই ও সব নিজের নামে লিখে নিতে পারতো, যেদিন তুমি পাগলের মত বনানীর কাছে আত্মসমর্পন করেছিলে।

স্বর। তাহলে কি ভালবাসার টানে ঐ বনানী—

বিমান। হ্যাঁ স্বরজিত। আসলে বনানী তোমাকে ভালবেসেছিলো।

স্বর। **Really.** বনানীও ভালবাসে ?

বিমান। বাসে। তুমি যতখানি কল্যাণীকে ভালবাসতে, তার চেয়ে বেশী বনানী তোমাকে ভালবাসে। (স্বরজিত হাসে) শুধু তফাৎ হলো—তোমার ভালবাসা কল্যাণী বুঝেছিল, কিন্তু বনানীর ভালবাসা তুমি বুঝলে না। (রতন আসে)

রতন। **Dinner** এর সময় হয়ে গেছে মিসিবাবা।

স্বর। না। আজ আমরা **dinner** বাইরে করব। (অরিন্দম আসে)

অরি। আপনার **vanity bag** কিন্তু আপনার ঘরে নেই **miss Sinha.**

চন্দনা। নেই ? কিন্তু একটু আগেই যে আমি **dressing table**-টার উপর রেখে এলাম।

রতন। আমি নিয়ে আসছি মিসিবাবা। (ওপরে যায়)

চন্দনা। রতনদা, কাউকে বল আমাকে এক গ্লাস জল দিতে।

স্বর। অরিন্দম। তুমি জল নিয়ে এস।

অরি। আমি স্যার ?

স্বর। Yes, a fresh tap water. (অরিন্দম ভেতরে যায়)

চন্দনা। কেমন করে বাপীর আর mummy-র মধ্যে এ ঝগড়া মিটবে বলতে পারেন কাকু ?

বিমান। কেমন করে মিটবে তা আমি জানি না মা। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যেদিন এ ঝগড়া মিটবে, সেদিন আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হব। (শৈবাল আসে)

চন্দনা। পাগলা মামা, আমি কতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করলাম, আর তুমি এলে না ?

শৈবাল। পারলাম না রে লেংড়ী। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ইন্দ্রাণীকে ঐ ভাবে ফেলে রেখে আমি আর আসতে পারলাম না।

বিমান। ইন্দ্রাণী কেমন আছে শৈবাল ?

শৈবাল। ভাল আছে বিমানদা। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, air-conditioned box-এ ইন্দ্রাণী ঘুমুচ্ছে।

বিমান। শৈবাল।

শৈবাল। কত ডাকলাম। কিন্তু একটি বারের জন্যও আমার ডাকে সাড়া দিল না। (ক্ষানিক সময় কাটে)

শৈবাল। বিমানদা, এবার কিন্তু ইন্দ্রাণীর পরামর্শের কোন প্রয়োজন হবে না। আমার ঐ শত্রুকে নিজের বলে পরিচয় দিতে পার।

বিমান। শৈবাল।

শৈবাল। দোহাই তোমার বিমানদা, তোমার মত পালটিও না।

বিমান। Don't be impatient শৈবাল। After all ইন্দ্রাণীর সন্তান তোমারও সন্তান।

শৈবাল। না! আমার সন্তান নয়, আমার শত্রু। আমার কাছ থেকে আমার ইন্দ্রাণীকে আলাদা করে দিয়েছে!

চন্দনা। পাগলা মামা! তুমি কোথায় যাচ্ছ পাগলা মামা ?

শৈবাল। জানি না রে! কোথায় গেলে আমার ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যাবে তা আমি জানি না।

চন্দনা। তুমি যেও না পাগলা মামা! তুমি যেও না! (শৈবাল চলে যায়)

[চন্দনা কেঁদে ফেলে। অরিন্দম ও গীতা জল নিয়ে আসে। রতন Vanity bag নিয়ে আসে]

চন্দনা। বাপী, তুমি ফিরতে বল বাপী, কাকু! পাগলামামাকে ফিরতে বলুন!

বিমান। ও ফিরবে না চন্দনা!

চন্দনা। ফিরবে কাকু, আপনারা বললেই পাগলামামা ফিরবে।

বিমান। না মা, যতদিন না ওর মন থেকে ইন্দ্রাণীর সব স্মৃতি কেউ মুছে ফেলতে পারছে, ততদিন ও ফিরবে না!

চন্দনা। মিঃ অরিন্দম, আমার সঙ্গে একবার **Hospital**-এ চলুন।

স্বর। চন্দনা।

চন্দনা। বাপী পাগলামামা যাই বলুক, কিন্তু ঐটুকু শিশুকে একলা ফেলে পাগলামামা কিছুতেই থাকতে পারবে না। চলুন মিঃ অরিন্দম। **Just a minute.** (রতনের হাত থেকে **Vanity bag**টা নিয়ে **Lipstick** লাগায়)

রতন। হুজুর। আপনার সামনে কোনদিন মাথা উঁচু করিনি, আজও পারব না। কিন্তু এখানে আমি আর থাকতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলুন।

বিমান। আমি চললাম স্বরজিত। যদি পার বনানীর সঙ্গে দেখা ক'রো।

[চন্দনা জল খায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই কেশে ফেলে এবং তারপর তার সমস্ত শরীর বেঁকে যায়। হাতের গ্লাসটা কোনরকমে টেবিলের উপর রাখে]

সীতা। (ভয় পেয়ে) মিসিবাবা। মিসিবাবা।

[চন্দনা টাল সামলাতে পারে না। বিমান ছুটে আসে। সোফার ওপর শুইয়ে দেয়। পরীক্ষা করে নাড়ী, চঞ্চল হয়ে ওঠে]

বিমান। গাড়ী থেকে **bag**টা অরিন্দম।

অরি। (কিছু বুঝতে পারে না) **Sir.**

বিমান। (চেঁচিয়ে ওঠে) **I say, Get my bag.** (অরিন্দম ছুটে বেরিয়ে যায়, বিমান দোতলার দিকে তাকায় তারপর ছুটে যায় দোতলায়)

রতন। এই জলে কি মিশিয়েছিস?

সীতা। আমি?

রতন। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই। বল্, জলে কি মিশিয়েছিস?

সীতা। না না আমি কিছু—

রতন। মিথ্যে কথা। তোর হাতের জল খেয়েই মিসিবাবা—

সীতা। বিশ্বাস কর রতনদা, আমি—

রতন। হুজুর, ও মিথ্যে বলছে! ও মিথ্যে বলছে। একটু আগে ও মেম-সাহেবের ঘরে গিয়েছিল।

সীতা। না, রতনদা—

রতন। ওকে পুলিশে দিন হুজুর, ওর ফাঁসী হোক, ও মরুক।

সীতা। না না, আমি কিছু করিনি, আমি কিছু জানিনা। আমি সত্যি বলছি রতনদা। আমি আমার পেল্লাদের মাথায় হাত রেখে বলতে পারি—

রতন। বলিস না, বলিস না, এতবড় মিথ্যে বললে তোর পেল্লাদের তেরাত্তির পোয়াবে না।

সীতা। রতনদা! (অরিন্দম bag নিয়ে ঢোকে)

রতন। সেক্রেটারীবাবু, আপনি সাক্ষী, এই শয়তানী টাকার লোভে মিসিবাবার জলে বিষ মিশিয়েছে।

সীতা। রতনদা।

রতন। আমি নিজে ওকে পুলিশের কাছে হাজির করব। চল্।

সীতা। আমায় ছেড়ে দাও রতনদা। আমি সত্যি বলছি—

রতন। (ধমক দিয়ে) চল্।

[সীতা চেঁচাতে থাকে। রতন টানতে টানতে সীতাকে বাইরে নিয়ে যায়। বিমান টানতে টানতে বনানীকে নিয়ে আসে]

বনানী। আমাকে ছেড়ে দাও বিমান। আঃ, আমাকে ছেড়ে দাও।

বিমান। **Look. Look at her.** তাকিয়ে দেখ, চন্দনা মরে গেছে। **She is dead.**

বনানী। আমি তার কি করব?

বিমান। কিন্তু এ তুমি কেন করলে বনানী? বল, কেন করলে? বল, কেন করলে?

বনানী। আমি কিছু করিনি।

বিমান। এতদিন সুরজিত তোমাকে অভিযুক্ত করেছে, আর আমি প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু আজ আমি তোমায় অভিযুক্ত করছি।

বনানী। বিমান।

বিমান। **Yes, you have killed Sumita and Chandana.** সুমিতা চন্দনাকে তুমি খুন করেছ।

বনানী। **I say will you stop** বিমান। ভুলে যেও না এটা আমার বাড়ী, আমি মিসেস স্বরজিত সিনহা, আমাকে অপমান করার সাহস কারুর নেই।

বিমান। বনানী।

বনানী। না, তোমারও না। আর মনে রেখ, আমার বিচার করার আধিকারও তোমাদের কারুর নেই। (ওপরে প্রস্থানোদ্যত)

অরি। দাঁড়ান। (বনানী ঘুরে দাঁড়ায়) আপনার বিচার এবার আমি করব **madam.**

বনানী। অরিন্দম।

অরি। মিস্ স্বমিতাব বেলায় আপনি বেঁচেছিলেন, কারণ প্রমাণ ছিল না। কিন্তু এবার আপনি বাঁচবেন না।

বনানী। **Is that a challange Arindam ?**

অরি। **Yes, this is a challange.** প্রমাণ যদি আমি না পাই, তবুও, আপনাকে বাঁচতে দেব না, **this is challange to you.** (বাইরে যায় বিমান তাকিয়ে থাকে বনানীর দিকে)

বনানী। তুমি **Challange** করবে না, স্বরজিত ?

বিমান। না। ও তোমায় **Challange** করবে না।

বনানী। কেন ? পৃথিবীব সকলেই যখন **Challange** করছে তখন ও করবে না কেন ? আব সবার মত চেঁচিয়ে ও বলবে না কেন যে সব দোষ আমার আর ওর কোন দোষ নেই।

বিমান। তোমার কাছে কল্যাণীর প্রশংসা করা সত্যি দোষের বনানী।

বনানী। প্রশংসা ? কল্যাণীর প্রশংসা ? জিজ্ঞেস কর, প্রতিদিন স্বমিতাকে আমি নিজের সন্তান বলে মনে করবার চেষ্টা করেছিলাম কিনা, চন্দনাকে নিয়ে নতুনভাবে জীবনের স্থখ চিন্তা করেছিলাম কি না ? কিন্তু আমি সৎমা, আমি খুনী, আমার নিশ্বাসে পর্যন্ত বিষ আছে—

বিমান। সে প্রমাণ তুমি দিয়েছ ?

বনানী। প্রমাণ ?

বিমান। টাকার লোভে তুমি স্বরজিতের সংসার ভেঙ্গে তছনছ করেছ !

বনানী। টাকা ! বিমান, তোমার বন্ধুর মুখে এ উক্তি করতেও আটকায়নি, আমি জানি। কিন্তু জিজ্ঞেস কর ওকে, একদিন আমার কোলে মাথা রেখে ও কেঁদেছিল কিনা ? আমায় কল্যাণীর কথা ভুলিয়ে দিতে বলেছিল কি না ?

বিমান। আর তুমি তা পারনি।

বনানী। হ্যাঁ, আমি পারিনি।

বিমান। কারণ তুমি সুরজিতের স্ত্রী হবার উপযুক্ত ছিলে না, কোনদিন হতে পার না।

বনানী। স্ত্রী! (বনানী ছুটে আসে সুরজিতের সামনে)

বনানী। শুনছ সুরজিত! বিমানের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ! তুমি ওকে বলে দাও সুরজিত, আসলে স্ত্রীর মর্যাদা তুমি আমায় কোনদিন দাওনি। তুমি ওকে বলে দাও সুরজিত, যে প্রতিদিন আমি আমার স্বপ্ন, আমি আমার কামনা নিয়ে ছুটে গেছি তোমার কাছে। তুমি ওকে বলে দাও সুরজিত আমার নারীত্ব, আমার মা হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি, আর তুমি কল্যাণীর ছায়ায় আমাকে দেখে প্রথমে এগিয়ে এসে তারপর দুহাতে ঠেলে দিয়েছ দূরে। বল সুরজিত, ওকে সব বল। বল!

[সুরজিতের Stroke হয়ে গিয়েছিল: মুখটা তার বেঁকে গিয়েছিল! বনানীর কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। বনানী সুরজিৎকে দেখে চমকে ওঠে! বিমানকে ডাকবার চেষ্টা করে কিন্তু গলার স্বর ফোটে না! এদিকে বিমান মুখ ঘুরিয়ে সুরজিতের ঐ অবস্থা দেখে ছুটে যায় টেলিফোনের কাছে]

বিমান। (Telephone-এ) P. G. Hospital-এ Dr. Basuকে দিন। (Telephone-এ কথা বলতে থাকে) Please একবার সুরজিতের বাড়ীতে আসুন।

বনানী। বিমান, সুরজিত অমন করছে কেন? বল, বল, বিমান, সুরজিত কথা বলছে না কেন? (বিমানকে ধরে দুহাতে ঝাঁকাতে থাকে) বল, বল, বিমান—

বিমান। সুরজিত আর কোনদিন কথা বলবে না।

[বনানী প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে না। তারপর যখন সব বুঝতে পারলো তখন সুরজিতের মুখটা দুহাতে চেপে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললো]

বনানী। সুরজিত! সুরজিত!!

বিমান। বনানী! বলতে পার আমার মত বন্ধু সুরজিতের আর কে আছে? কে আছে? চেষ্টা করেও কোনদিন উপকার করতে পারলাম না, শুধু ক্ষতি করে গেলাম। (চৌধুরীকে নিয়ে অরিন্দম আসে)

বিমান। বনানী! (বনানী উঠে দাঁড়ায়)

বনানী। অফিসারকে বলে দাও বিমান, চন্দনার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী।

বিমান। বনানী!

বনানী। হ্যাঁ বিমান, তোমার **Chamber** থেকে আনা বিষ আমি চন্দনার **Lipstick**-এ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

বিমান। বনানী **Please,** তুমি চুপ কর।

বনানী। অফিসার। **I am ready.**

[বনানী সোজা হয়ে দাঁড়ায়! তার চোখে জল, মুখে পরাজয়ের গ্লানি। তবু যেন সে সং রকম শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত]

● সমাপ্ত ●